দশম খণ্ড

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়া

তৈত্তিরীয়োপনিষদ

শাঙ্করভাষ্য-সমেতা।

(প্রথম ভাগ)

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ত-তীর্থ

কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত।

লোটাস্ লাইব্রেরী,

২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৯ সাল।

মূল্য—গ্রাহক-পক্ষে—১৲
সাধারণ-পক্ষে—১৷৵০

বেদান্ত-দর্শন।

শ্রীভাষ্য।

জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়।

ইহাতে আছে—১ বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র। (২ পদচ্ছেদ,—সূত্রস্থ শব্দগুলির বিশ্লেষণ, এবং বঙ্গভাষায় তাহার অর্থ। (৩) সরলার্থ; ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীতও ইহা হইতে অনায়াসে ভাষ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়। (৫) ভাষ্যোদ্ধৃত প্রমাণগুলির আকর নির্দ্দেশ। (৬) বিস্তৃত অনুবাদ; অনুবাদ যতদূর সম্ভব সরল ও ভাষ্যানুযায়ী হইয়াছে। (৭) তাৎপর্য্য; যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ভাষ্যের জটিল বিষয়গুলি সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত। মূল্য ১০৲।

নব্যন্যায়—ব্যাপ্তিপঞ্চকম্।

বঙ্গের অতুল গৌরবের সামগ্রী নব্যন্যায়ের প্রকৃত আকরগ্রন্থে এই প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ব্যাপ্তিপঞ্চকের মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (২ পৃষ্ঠা) মাথুরী মূল, অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা (৪৫৮ পৃষ্ঠা), দীধিতি মূল ও অনুবাদ (৩পৃষ্ঠা) এব সুবিস্তৃত ভূমিকা (১২৪ পৃষ্ঠা) মধ্যে এই শাস্ত্রের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও জগদীশের তর্কামৃতের বঙ্গানুবার সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ব্যাখ্যা সহজ করিবার জন্য বহু অধুনিক কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। অনুবাদক "আচার্য্য শঙ্কর ও রমানুজ" প্রণেতা শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সংশোধক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। রয়াল ৮ পেজী ৬০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫৲ টাকা।

সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত।

১।২।৩।	ঈশ, কেন, কঠ,	(একত্রে)	মূল্য	২৸৹
৩।	কঠ ...	...	,,	১॥৴৹
৪।	প্রশ্ন ...	...	,,	৸৵৹
৫।	মুণ্ডক ...	...	,,	১৲
৬।	মাণ্ডুক্য	(কারিকা সমেত)	,,	২৲
৭।	ছান্দোগ্য ...	...	,,	৮।৵৹
৮।	বৃহদারণ্যক		,,	১৪৲
৯।	ঐতরেয়		,,	১৲

ক্রোমপ্যাথি বা বর্ণ-চিকিৎসা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল্ প্রণীত মূল্য ॥৹

বঙ্গভাষায় ও দেশে ইহা একটী অমূল্যচিকিৎস-শাস্ত্র; কেবলমাত্র ৪।৫টি রঙ্গিন শিশি, কাচ ও আলো আবশ্যক। ইহা দরিদ্রদিগের পরম বন্ধু গৃহস্থ পরিবারের এই পুক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরীয়ারণ্যকান্তর্গতা

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

শাঙ্কর-ভাষ্যসমেতা ।

শীক্ষাবল্লী ।

প্রথমোঽনুবাকঃ।

॥ ওঁম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁম্ হরিঃ ওঁম্ ॥

যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে ।
যেনেদং ধার্য্যতে চৈব তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
যৈরিমে গুরুভিঃ পূর্ব্বং পদবাক্যপ্রমাণতঃ ।
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ব্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২ ॥
তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্য্যপ্রসাদতঃ ।
বিস্পষ্টার্থরুচীনাং হি ব্যাখ্যেয়ং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩ ॥

মঙ্গলাচরণ। এই জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং পরিশেষে যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্যে নমস্কার ॥ ১ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্ব্বক এই বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যায় রুচিসম্পন্ন, সেই সকল মন্দমতি লোকের উপকারার্থ আমি আচার্য্যের অনুগ্রহে তৈত্তিরীয় শাখার সারভূত এই উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি ॥৩॥

আভাষ্যভাষ্যম্‌। নিত্যান্যধিগতানি কর্ম্মাণ্যুপাত্তদুরিত ক্ষয়ার্থানি, কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্‌ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদান পরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। (১)

কর্ম্মহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্ত্তকত্বাৎ। আপ্তকামানাং হি কামাভাবে স্বাত্ম ন্যবস্থানাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ। আত্মকামত্বে চাপ্তকামতা। আত্মা চ ব্রহ্ম; তদ্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোঽবিদ্যানিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং পর প্রাপ্তিঃ, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে," "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাদ্‌ আরব্ধস্য চোপভোগেন ক্ষয়াৎ নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াভাবাদযত্নত এব স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষঃ। ১

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বাৎ কর্ম্মভ্য এব মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরব্ধফলানি অনারব্ধ-ফলানি চানেকজন্মান্তরকৃতানি বিরুদ্ধফলানি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। অতস্তেষনারব্ধ-ফলানামেকস্মিন্‌ জন্মনি উপভোগেন ক্ষয়াসম্ভবাৎ শেষকর্ম্মনিমিত্ত-শরীরা-রম্ভোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেষসদ্ভাবসিদ্ধিশ্চ; "তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ"। "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ২

ইষ্টানিষ্টফলানামনারব্ধানাং ক্ষয়ার্থানি নিত্যানীতি চেৎ; ন; অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবায়শব্দো হ্যনিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্যাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগমাৎ ন অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারব্ধফল-কর্ম্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি কর্ম্মাণি, তথাপ্যশুদ্ধমেব ক্ষপয়েয়ুঃ, ন শুদ্ধম্‌, বিরোধাভাবাৎ। ন হীষ্টফলস্য

---

(১) কর্ম্মবিচারেণৈবোপনিষদো গতার্থত্বাদুপনিষৎপ্রয়োজনস্য নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মভ্য এব সম্ভবাৎ পৃথগ্‌ ব্যাখ্যানস্তো ন যুক্ত ইত্যাশঙ্কাপনেতুং কর্ম্মকাণ্ডার্থমাহ নিত্যানীতি। "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি জৈমিনিনা ধর্ম্মগ্রহণেন সিদ্ধবস্তুবিচারস্য পর্য্যুদস্তত্বাৎ নোপনিষদো গতার্থত্ব-মিত্যর্থঃ। তানি চ কর্ম্মাণি সঞ্চিতদুরিতক্ষয়ার্থানি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, ন নিঃশ্রেয়সার্থানি। ন কেবলং জীবতোঽবশ্যকর্ত্তব্যানাধিগতানি, ফলার্থিনাং কাম্যানি চ। ন তান্যপি নিঃশ্রেয়সার্থানি; "স্বর্গকামঃ" 'পশুকামঃ' ইত্যাদিবৎ 'মোক্ষকামোঽদঃ কুর্য্যাৎ' ইত্যশ্রবণাৎ। অতঃ সংসার এব কর্ম্মণাং ফলমিত্যর্থঃ।

কর্ম্মকাণ্ডার্থমুক্ত্বা তত্রাবিচারিতমুপনিষদর্থমাহ —ইদানীমিতি। কর্ম্মণামুপাদানেঽনুষ্ঠানে যো হেতুঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং ব্রহ্মবিদ্যাস্মিন্‌ গ্রন্থে আরভ্যতে, অতঃ সনিদান-কর্ম্মোন্মূলনার্থত্বাদুপনিষদঃ কর্ম্মকাণ্ডবিরুদ্ধত্বাৎ ন গতার্থত্বমিত্যর্থঃ। ইতি আনন্দজ্ঞানকৃতা টীকা।

কর্ম্মণঃ শুদ্ধরূপত্বান্নিত্যৈর্বিরোধ উপপদ্যতে। শুদ্ধাশুদ্ধয়োর্হি বিরোধো যুক্তঃ। ৩

ন চ কর্ম্মহেতূনাং কামানাং জ্ঞানাভাবে নিবৃত্ত্যসম্ভবাদশেষকর্ম্মক্ষয়োপপত্তিঃ। অনাত্মবিদো হি কামঃ, অনাত্মফলবিষয়ত্বাৎ। স্বাত্মনি চ কামানুপপত্তিঃ, নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বয়ঞ্চাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। নিত্যানাঞ্চাকরণমভাবঃ, ততঃ প্রত্যবায়ানুপপত্তিরিতি। অতঃপূর্ব্বোপচিতদুরিতেভ্যঃ প্রাপ্যমাণায়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়া নিত্যাকরণং লক্ষণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নানুপপত্তিঃ—"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইতি। অন্যথা হি অভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি সর্ব্বপ্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোঽযত্নতঃ স্বাত্মন্যবস্থানমিত্যনুপপন্নম্। ৪

যচ্চোক্তং নিরতিশয়প্রীতেঃ স্বর্গশব্দবাচ্যায়াঃ কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মারব্ধ এব মোক্ষ ইতি, তন্ন; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। ন হি নিত্যং কিঞ্চিদারভ্যতে। লোকে যদারব্ধম্, তদনিত্যমিতি; অতো ন কর্ম্মারভ্যো মোক্ষঃ। বিদ্যাসহিতানাং কর্ম্মণাং নিত্যারম্ভসামর্থ্যমিতি চেৎ; ন; বিরোধাৎ। নিত্যঞ্চারভ্যত ইতি বিরুদ্ধম্। ৫

যদ্ধি নষ্টম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি প্রধ্বংসাভাববন্নিত্যোঽপি মোক্ষ আরভ্য এবেতি চেৎ; ন; মোক্ষস্য ভাবরূপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাবোঽপ্যারভ্যত ইতি ন সম্ভবতি; অভাবস্য বিশেষাভাবাদ্বিকল্পমাত্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হ্যভাবঃ। যথা হ্যভিন্নোঽপি ভাবো ঘটপটাদিভির্বিশেষ্যতে ভিন্ন ইব—ঘটভাবঃ পটভাব ইতি, এবং নির্ব্বিশেষোঽপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুণযোগাদ্ দ্রব্যাদিবদ্বিকল্প্যতে। ন হি অভাব উৎপলাদিবদ্বিশেষণসহভাবী। বিশেষণবত্ত্বে ভাব এব স্যাৎ। ৬

বিদ্যা-কর্ম্মকর্ত্তুর্নিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্ম্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বমিতি চেৎ, ন; গঙ্গাস্রোতোবৎ কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বোপরমে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। তস্মাদবিদ্যাকামকর্ম্মোপাদানহেতুনিবৃত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইতি। স্বয়ঞ্চাত্মা ব্রহ্ম; তদ্বিজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তিরিতি; অতঃ ব্রহ্মবিদ্যার্থোপনিষদারভ্যতে। উপনিষদিতি বিদ্যোচ্যতে তচ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাৎ, তদবসাদনাদ্বা ব্রহ্মণ উপনিগময়িতৃত্বাৎ, উপনিষণ্ণং বা অস্যাং পরং শ্রেয় ইতি। তদর্থত্বাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদ্॥

আভাষভাষ্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ বিধ্বংস করাই, যে সমুদয় কর্ম্মের মুখ্য ফল, সেই সমুদয় নিত্য কর্ম্ম এবং ফলাভিলাষী পুরুষগণের কর্ত্তব্য রূপে বিহিত কাম্য কর্ম্ম সমুদয় পূর্ব্ব গ্রন্থে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত কর্ম্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত

হইয়াছে ; এখন কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত অবিদ্যা বা কামনার নিবৃত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করা হইতেছে (১)। কামনাই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান হেতু; কারণ, কামনাই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মায়। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয়; সেই কারণে তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি জন্মে না। আত্মবিষয়ে কামনা সম্পন্ন হইলেই আপ্ত-কামত্ব সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মাই ব্রহ্ম; ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির কথা পরে বলা হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাই শ্রুত্যুক্ত 'পরপ্রাপ্তি' বুঝিতে হইবে; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'সর্ব্বভয়রহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' 'তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়,' ইত্যাদি। অতএব সেই অবস্থায় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান রহিত হওয়ায়, উপভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত পাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ সুসিদ্ধ হয়।১

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে—) যদি বল, স্বর্গ-শব্দের অর্থ

---

(১) তাৎপর্য্য—আশঙ্কা হইয়াছিল এই যে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ব্বমীমাংসায় যখন সমস্ত বেদার্থ বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারাই এই আরণ্যকোপনিষদের অর্থও নিশ্চয়ই নির্ণীত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-ফল লাভ করা যাইতে পারে, তখন ইহার জন্য পৃথক্ ব্যাখ্যা রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'নিত্যানি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে কেবল ক্রিয়া-সাধ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারই স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধ বস্তুর বিচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ত নিত্যসিদ্ধ বস্তু; সুতরাং তৎসম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ব উহাতে নিরূপিত হয় নাই। কর্ম্ম দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্য ও কাম্য; তন্মধ্যে নিত্য কর্ম্মের ফল কর্ম্মকর্ত্তার পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ-ধ্বংস; আর কাম্য কর্ম্মের ফল অভিলষিত বিষয়প্রাপ্তি। এই জন্যই বেদে কর্ম্ম প্রকরণে "স্বর্গকামঃ অশ্বমেধেন যজেত" অর্থাৎ স্বর্গাভিলাষী পুরুষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি কাম্যফলের নিমিত্তই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অমুকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ' এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই; সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মের ফল মুক্তি নহে,—সংসার। কাজেই মোক্ষলাভের উপায়ভূত উপনিষদের অর্থ নির্দ্ধারণ করা ভাষ্যকারের আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তভূত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; সুতরাং উপনিষৎশাস্ত্রটী কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী; কাজেই কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দ্বারা উপনিষৎশাস্ত্র গতার্থ হইতে পারে না।

যখন নিরতিশয় আনন্দ ; এবং কর্ম্মটি যখন তৎপ্রাপ্তির নিদান ; তখন কর্ম্ম হইতেই ত মোক্ষলাভ হইতে পারে ? না, কর্ম্মের অনেকত্ব হেতুই সে কথা বলিতে পার না ; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পাদিত বহুতর কর্ম্মই ত বিদ্যমান আছে ; তন্মধ্যে কতকগুলি আরব্ধফলক (যাহারা ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে) এবং কতকগুলি অনারব্ধফলক (এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই,—সঞ্চিত রহিয়াছে) ; সেই সকল কর্ম্মের ফল ত স্বভাবতই পরস্পর বিরোধী। এই কারণেই যে সমুদয় কর্ম্ম অনারব্ধফল (অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সমুদয় কর্ম্মের ফলোপভোগ করা একই জন্মে সম্ভব হয় না ; সুতরাং অনুপভুক্ত অবশিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয়। 'যাহারা এখানে রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে [জন্ম লাভ করে ' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ হইতেও কর্ম্ম-শেষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে ।২

যদি বল, ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাদক অনারব্ধ কর্ম্ম সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই নিত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কেন না, নিত্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে ; প্রত্যবায় শব্দটী অনিষ্টার্থবোধক ; অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে যে ভাবী দুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবিত ভাবী দুঃখাত্মক প্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়াই নিত্যকর্ম্ম সমূহ স্বীকৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে অনারব্ধফলক কর্ম্মের ক্ষয় করাই যদি নিত্যকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও নিত্যকর্ম্ম অশুদ্ধ পাপ কর্ম্মেরই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্ম্মের ক্ষয় করিতে পারে না ; কেন না, শুদ্ধ কর্ম্মের সহিত নিত্যকর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। বস্তুতও ইষ্টফলজনক কর্ম্মমাত্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক) ; সুতরাং নিত্যকর্ম্মের সহিত তাহাদের বিরোধ উপপন্ন হয় না ; কেন না, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ কর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ থাকা যুক্তিযুক্ত ।৩

বিশেষতঃ কামনাই যখন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ ; জ্ঞানোদয় ব্যতীত যখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব ; তখন নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-ক্ষয় ত হইতেই পারে না। আত্মাতিরিক্ত ফলই যখন কামনার বিষয়, তখন কাম বা কামনা অনাত্মজ্ঞ পুরুষেরই ধর্ম্ম (আত্মজ্ঞের নহে)। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মা যখন নিত্য-

প্রাপ্ত,তখন তদ্বিষয়ে কামনা হইতেই পারে না। আর আত্মা স্বয়ংই যে পরব্রহ্ম, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার পর, নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনমুষ্ঠান ত ভাবপদার্থ নহে, উহা অভাব অসৎ ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য-কর্ম্মের অকরণ হইতে) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্ম্মের অকরণ তাহারই লক্ষণ বা পরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্ব্বন্' ইত্যাদি বচনে যে, শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল না (১)। ইহা না হইলে, অর্থাৎ অভাব হইতেও ভাবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও উপপন্ন হইতেছে না।৪

আরও যে, বলিয়াছ—স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্ব্বাধিক আনন্দ ; কর্ম্মই সেই স্বর্গলাভের উপায় ; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্ম্মারব্ধই বটে, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, কোন নিত্যপদার্থই উৎপন্ন হয় না ; জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই মোক্ষ কখনও কর্ম্মারব্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিদ্যা-সহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপাদন করিতে সামর্থ্য আছে ? না, তাহাও থাকিতে পারে না ; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ; কেন না, নিত্য পদার্থও যে, উৎপন্ন হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা।৫

---

(১) তাৎপর্য্য—কার্য্যমাত্রেরই একটা কারণ থাকা আবশ্যক হয় ; এবং সত্য বস্তুই কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ বলিয়া কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। অসত্যেরও কার্য্যকারিতা থাকিলে আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র হইতেও অনেক কার্য্য হইতে পারিত। অথচ তাহা কখনও হয় না বা হইতে পারে না। অভাবও অসৎপদার্থ, সুতরাং নিত্যকর্ম্মের অকরণ বা অনুষ্ঠানাভাব হইতেও পাপরূপ একটা ভাব কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে লোকে বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্ব্বজন্মে গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান জন্মে, ইহার এই প্রকার পাপ প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে বলিয়াই "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি বচনে 'শতৃ' প্রত্যয় (অকুর্ব্বন্ পদে) প্রযুক্ত হইয়াছে। শতৃপ্রত্যয়টী লক্ষণ বা পরিচয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, [নিত্য বস্তু যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরন্তু] যাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় না; সুতরাং অবিনাশী ধ্বংসনামক অভাব যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে দোষ কি? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, (আর ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ): সুতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের) যখন স্বরূপগত কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা কেবল কল্পনা মাত্র, উহা বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিযোগী অর্থাৎ ভাববস্তু-সাপেক্ষ। যেমন ভাব বা সত্তা পদার্থটী স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও ঘট-পটাদি বিভিন্ন বস্তু দ্বারা বিশেষিত বা পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা—ঘট-ভাব (ঘটের ভাব—সত্তা), ও পট-ভাব (পটের সত্তা) ইত্যাদি; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও স্বরূপতঃ বিশেষরহিত (পার্থক্যশূন্য—নির্ব্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাদি দ্বারা দ্রব্যপদার্থের ন্যায় বিকল্পিত (নানারূপে ব্যবহৃত) হইয়া থাকে। উৎপল বা পদ্ম প্রভৃতি ভাব বস্তুগুলি যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়, অভাব কখনও সেরূপ হয় না; কেননা, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উহা অভাব না হইয়া নিশ্চয়ই ভাব বস্তুরূপে পরিগণিত হইত। ৬

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠাতা আত্মা যখন নিত্য, তখন তদ-

---

(১) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে একটীর নাম প্রধ্বংস বা ধ্বংস। সেই ধ্বংস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, চিরকাল বর্ত্তমান থাকে। এখন কথা হইতেছে এই যে, ধ্বংস যেমন উৎপন্ন হইয়াও ধ্বংসরহিত—চিরস্থায়ী, তেমনি মোক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; তাহা হইলে ত অন্য কোন দোষই ঘটে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন যে, না সে কথা হইতে পারে না; ধ্বংস হইতেছে অভাব—অবস্তু, তাহার সহিত কখনই সত্য বস্তু মোক্ষের তুলনা হইতে পারে না। কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, মোক্ষ হইতেছে ভাব। ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা কখনও একরূপ হইতে পারে না। ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসভাগী হইবে, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম। অভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভাবকার্য্য বলিলে তাহার অনিত্যতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

মুষ্টিত বিদ্যা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ; না, তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, গঙ্গাস্রোতের ন্যায় কর্ত্তৃত্বের স্বরূপও দুর্নিরূপণীয় ; পক্ষান্তরে আত্মকর্ত্তৃত্বই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বের নিবৃত্তিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে হইবে যে, অবিদ্যাকৃত কামনা ও কর্ম্মের উপাদান কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি, তাহাই যথার্থ মোক্ষ। স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম ; তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপণার্থ এই উপনিষদ্ আরব্ধ হইতেছে। 'উপনিষদ্' শব্দে বিদ্যা বুঝায়। যে হেতু উপনিষদ্ স্বসেবকদিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতনা অপনয়ন করে, অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংবা জীবকে ব্রহ্মের নিকটে লইয়া যায়, অথবা পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ; [এই কারণে উপনিষদ্ শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া থাকে]। এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো-বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥১॥

[সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোহনুবাকঃ ॥ ১॥

সরলার্থঃ। মিত্রঃ (দিবসাভিমানী সূর্য্যঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখকরঃ) ভবতু; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং ভবতু; অর্য্যমা (চক্ষুরভিমানিনী দেবতা) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখদঃ) ভবতু। ইন্দ্রঃ (বলাভিমানিনী দেবতা), বৃহস্পতিঃ (বাগবুদ্ধ্যভিমানিনী দেবতা) নঃ শং ভবতু। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদাভিমানিনী দেবতা) বিষ্ণুঃ নঃ শং [ভবতু]। ব্রহ্মণে (পরোক্ষায় ব্রহ্মভূতায় বায়বে) নমঃ। হে বায়ো, তে (প্রত্যক্ষায় তুভ্যং) নমঃ। [অত্র পরোক্ষাপরোক্ষতয়া ব্রহ্ম বায়ুশব্দাভ্যাং বায়ুরেব উচ্যতে]। [হে বায়ো, যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [তস্মাৎ] ত্বাম্ এব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি; ঋতং (যথাশাস্ত্র বুদ্ধৌ সুনিশ্চিতার্থং ত্বাম্ এব বদিষ্যামি; সত্যং (সত্যস্বরূপং ত্বামেব বদিষ্যামি। তৎ (বায়ুরূপং সত্যং ব্রহ্ম) মাং (বিদ্যার্থিনং) অবতু (বিদ্যাসংযোজনেন পালয়তু); তৎ (বায়ুরূপং ব্রহ্ম) বক্তারং (আচার্য্যম্) অবতু (বিদ্যাসম্প্রদানসামর্থ্যদানেন পালয়তু)। অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্ [ইতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্]। শান্তিঃ (আধ্যাত্মিকবিঘ্ন-প্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিদৈবিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা), শান্তিঃ (আধিভৌতিকবিঘ্নপ্রশমনার্থা) ইতি॥ ১॥

মূলানুবাদ। দিবসাভিমানী দেবতা মিত্র (সূর্য্যদেব) আমাদিগের কল্যাণকর হউন; রাত্রির দেবতা বরুণ আমাদের আনন্দকর হউন; চক্ষুর দেবতা অর্য্যমা আমাদের সুখদায়ক হউন; বলের দেবতা ইন্দ্র ও বাগ বুদ্ধির অধিপতি বৃহস্পতি আমাদের সুখকর হউন, এবং

বিস্তীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষ্ণু আমাদের আনন্দপ্রদ হউন। ব্রহ্মাত্মক পরোক্ষ বায়ুর উদ্দেশ্যে নমস্কার। হে বায়ো, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; ঋত অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে সত্য বিষয় সুনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন ; সুতরাং তোমারই স্বরূপ ; অতএব সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম বিদ্যার্থী আমাকে সামর্থ্যপ্রদান করত রক্ষা করুন ; এবং তিনি বক্তা আচার্য্যকেও শক্তিপ্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করুন। আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্' কথাটীর পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বিদ্যালাভের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার 'শান্তি' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

ইতি প্রথমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শং সুখং প্রাণবৃত্তেরহশ্চাভিমানী দেবতাত্মা মিত্রঃ নঃ অস্মাকং ভবতু। তথৈব অপানবৃত্তেঃ রাত্রেশ্চাভিমানী দেবতাত্মা বরুণঃ ; চক্ষুষ্যাদিত্যে চাভিমানী অর্য্যমা ; বলে ইন্দ্রঃ ; বাচি বুদ্ধৌ চ বৃহস্পতিঃ ; বিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ বিস্তীর্ণক্রমঃ পাদয়োরভিমানী ; এবমাদ্যা অধ্যাত্মদেবতাঃ শং নঃ ; ভবত্বিতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। তাসু হি সুখকৃৎসু বিদ্যাশ্রবণধারণোপযোগা অপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি তৎসুখকর্ত্তৃত্বং প্রার্থ্যতে— শং নো ভবত্বিতি।১

ব্রহ্মবিদ্যাবিবিদিষুণা নমস্কার-বদনক্রিয়ে বায়ুবিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যোপসর্গশান্ত্যর্থে ক্রিয়েতে সর্ব্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ। ব্রহ্ম বায়ুঃ, তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ প্রহ্বীভাবং করোমীতি বাক্যশেষঃ। নমঃ তে তুভ্যং, হে বায়ো, নমস্করোমীতি পরোক্ষপ্রত্যক্ষাভ্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে।২

কিঞ্চ, ত্বমেব চক্ষুরাদ্যপেক্ষ্য বাহ্যং সন্নিকৃষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি যস্মাৎ, তস্মাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং যথাশাস্ত্রং যথাকর্ত্তব্যং বুদ্ধৌ সুপরিনিশ্চিতমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যামি। সত্যমিতি স এব বাক্কায়াভ্যাং সম্পাদ্যমানঃ, সোঽপি ত্বদধীন এব সম্পাদ্যতে ইতি ত্বামেব সত্যং

বদিষ্যামি। তৎ সর্ব্বাত্মকং বায্বাখ্যং ব্রহ্ম ময়ৈবং স্তুতং সৎ বিদ্যার্থিনং মাম্ অবতু বিদ্যাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ম বক্তারম্ আচার্য্যং চ বক্তৃত্বসামর্থ্যসংযোজনেন অবতু। অবতু মাম্, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্বচনমাদরার্থম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনম্ আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গাণাং প্রশমনার্থম্॥ ১॥

ইতি প্রথমানুবাক ভাষ্যম্॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রাণবৃত্তি (প্রাণের ব্যাপার) ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী মিত্র আমাদিগের সুখাবহ হউন। সেইরূপ অপানবৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেবতারূপী অর্য্যমা; বলের অভিমানী ইন্দ্র, বাক্ ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি এবং উরুক্রম—বিস্তীর্ণ পাদ-বিক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদদ্বয়ের অভিমানী দেবতারূপী বিষ্ণু, এবংএই প্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবতা আছেন,তাহারাও আমাদের সুখকর [হউন]। শ্রুতির 'ভবতু' (হউন) এই ক্রিয়াটীর সকল বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আধ্যাত্মিক দেবতাগণ সুখাবহায়ক হইলে, বিদ্যাশ্রবণ এবং বিদ্যা ও তদর্থ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন হইবে,এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সুখাবহায়কতা প্রার্থনা করা হইতেছে—"শং নো ভবতু" ইতি। ১

অতঃপর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যালাভে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত বায়ুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন কার্য্য অবশ্য করণীয়; কেন না, সমস্ত ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন; অতএব তদুদ্দেশ্যে নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—বায়ু, সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নমঃ—শিরোনমন করিতেছি। 'করিতেছি' ('করোমি') কথাটী মূলে অনুক্ত রহিয়াছে। হে বায়ো, তোমার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছি। এই ভাবে এক বায়ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম ও বায়ু শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ২

অপিচ, যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াপেক্ষায় বাহ্য (বহিঃস্থিত) ও অব্যবহিত (নিকটবর্ত্তী) প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ, সেই হেতু প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপী তোমাকেই

বলিব (১)। ঋত অর্থ শাস্ত্র ও কর্ত্তব্যানুসারে যাহা নিশ্চিতরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে তোমাকেই সত্যস্বরূপে উচ্চাচরণ করিব। সত্যশব্দের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই বটে; বিশেষ এই যে, ইহা কেবল বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ ও কায়ব্যাপার দ্বারা সম্পাদ্যমান বিষয়ও তোমার সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সত্যস্বরূপ; সেই সত্যস্বরূপ তোমাকেই বলিব (২)। সেই সর্ব্বাত্মক বায়ুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বারা এই প্রকারে স্তুত (স্তুতির বিষয়) হইয়া বিদ্যাভিলাষী আমাকে (শিষ্যকে) বিদ্যা-সংযোজন দ্বারা পালন করুন, এবং সেই বায়ুব্রহ্মই বক্তা—আমার উপদেষ্টা আচার্য্যকেও বিদ্যাদানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। 'আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন' এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত বিষয়ে সমধিক আদর প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনপ্রকারে সম্ভাবিত বিঘ্ন প্রশমনাভিপ্রায়ে 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইয়াছে। ১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমানুবাকের (৩) ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যথা রাজ্ঞো দৌবারিকং কশ্চিদ্ রাজদিদৃক্ষুরাহ—ত্বমেব রাজেতি তথা হার্দ্দস্য ব্রহ্মণো দ্বারপং প্রাণং হার্দ্দং ব্রহ্ম দিদৃক্ষুরাহ—"ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" ইতি। (আনন্দগিরি টীকা)।

অর্থ এই যে, যদিও প্রাণস্বরূপ বায়ু সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বরূপ না হউক, তথাপি, রাজদর্শনাভিলাষী কোন লোক যেরূপ রাজার দৌবারিককে (দ্বারপালকে) "তুমিই রাজা" এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া থাকে; তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনেচ্ছু সাধকও বায়ুরূপী প্রাণকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(২) তাৎপর্য্য—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও যাহা বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়, এবং সেই প্রতীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব্যাপার দ্বারা সত্য বা যথাযথরূপে সম্পাদন করা হয়, এই উভয় প্রকারে ঋত ও সত্য ভিন্নার্থক হইতেছে।

(৩) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ গ্রন্থমধ্যে যেরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থমধ্যে 'অনুবাক' নামটী পরিচ্ছেদ স্থলবর্ত্তী অংশবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অভাষ ভাষ্যম্। অর্থজ্ঞানপ্রধানত্বাদুপনিষদঃ গ্রন্থপাঠে যত্নোপরমো মা ভূদিতি শীক্ষাধ্যায় আরভ্যতে—

আভাষ ভাষ্যানুবাদ অর্থ-বোধই উপনিষদের প্রধান বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ গ্রন্থপাঠে কাহারো অযত্ন আসিতে পারে, তাহা যাহাতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে (১)—

শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ২ [শীক্ষাং পঞ্চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ২ ॥

সারলার্থঃ। উপনিষদামর্থবোধপ্রধানত্বেঽপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজ্ঞানাপেক্ষাপ্যস্তীতি জ্ঞাপয়িতুমাহ—"শীক্ষাম্' ইত্যাদি। শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বর্ণাদ্যুচ্চারণং যয়, সা শিক্ষা, তাং, অথ। শিক্ষ্যন্তে ইতি বর্ণাদয় এব শিক্ষা, শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্। তাং, ব্যাখ্যাস্যামঃ (বাক্তং কথয়িষ্যামঃ)। [তত্র শিক্ষণীয়াঃ অর্থা উচ্যন্তে—] বর্ণঃ (অকারাদিঃ), স্বরঃ (উদাত্তাদিঃ), মাত্রা (হ্রস্বদীর্ঘাদিঃ), বলং (শব্দোচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষঃ), সাম (সমতা, তুল্যরূপেণোচ্চারণম্); সন্তানঃ সন্ততিঃ 'নয়ত্তক্রমং পদং বাক্যং বা', ইতি ('ইতি' শব্দঃ শিক্ষাসমাপ্তৌ)। শীক্ষাধ্যায়ঃ (শীক্ষা অধীয়তে অনেন ইতি শীক্ষাধ্যায়ঃ) উক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদের যে ছয়টি অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, 'শিক্ষা' তাহাদের অন্যতম। শিক্ষা গ্রন্থে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাত্রাদির ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। এখানে 'শীক্ষা' শব্দ দ্বারা সেই শিক্ষা শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থারই সূচনা করা হইল। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে মূল শিক্ষাগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বৈদিক মন্ত্রাদিতে অনেক প্রকার স্বর প্রযোজ্য হইয়া থাকে, যাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিৎ। তন্মধ্যে উচ্চৈস্বর উদাত্ত, মৃদুস্বর অনুদাত্ত, এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্বর 'স্বরিৎ' নামে প্রসিদ্ধ। মাত্রা সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, একমাত্রা স্বরের হ্রস্ব দ্বিমাত্রা দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রন্তু

মূলানুবাদ। অতঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শীক্ষা ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ—যাহা দ্বারা বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী শিক্ষা করা হয়,অথবা শীক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষা।] বর্ণ অর্থ—অকারাদি অক্ষর সমূহ; স্বর অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত সরিৎ প্রভৃতি; মাত্রা অর্থ—হ্রস্বদীর্ঘ প্রভৃতি, বল অর্থ—শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন বা চেষ্টা); সাম অর্থ—সমতা অর্থাৎ একই নিয়মে উচ্চারণ; সন্তান অর্থ—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য; এই কয়টী বিষয়ই প্রধানতঃ শিক্ষণীয়॥ ১॥ ২॥

শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাকের অনুবাদ॥ ২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্; শিক্ষ্যন্ত ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা; দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্; তাং শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ বিস্পষ্টম্ আ সমন্তাৎ প্রকথয়িষ্যামঃ। চক্ষিঙঃ খ্যাঞাদিষ্টস্য ব্যাঙ্পূর্ব্বস্য ব্যক্তবাক্-কর্ম্মণ এতদ্রূপম্। তত্র বর্ণঃ অকারাদিঃ। স্বরঃ উদাত্তাদিঃ। মাত্রা হ্রস্বাদ্যাঃ। বলং প্রযত্নবিশেষঃ। সাম বর্ণানাং মধ্যম-বৃত্ত্যোচ্চারণং সমতা। সন্তানঃ সন্ততিঃ, সংহিতেত্যর্থঃ। এবং শিক্ষিত-ব্যোঽর্থঃ শিক্ষা যস্মিন্নধ্যায়ে, সোঽয়ং শীক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্তঃ উদিতঃ। উক্ত ইত্যুপসংহারার্থঃ॥ ১॥ ২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমূহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই; ছন্দোঽনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শীক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ

প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্॥" অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর এক মাত্রা, দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা, আর ব্যঞ্জন বর্ণ অর্দ্ধ মাত্রা বলিয়া গণ্য। দূরবর্ত্তী লোককে আহ্বান করিতে, গান করিতে এবং রোদন করিতে সাধারণতঃ প্লুত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের ছান্দস কথাটীর দুই অর্থ—(১) বৈদিক নিয়ম; (২) হ্রস্ব দীর্ঘাদি মাত্রার নিয়ম। তন্মধ্যে বৈদিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার পার্থক্য ঘটে; ইহা সকলেই জানে।' ইহা ছাড়া বেদে স্বরাদির নিয়ামক বিভিন্ন

স্পষ্টরূপে সর্ব্বতোভাবে বর্ণনা করিব। "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদটী বি+আঙ্ পূর্ব্বক চক্ষিঙ্ ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্ আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবং উহার অর্থ—ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ। [শিক্ষণীয় বিষয় এই কয়টী—] (১) অকার প্রভৃতি বর্ণ (অক্ষর); (২) উদাত্তাদি—স্বর; (৩) হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা; (৪) শব্দোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ন রূপ—বল; (৫) সাম—সমতা—অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃদুভাবে উচ্চারণ, (৬) এবং সন্তান—সন্ততি অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ বা বাক্য; এইজাতীয় বিষয়গুলিই শিক্ষণীয় (*)। যে অধ্যায়ে শীক্ষার কথা আছে, তাহা শীক্ষাধ্যায়। এই প্রকারে এইখানে শীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রযোজন জ্ঞাপনার্থ এখানে এ কথার উপসংহার করা হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

ছন্দও বিদ্যমান রহিয়াছে। ছন্দেতে হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুতাদি মাত্রাগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। সেই ছন্দোরক্ষার জন্য আবশ্যক মত এক মাত্রাকে দ্বি মাত্রা অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরকেও দীর্ঘ স্বর করিয়া লইতে হয়, সুতরাং দ্বিতীয় অর্থটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে।

(*) তাৎপর্য্য—যদিও ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষদের অর্থই প্রধান, এবং শব্দাংশ অপ্রধান হউক তথাপি শব্দোচ্চারণে বিশেষ সাবধান হওয়া পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, মান্ত্রিক নিয়ম এখানেও প্রতিপালনীয়। ঋষিগণ বলিয়াছেন—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" অর্থাৎ মন্ত্র যদি উদাত্তাদি স্বরহীন হয়, উন্ম কণ্ঠাদি বর্ণহীন, ও অযথা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র কখনও উপযুক্ত ফলপ্রদান করে না। ইহার উদাহরণ—'ইন্দ্র-শত্রু' এই শব্দটি স্বরহীন হওয়ায় কর্ম্মের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বরং সেই শব্দই বজ্রের ন্যায় যজমান অসুরগণের অনিষ্ট করিয়াছিল। অতএব উপনিষদ্ পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ, উষ্মাদি বর্ণভেদ প্রভৃতি যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদঙ্গং গুরুশিষ্যয়োঃ সাধারণং মঙ্গলং প্রার্থ্যতে—"সহ নৌ" ইত্যাদিনা। নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিষ্যয়োঃ) সহ (তুল্যং) যশঃ (অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা কীর্ত্তিঃ) [ভূয়াৎ]; নৌ (আবয়োঃ) সহ (তুল্যং) ব্রহ্মবর্চ্চসম্ (ব্রহ্মণ্যতেজঃ) [ভূয়াৎ]॥

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানন্তরম্), অতঃ (যতঃ গ্রন্থাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ সহসা পরমার্থবিষয়ে নাবতারয়িতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং (লোকেষু অধি), তথা অধিজ্যৌতিষং (জ্যোতিঃ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), অধিবিদ্যং (বিদ্যাম্ অধিকৃত্য), অধিপ্রজম্ (প্রজাং পুত্রাদিকম্ অধিকৃত্য), অধ্যাত্মং (আত্মানং শরীরম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং), এবং পঞ্চসু অধিকরণেষু বিষয়ে সংহিতায়াঃ উপনিষদং (সংহিতাবিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যাস্যামঃ। তাঃ (এতাঃ পঞ্চবিষয়াঃ উপনিষদঃ) [লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ] মহাসংহিতাঃ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনন্তরং) অধিলোকং (লোকবিষয়কং দর্শনম্) [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। তত্র পৃথিবী পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টিঃ করণীয়া); দ্যৌঃ (অন্তরিক্ষলোকঃ) উত্তররূপং (সংহিতোত্তরাক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা); আকাশঃ সন্ধিঃ (সংহিতায়া মধ্যমেঽক্ষরে আকাশদৃষ্টিঃ করণীয়া); বায়ুঃ (জগৎপ্রাণঃ) সন্ধানং সন্ধীয়তে পূর্ব্বোত্তররূপে অনেনেতি সন্ধানং সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বোত্তরয়োর্বর্ণয়োঃ সম্বন্ধে বায়ুদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা), ইতি (এবংপ্রকারং) অধিলোকং (লোকমধিকৃত্য দর্শনমুপদিষ্টমিত্যর্থঃ)॥ ১ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ। [এখন সংহিতোপনিষদের অঙ্গীভূত গুরু শিষ্য উভয়সাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে]। আমাদের উভয়ের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যশঃ—গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীর্ত্তি, আর আমার অধ্যয়নজনিত কীর্ত্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ব্রহ্ম-বর্চ্চস অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যতেজও তুল্যরূপে প্রতিভাত হউক

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বারা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লোকও পরমার্থ তত্ত্ব সহজে অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না,] সেই হেতু অতঃপর পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিঃ, আচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যা, মাতা প্রভৃতি প্রজা ও হনু প্রভৃতি দেহাবয়ব, এই পাঁচটী বিষয়ে সংহিতাসম্বন্ধীয় উপনিষদ্ (দর্শন বা উপাসনা) বর্ণনা করিব। এই পাঁচটী বিষয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা' বলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অগ্রে লোকাধিকারে উপনিষদ্ বলা হইতেছে। 'সংহিতা'র প্রথমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে দ্যুলোকদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে আকাশদৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধেতে বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এই প্রকার উপাসনা লোকাধিকারে বিহিত ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সংহিতোপনিষদ্ উচ্যতে। তত্র সংহিতাদ্যুপনিষৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে, তৎ নৌ আবয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োঃ সহৈব অস্তু। তন্নিমিত্তঞ্চ যদ্ ব্রহ্মবর্চসং তেজঃ, তচ্চ সহৈবাস্তু, ইতি শিষ্য-বচনমাশীঃ। শিষ্যস্য হি অকৃতার্থত্বাৎ প্রার্থনোপপদ্যতে, নাচার্য্যস্য কৃতার্থত্বাৎ; কৃতার্থো হি আচার্য্যো নাম ভবতি। ১

অথ—অনন্তরম্, অধ্যয়নলক্ষণবিধানস্য পূর্ব্ববৃত্তস্য. অতঃ—যতোঽত্যর্থং গ্রন্থভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসার্থজ্ঞানবিষয়েঽবতারয়িতুমিত্যতঃ, সংহিতায়া উপনিষদং সংহিতাবিষয়ং দর্শনমিত্যেতৎ গ্রন্থসন্নিকৃষ্টামেব ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেষু আশ্রয়েষু, জ্ঞানবিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ—অধিলোকং—লোকেষ্বধি যৎ দর্শনম্, তদধিলোকম্; তথা অধিজ্যৌতিষম্, অধিবিদ্যম্, অধিপ্রজম্, অধ্যাত্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চবিষয়া উপনিষদঃ লোকাদিমহাবস্তুবিষয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ত্বাচ্চ মহত্যশ্চ তাঃ সংহিতাশ্চ—মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি বেদবিদঃ। অথ তাসাং যথোপন্যস্তানাং মধ্যে অধিলোকং দর্শন-

মুচ্যতে। দর্শনক্রমবিবক্ষার্থোঽথশব্দঃ সর্ব্বত্র। পৃথিবী পূর্ব্বরূপং—পূর্ব্বো বর্ণঃ পূর্ব্বরূপম্; সংহিতায়াঃ পূর্ব্বে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তং ভবতি। তথা দ্যৌঃ উত্তররূপম্। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ, সন্ধিঃ মধ্যং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ—সন্ধীয়েতেঽস্মিন্ পূর্ব্বোত্তররূপে ইতি। বায়ুঃ সন্ধানম্; সন্ধীয়তেঽনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোকং দর্শনমুক্তম্। অথাধিজ্যৌতিষমিত্যাদি সমানম্॥ ১-৫॥ ৩-৭॥

ভাষ্যানুবাদ। অথ-শব্দের অর্থ—অনন্তর—অধ্যয়নবিধির পর; যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রন্থাধ্যয়ন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগতিবিষয়ে সহজে পরিচালিত করিতে পারা যায় না; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ্ অর্থাৎ উপস্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিতা' শব্দ অবলম্বনপূর্ব্বক উপাসনাত্মক দর্শন বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটী অধিকরণে অর্থাৎ পাঁচপ্রকার জ্ঞেয় বিষয়ে [নিবদ্ধ]। সেই পাঁচটী বিষয় কি কি, তাহা বলিতেছেন—প্রথম অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসনা), তাহাই অধিলোক। সেইরূপ অধিজ্যৌতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম [উপাসনা বলা হইবে]। সেই এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ্ই লোকপ্রভৃতি মহৎ বস্তু ও সংহিতা বিষয়ে সন্নিবদ্ধ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা' এইরূপ যোগার্থানুসারে ইহাকে বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্ত উপনিষদ্সমূহের মধ্যে এখন অধিলোক দর্শনের কথা বলা হইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্ব্বত্র 'অথ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে, নির্দ্দেশের ক্রমানুসারে পর পর উপাসনা করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্ব্বরূপ—প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 'সংহিতা' শব্দের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোক বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। সেইরূপ আকাশ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ অর্থাৎ সংহিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে আকাশ হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব্ব ও উত্তর রূপ-দুইটী যে স্থানে সম্মিলিত হয়, সেই মধ্যভাগ। বায়ু হইতেছে সন্ধান; যাহা দ্বারা উভয় বস্তু সংযোজিত হয়, তাহার নাম সন্ধান। এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর অধিজ্যৌতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ॥ ১—৫॥ ৩ ৭॥

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তর-রূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধি-জ্যোতিষম্ ॥ ২ ॥ ৪

সরলার্থঃ। অতঃপরম্ আধিজ্যোতিষং [দর্শনমুচ্যতে]— অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপং (সংহিতায়াঃ প্রথমেঽক্ষরে অগ্নিদৃষ্টিঃ করণীয়া। আদিত্যঃ উত্তররূপম্; আপঃ (জলং) সন্ধিঃ; বৈদ্যুতঃ (বিদ্যুদেব বৈদ্যুতঃ) সন্ধানম্, [ইত্যন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ]। ইতি আধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতিরধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মুপাসনম্) ॥ ২ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্নিদৃষ্টি, শেষাক্ষরে আদিত্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে অপ্‌দৃষ্টি আর উক্ত অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা অধিজ্যোতিষ দর্শন কথিত হইল ॥ ২॥ ৪॥

অথাধিবিদ্যম্। আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ; প্রবচন-সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্ ॥ ৩ ॥ ৫

সরলার্থঃ। অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং [দর্শনম্ উচ্যতে]। [অত্র] আচার্য্যঃ (গুরুঃ) পূর্ব্বরূপং, অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা (আচার্য্যেণ কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম); প্রবচনং (গুরুশিষ্যয়োঃ পকর্ষেণ বিদ্যায়া উচ্চারণম্) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্ [উপাসনম] ॥৩॥৫॥

মূলানুবাদ। অনন্তর বিদ্যাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন) কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথম অক্ষরে আচার্য্য-দৃষ্টি করিতে হইবে। আচার্য্য অর্থ (উপদেষ্টা গুরু); উত্তরাক্ষরে শিষ্যদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বিদ্যাদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ—গুরু ও শিষ্য কর্ত্তৃক বিদ্যার উচ্চারণ]। ইহাই অধিবিদ্য দর্শন ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্ব্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধিপ্রজং (প্রজাধিকারে) [উপাসনমুচ্যতে]—

[তত্র] মাতা পূর্ব্বরূপং, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্ততিঃ) সন্ধিঃ, প্রজননং (প্রজোৎপত্তিঃ) সন্ধানম্ ; ইতি অধিপ্রজম্ । [সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ] ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজা-বিষয় উপাসনা কথিত হইতেছে—প্রথম অক্ষরে মাতৃদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে সন্তানদৃষ্টি এবং অক্ষর-সংযোগে সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ দর্শন ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

অথাধ্যাত্মম্ । অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্ । উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্ । বাক্ সন্ধিঃ । জিহ্বা সন্ধানম্ । ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। অথ অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং) [দর্শনমুচ্যতে]। অধরা হনুঃ (নিম্নোষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্য্যন্তং) [সংহিতায়াঃ] পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উর্দ্ধৌষ্ঠমারভ্য নাসামূলপর্য্যন্তং) উত্তরারূপম্ ; বাক্ (তালু প্রভৃতি শব্দোচ্চারণস্থানং) সন্ধিঃ ; জিহ্বা সন্ধানম্ । ইতি অধ্যাত্মম [দর্শনম্ । ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ৫॥৭॥

মূলানুবাদ। অনন্তর অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাধিকারে উপাসনা কথিত হইতেছে—সংহিতার প্রথমাক্ষরে নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত অবয়ব-দৃষ্টি, উত্তরাক্ষরে উর্দ্ধ ওষ্ঠ হইতে নাসিকার মূল পর্য্যন্ত স্থান-দৃষ্টি, মধ্যমাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারণক্ষম তালু আদি দেহাংশ দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহ্বা-দৃষ্টি করিবে। ইহা আধ্যাত্ম দর্শন ॥৫॥৭॥

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

[সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। ইতি (উক্তাঃ) ইমাঃ (সমুচ্চিতাঃ পঞ্চ উপনিষদঃ) মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে]। যঃ (যঃ কশ্চিদধিকারী) এবং ব্যাখ্যাতাঃ

(বর্ণিতাঃ) মহাসংহিতাঃ বেদ (জানাতি); সঃ] প্রজয়া, পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেন, অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয়েন অন্নেন) সুবর্গেন (স্বর্গেণ) লোকেন (কর্ম্মফলেন চ সন্ধীয়তে, সংযুজ্যতে) ইত্যর্থঃ ॥৬॥৮॥

মূলানুবাদ। উক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনা সমষ্টিরূপে মহাসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে কোন অধিকারী পুরুষ যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিতা অবগত হন, তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্ন ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত হন, অর্থাৎ তিনি পুত্রাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৬॥৮॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। ইতীমাঃ ইতি উক্তা উপপ্রদর্শ্যন্তে। যঃ কশ্চিদ্ এবম্ এতা মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপাস্তে। বেদেত্যুপাসনং স্যাৎ, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাসস্বেতি চ বচনাৎ। উপাসনঞ্চ যথাশাস্ত্রং তুল্যপ্রত্যয়সন্ততিরসঙ্কীর্ণা চ অতৎপ্রত্যয়ৈঃ, শাস্ত্রোক্তালম্বনবিষয়া চ। প্রসিদ্ধশ্চোপাসনশব্দার্থো লোকে—'গুরুমুপাস্তে' 'রাজানমুপাস্তে' ইতি। যো হি গুর্ব্বাদীন্ সন্ততমুপচরতি, স উপাস্ত ইত্যুচ্যতে। স চ ফলমাপ্নোত্যুপাসনস্য, অতোঽত্রাপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ; প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'ইতীমাঃ' কথায় এই প্রকারে উক্ত পঞ্চবিধ উপনিষদ্ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, যথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে উপাসনা করে। এখানে 'বেদ' (জানে) কথার অর্থ উপাসনা করে; কারণ, ইহা বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই) প্রকরণ, এবং 'হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এই প্রকার উপাসনা কর' এই বাক্যেও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে। উপাসনা অর্থ—ভিন্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অসম্মিশ্রিতভাবে প্রবৃত্ত একজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা-ধারা, এবং তন্মধ্যে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না। অথচ এই প্রকার চিন্তাটীও শাস্ত্রবিহিত আলম্বন অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লোক-ব্যবহারেও 'গুরুর উপাসনা করে' ও 'রাজার উপাসনা করে' ইত্যাদি

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে ; যে লোক নিরন্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করে, তাহাকেই 'উপাস্তে' (উপাসনা করে) বলা হইয়া থাকে। [যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিচর্য্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এখানেও বলা হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে লোক প্রজাপ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ করিয়া থাকে ॥৩৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়
অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽনুবাকঃ।

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ।

সম্বন্ধার্থঃ। ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-শ্রী-মেধাবৃদ্ধয়ে জপ্যান্ মন্ত্রানাহ—'যঃ' ইত্যাদিভিঃ। যঃ (ওঙ্কারঃ) ছন্দসাং (বেদানাং গায়ত্র্যাদীনাং বা মধ্যে) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, সারভূতত্বাৎ), বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপকত্বাৎ), অমৃতাৎ (অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভ্যঃ বেদেভ্যঃ) অধিসম্বভূব (অধিকত্বেন প্রাদুরভূৎ)। সঃ (ওঙ্কাররূপঃ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বরঃ) মেধয়া (প্রজ্ঞয়া) মা (মাম্) স্পৃণোতু (সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতস্য (অমৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য) ধারণঃ (ধারয়িতা আধারঃ) ভূয়াসং (ভবেয়ং) [অহমিতি শেষঃ]। মে (মম) শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণং জ্ঞানলাভযোগ্যং) [ভূয়াৎ ইতি শেষঃ]। মে জিহ্বা মধুমত্তমা (মধুরভাষিণী) [ভূয়াৎ]। কর্ণাভ্যাং

ভূরি (বহু) বিশ্রবং (ব্যশৃণবং শৃণুয়াম্)। [হে ওঙ্কার, ত্বং] মেধয়া (লৌকিকপ্রজ্ঞয়া) পিহিতঃ (আবৃতঃ) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) কোশঃ (উপলব্ধিস্থানং) অসি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রুতার্থ-বিজ্ঞানং) গোপায় (রক্ষ) [ত্বম্] ॥১॥৯॥

মূলানুবাদ। যিনি সর্ব্ববেদের প্রধান ও বিশ্বরূপ অর্থাৎ যাহা সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুক্তিসাধন বেদ হইতে প্রাদুর্ভূত, ইন্দ্র (সর্ব্বকামপ্রদ) সেই ওঙ্কার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। হে দেব (প্রকাশময়), আমি যেন অমৃতের আধার হই, অর্থাৎ আমি যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [বিদ্যা গ্রহণের] উপযুক্ত হউক; জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক; এবং আমার কর্ণদ্বয় যেন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশস্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান—প্রতীকস্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা জানিতে পারা যায় না। তুমি আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১॥৯॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। যশ্ছন্দসামিতি মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চ তৎ-প্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু' 'ততো মে শ্রিয়-মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। যঃ ছন্দসাং বেদানাং ঋষভ ইব ঋষভঃ,প্রাধান্যাৎ; বিশ্বরূপঃ সর্ব্বরূপঃ, সর্ব্ববাগ্ব্যাপ্তেঃ, "তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সংতৃণ্ণা; ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। অতএব ঋষভত্বমোঙ্কারস্য। ওঙ্কারো হ্যত্রোপাস্যঃ, ইতি ঋষভাদিশব্দৈঃ স্তুতি-র্ন্যায্যৈব ওঙ্কারস্য। ছন্দোভ্যঃ বেদেভ্যঃ,বেদা হ্যমৃতম্, তস্মাদমৃতাৎ অধিসম্ব-ভূব,লোক-দেব-বেদ-ব্যাহৃতিভ্যঃ সারিষ্ঠং জিঘৃক্ষোঃ প্রজাপতেস্তপস্যতঃ ওঙ্কারঃ সারিষ্ঠত্বেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্যোঙ্কারস্য অঞ্জসৈবোৎপত্তিরব-কল্পতে।

সঃ এবম্ভূতঃ ওঙ্কারঃ ইন্দ্রঃ সর্ব্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেধয়া প্রজ্ঞয়া স্পৃণোতু প্রীণয়তু বলয়তু বা; প্রজ্ঞা-বলং হি প্রার্থ্যতে। অমৃতস্যামৃতত্বহেতুভূতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য, তদধিকারাৎ; হে দেব, ধারণঃ ধারয়িতা ভূয়াসং ভবেয়ম্। কিঞ্চ, শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগ্যমিত্যেতৎ, ভূয়াদিতি প্রথমপুরুষ-

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা মধুমতী অতিশয়েন মধুরভাষিণীত্যর্থঃ কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং ভূরি বহু বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূয়াসমিত্যর্থ.। আত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতোঽস্ত্বিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব হি প্রার্থ্যতে—ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অসি অসেরিব; উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। ত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রতীকম্, ত্বয়ি ব্রহ্মোপলভ্যতে। মেধয়া লৌকিকপ্রজ্ঞয়া পিহিতঃ আচ্ছাদিতঃ, স ত্বং সামান্যপ্রজ্ঞৈরবিদিততত্ত্ব ইত্যর্থঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্ব্বকমাত্ম-জ্ঞানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রক্ষ; তৎপ্রাপ্ত্যবিস্মরণাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। জপার্থা এতে মন্ত্রা মেধাকামস্য ॥ ১ ॥ ৯

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা মেধা ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুভূত জপ ও হোম 'যঃ ছন্দসাম্' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইতেছে; কেন না, 'সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাক্যে মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা, এবং 'সেই হেতু আমার শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে শ্রী-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে।

যিনি ছন্দঃসমূহের (বেদ সমূহের) ঋষভ (বৃষ) অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ঋষভের তুল্য। বিশ্বরূপ—সমস্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত থাকায় সর্ব্বাক্ষর স্বরূপ; কারণ,অপর শ্রুতিতে আছে—'শঙ্কু (শলাকা) দ্বারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ বা গ্রথিত হয়, তদ্রূপ ওঁকার দ্বারাও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাপ্ত আছে; 'এই সমস্তই ওঁকার স্বরূপ।' এই কারণে ওঁকারই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং ঋষভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্তুতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ বেদ; বেদই অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায়; সেই অমৃত বেদ হইতে অর্থাৎ ত্রিলোক, দেবতা, চতুর্ব্বেদ ও সপ্তব্যাহৃতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় তপোনিষ্ঠ প্রজাপতির নিকট সারবস্তুরূপে ওঙ্কার প্রতিভাত হইয়াছিল। [এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে]; কারণ, নিত্য ওঙ্কারের মুখ্য উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ঈদৃশ গুণসম্পন্ন ইন্দ্র—পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কামাফলের অধীশ্বর সেই ওঙ্কার আমাকে মেধাদ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা প্রীত করুক, অথবা বলশালী করুক; এখানে প্রজ্ঞা-বল প্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অমৃত' অর্থ অমৃতত্বের হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান; কেননা, এটা ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রসঙ্গ বা প্রস্তাব। আর চ, আমার শরীর বিচর্ষণ বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হউক; আমার জিহ্বা

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাষিণী হউক, কর্ণদ্বারা প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রোতা হই। এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। অসির (খড়্গ বা তরবালের) কোশ যেমন [অসির স্থান;] তেমনি তুমিও পরমাত্মার উপলব্ধি-স্থান; এই কারণে তুমিই পরমাত্মার কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ তুমিই (প্রণবই) ব্রহ্মের প্রতীক; তোমাতেই সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে মেধা লাভের প্রার্থনা। তুমি মেধা দ্বারা—সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আবৃত; অর্থাৎ তুমি এবম্বিধ মহিমাসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্ব্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানকে গোপন কর—রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবার বিরুদ্ধ বিস্মৃতি দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মন্ত্রগুলি জপ্য ॥১॥৯॥

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ।

বাসাংসি মম গাবশ্চ অন্নপানে চ সর্ব্বদা।

ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা ॥২॥১০॥

অন্বয়ার্থঃ। [এবং মেধাবিষয়ে জপ্যমন্ত্রানুক্ত্বা সম্প্রতি শ্রীকামস্য হোমার্থং শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ—আবহন্তী ত্যাদীন্। হে ওঙ্কার,] আত্মনঃ (শ্রীকামস্য) মম চীরং (অচিরং) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) গাবঃ (গাঃ চ, অন্ন-পানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্ব্বদা আবহন্তী (সমন্তাৎ প্রাপয়ন্তী), বিতন্বানা (বিবিধং বিস্তারয়ন্তী) কুর্ব্বাণা (সম্পাদয়ন্তী) [যা শ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অজমেষাদিলোমযুক্তাং) পশুভিঃ (অন্যৈশ্চ অশ্বাদিভিঃ) সহ (সাহিত্যং) শ্রিয় (লক্ষ্মীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানন্তরং) মে (মম সম্বন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।) স্বাহা (স্বাহা-শব্দো হোমার্থ-মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থঃ); যদ্বা, মন্দানা বাক্ 'শিয়মাবহ' ইতি সু আহ— স্বাহা ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ। ॥২॥১০॥

হে ওঁঙ্কার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বর্দ্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন করে, সাধারণ পশু ও লোমশ পশুগণের সহিত সেই শ্রীকে তুমি

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটী মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক এবং হবিঃসমর্পণ জ্ঞাপক ॥২॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীকামস্য হোমার্থা মন্ত্রাস্ত্বধুনা উচ্যন্তে।—আবহন্তী আনয়ন্তী, বিতন্বানা বিস্তারয়ন্তী, তনোতেস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ; কুর্ব্বাণা নির্ব্বর্ত্তয়ন্তী, অচীরং ক্ষিপ্রমেব; ছান্দসো দীর্ঘঃ; চিরং বা; কুর্ব্বাণা আত্মনঃ মম। কিমিত্যাহ—বাসাংসি বস্ত্রাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেতি যাবৎ; অন্ন-পানে চ; সর্ব্বদা এবমাদীনি কুর্ব্বাণা শ্রীর্যা, তাং—ততঃ মেধানির্ব্বর্ত্তনাৎ পরম্, আবহ আনয়, অমেধসো হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাম্? লোমশাং অজাব্যাদিযুক্তাম্, অন্যৈশ্চ পশুভিঃ সহ যুক্তাম্ আবহেতি। অধিকারাদোঙ্কার এবাভিসম্বধ্যতে। স্বাহা, স্বাহাকারো হোমার্থমন্ত্রান্তজ্ঞাপনার্থঃ॥ ২॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর শ্রীকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে—আত্মন—আমার সম্বন্ধে; [আমার সম্বন্ধে] কি? তাহা বলিতেছেন—যে শ্রী প্রভূত বাস—বস্ত্রসমূহ, প্রভূত গো এবং সর্ব্বকালিক অন্ন ও পানীয়, ইত্যাদি ভোগ্য বস্তুর আবহনকারিণী—আনয়নকারিণী; বিস্তার-সাধিনী এবং সম্পাদিকা বা সাধিকা; আমার মেধা-সম্পাদনের পর, অচীরে (শীঘ্র) সেই শ্রী আনয়ন কর। নির্ব্বোধের ধনসম্পদ্ অনর্থকরই হইয়া থাকে; এই জন্য মেধা লাভের পর শ্রীলাভের প্রার্থনা]। প্রার্থনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন যে, লোমশা অর্থাৎ অশ্বমেষাদিযুক্ত এবং অপরাপর পশুগণ সমন্বিত শ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ওঙ্কারই এখানে 'আবহ' ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। এখানেই যে, হোম মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনার্থ অন্তে 'স্বাহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥১০॥

আ মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ।—মন্ত্রান্তরাণ্যাহ—'আ মা' ইত্যাদীনি। ব্রহ্মচারিণঃ (অধ্যয়নার্থিনঃ) মা (মাং) আয়ন্তু (অধ্যয়নার্থমাগচ্ছন্তু) স্বাহা। [চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তিনামধ্যয়নার্থিনামাগমনসূচনার্থং [ব্যায়ন্তু, প্রায়ন্তু, দমায়ন্তু, শমায়ন্তু ইতি চতুর্ধোল্লেখঃ॥]

[হে ওঁঙ্কার,] ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আগমন করুক।

ব্রহ্মচারিগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার নিকট আসুক, এই অভিপ্রায়-জ্ঞাপনার্থ 'বিমায়ন্তু' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আ মায়ন্ত্বিতি। আয়ন্তু, মামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মচারিণঃ। বি মায়ন্তু প্র মায়ন্তু দমায়ন্তু শমায়ন্তু ইত্যাদি। ॥ ৩ ॥১১

ভাষ্যানুবাদ। 'আ মায়ন্তু' ইত্যাদি। ব্রহ্মচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক। এখানে 'আ' ও 'যন্তু' ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া 'আয়ন্তু' হইবে। 'বিমায়ন্তু,' 'প্রমায়ন্তু,' 'দমায়ন্তু', 'শমায়ন্তু' ইত্যাদিও ঐরূপ ॥৩॥১১॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ, স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৪ ॥ ১২

[বিতস্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহৈকং চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ।—[ব্রহ্মচারিণামাগমনপ্রয়োজনমাহ—'যশঃ' ইত্যাদিভিঃ]। জনে (জনসমূহে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (ভবানি [অহং]। তথা শ্রেয়ান্ (প্রশস্যতরঃ) বস্যসঃ (বসুমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [অহম্ অসানি]। হে ভগ, (ভগবন্), তং (ব্রহ্মকোশভূতং ত্বা (ত্বাং) প্রবিশানি (তদাত্মকো ভবানি)। হে ভগ, সঃ (ব্রহ্মকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্তু ইতি ভাবঃ)। হে ভগ, অহং সহস্রশাখে (বহুভেদে) তস্মিন্ (তথাভূতে ত্বয়ি) নিমৃজে (নিঃশেষেণ পাপকৃত্যং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) যথা প্রবতা (নিম্নেন দেশেন) যন্তি (গচ্ছন্তি), যথা চ মাসাঃ অহর্জরং (অহোভিঃ লোকান্ জরয়তি—জীর্ণীকরোতি ইতি অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং যান্তি, হে ধাতঃ, এবং (তথা) ব্রহ্মচারিণঃ মাং আয়ন্তু (প্রাপ্নুবন্তু)। প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি (ত্বম্), [অতঃ] মা (মাং) প্রতি প্রভাহি (আত্মানং প্রকাশয়); মা (মাং) প্রতি প্রপদ্যস্ব (সাক্ষাৎকারেণ মদন্তম্ আগচ্ছ ইত্যর্থঃ। মঙ্গলভাবদ্যোতনার্থং সর্ব্বত্র 'স্বাহা' শব্দপ্রয়োগঃ ॥৪॥১২॥

মূলানুবাদ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।] আমি যেন জনসমাজে যশস্বী হই ; আমি যেন ধনিসমাজে প্রধানতম হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রহ্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বহুভেদসম্পন্ন সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয়া বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমূহ যেমন অহর্জ্জর—সংবৎসরের অন্তর্ভুক্ত হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আসুক। তুমি হইতেছ প্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম-নিকেতন ; অতএব তুমি [শরণাগত] আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম-প্রকাশ কর), এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥৪॥১২॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখ্যা ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যশোজনে যশস্বিজনেষু অসানি ভবানি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ, বস্যসো বসীয়সো বসুতরাদ্বসুমত্তরাদ্বা ধনবজ্জাতীয়পুরুষাৎ বিশেষবানহং অসানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তং ব্রহ্মণঃ কোশভূতং ত্বা ত্বাং হে ভগ ভগবন্ পূজার্হ, প্রবিশানি—প্রবিশ্য চ অনন্যস্তদাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স ত্বমপি মা মাং ভগ ভগবন্, প্রবিশ ; আবয়োরেকাত্মত্বমেবাস্তু। তস্মিন্ ত্বয়ি সহস্রশাখে বহুশাখাভেদে, হে ভগবন্, নিমৃজে শোধয়াম্যহং পাপকৃত্যাম্। যথা লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন যন্তি গচ্ছন্তি, যথা বা মাসা অহর্জরং—সংবৎসরোঽহর্জরঃ—অহোভিঃ পরিবর্ত্তমানো লোকান্ জরয়-তীতি ; অহানি বা অস্মিন্ জীর্য্যন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যহর্জরঃ ; তঞ্চ যথা মাসা যন্তি, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, হে ধাতঃ সর্ব্বস্য বিধাতঃ, মাম্ আয়ন্তু আগচ্ছন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বদিগ্ভ্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসন্নং গৃহমিত্যর্থঃ। এবং ত্বং প্রতিবেশ ইব প্রতিবেশঃ—ত্বচ্ছীলিনাং সর্ব্বপাপদুঃখাপনয়নস্থানমসি। অতো মা মাং প্রতি প্রভাহি প্রকাশয়াত্মানম্, প্র মা পদ্যস্ব প্রপদ্যস্ব চ মাম্ ; রসবিদ্ধমিব লোহং ত্বন্ময়ং ত্বদাত্মানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোঽস্মিন্ বিদ্যাপ্রকরণেঽভি-ধীয়মানো ধনার্থঃ ; ধনঞ্চ কর্ম্মার্থম্ ; কর্ম্ম চোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থম্ ; তৎক্ষয়ে হি বিদ্যা প্রকাশতে। তথাচ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি" ইতি ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থানুবাক-ভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। [এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,] আমি যেন যশস্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশস্বী হই ; এবং আমি যেন অপর ধনী অপেক্ষা প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা ; হে ভগবন্—পূজনীয়, ব্রহ্ম-কোশরূপী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি ; প্রবেশ করিয়া অভিন্ন ভাবে যেন তোমারই স্বরূপতা লাভ করিতে পারি। হে ভগবন্, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর ; এইরূপে তোমাতে ও আমাতে একাত্মভাব (অভিন্নভাব) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম্ম মার্জ্জনা—শোধন করিতেছি। হে ধাতঃ—সকলের ভাগ্যবিধাতঃ, জগতে জলসমূহ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহর্জ্জর—সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তর্ভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিন সমূহ দ্বারা পরিবর্ত্তমান হইয়া সমস্ত লোকের জরণ (জীর্ণতা) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথবা দিনগুলি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) হয়, এইজন্য 'অহর্জ্জর' শব্দে সংবৎসর অর্থ বুঝায়।

'প্রতিবেশ' অর্থ শ্রমাপনোদনাস্থান অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতি-বেশ—প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ব্ববিধ পাপজ দুঃখাপনোদনের স্থান। অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত?) লোহের ন্যায় আমাকেও তোমার আত্মভূত কর।

এই প্রকরণে শ্রীকাম (ধনাভিলাষী) পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে ধনার্জ্জনের কর্ত্তব্য-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দেশ্য কর্ম্মসম্পাদন, কর্ম্মের উদ্দেশ্য—সঞ্চিত পাপরাশি ধ্বংস ; কেন না, সঞ্চিত পাপনিবৃত্তি হইলেই বিদ্যা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—'আদর্শতল (দর্পণের মধ্যস্থল) নির্ম্মল হইলে, লোকতাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের সাহায্যে পাপ বিধ্বস্ত হইলে, সেই শুদ্ধচিত্ত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে' ॥৪॥২॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরীক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ॥ ১॥ ১৩॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং ব্যাহৃত্যাত্মনা ব্রহ্মণঃ স্বারাজ্যফলকমুপাসনমুচ্যতে —"ভূর্ভুবঃ" ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ), ভুবঃ (ভুবর্লোকঃ), সুবঃ (স্বঃ, দ্যুলোকঃ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাভীষ্টং, আ—সমন্তাৎ আহরন্তি প্রযচ্ছন্তীতি ব্যাহৃতয়ঃ) বৈ (স্মর্য্যন্তে ইত্যর্থঃ)। তাসাং (পূর্ব্বোক্তানাং ব্যাহৃতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ' ইতি এতাং (ব্যাহৃতিং) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসস্য ঋষেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধৌ) বেদয়তে স্ম (দদর্শ ইত্যর্থঃ)। [কীদৃশীমেতাং দদর্শ, ইত্যাহ—] তৎ (স্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রহ্ম (দেশ-কালাদ্যনবচ্ছিন্নং); সঃ আত্মা (অস্মৎপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাদ্যাঃ) দেবতাঃ (ব্যাহৃত্যধিষ্ঠাত্র্যঃ) অঙ্গানি (এতস্যা এব গুণীভূতাঃ, [অহং মহো-ব্রহ্মরূপমস্মি, ভূরাদ্যাস্তু ব্যাহৃতিদেবতাঃ—মমাঙ্গভূতা ইতি দৃষ্টিঃ করণীয়েত্যাশয়ঃ]। ইদানীং ভূরাদিষু লোকদৃষ্টীরাহ—ভূরিত্যাদিভিঃ]। অয়ং (প্রত্যক্ষগোচরঃ) লোকঃ (ভূঃ) ভূরিতি বৈ (ভূলোকত্বেন প্রসিদ্ধঃ; অন্তরিক্ষং (দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থো লোকঃ) ভুবইতি প্রসিদ্ধঃ; অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ) ॥১॥১৩॥

মূলানুবাদ। ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। মহাচমস ঋষির পুত্র মাহাচমস্য ঋষি উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের চতুর্থ—'মহঃ' এই ব্যাহৃতিটীকে জানেন অর্থাৎ অবগত হন। এই 'মহঃ'ই ব্রহ্ম (বৃহৎ—অসীম), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর 'ভূঃ' প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) ইহার অঙ্গস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, মাহাচমস্য ঋষি এই স্বপ্রকাশ মহকে ব্রহ্মাত্মরূপে এবং অপর

ব্যাহৃতিত্রয়কে ইহার অঙ্গরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী-লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী) লোক 'ভুবঃ', আর ঐ দ্যুলোক 'সুবঃ' (স্বঃ) বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২॥১৩॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি॥ ২ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়া ব্যাহৃতীনাং দেবতা উচ্যন্তে]—'মহঃ' ইতি আদিত্যঃ (জগৎপ্রাণঃ); বাব (যতঃ) আদিত্যেন (আদিত্যেনৈব) সর্ব্বে লোকাঃ (ভূরাদয়ঃ) মহীয়ন্তে (বিবর্দ্ধন্তে)। 'ভূঃ' ইতি বৈ অগ্নিঃ, 'ভুবঃ' ইতি বায়ুঃ, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহঃ' ইতি চন্দ্রমাঃ; বাব (যতঃ) চন্দ্রমসা [এব] সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে (বর্দ্ধন্তে); 'ভূঃ' ইতি বৈ ঋচঃ (ঋগ্বেদঃ); 'ভুবঃ' ইতি সামানি; 'সুবঃ' ইতি যজূংষি ॥২।১১॥

মূলানুবাদ। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যাহৃতিগণের দেবতারূপ বলা হইতেছে—] 'মহ' এইটী আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভূঃ এইটী প্রসিদ্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্যরূপে প্রসিদ্ধ। 'মহঃ' এইটী চন্দ্রমা; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ; 'ভুবঃ' এইটী সামবেদ; 'সুবঃ' এইটী যজুর্ব্বেদ ॥২॥১৪॥

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চ-

তস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

[অসৌ লোকো যজূংষি বেদ দ্বে চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। 'মহঃ' ইতি ব্রহ্ম (ওঁঙ্কারাধিকারাৎ ব্রহ্মাত্র ওঁঙ্কারঃ)। বাব (যতঃ) ব্রহ্মণা (ওঁঙ্কারেণ) সর্ব্বে বেদাঃ (ঋগাদয়ঃ শব্দরাশয়ঃ) মহীয়ন্তে। [এতদন্তং ব্যাহৃতীনাং শব্দাত্মকত্বমুক্তম্; অথেদানীং ক্রিয়ারূপতা উচ্যতে] 'ভূঃ' ইতি বৈ প্রাণঃ; ভুব ইতি অপানঃ; 'সুবঃ' ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 'মহঃ' ইতি অন্নম্; অন্নেন বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুর্ধা (একৈকশঃ (চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতস্রঃ চতস্রঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ) বেদ, সঃ ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি)। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মৈ (ব্যাহৃতিবিদুষে) বলিং (ভোগোপহারং) আবহন্তি (উপানয়ন্তীত্যর্থঃ)। [অত্র প্রথমা ব্যাহৃতিঃ—ইদংলোকঃ অগ্নিঃ ঋচঃ প্রাণ ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ অন্তরীক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ অসৌলোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি, চতুর্থী তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্মান্নমিত্যেবং চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ চতুঃপ্রকারা ভবন্তীতিভাবঃ] ॥৩॥১৫॥

মূলানুবাদ। 'মহঃ' এইটী ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁঙ্কার স্বরূপ; কেন না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ' এইটী প্রসিদ্ধ প্রাণ; ভুবঃ এইটী প্রসিদ্ধ অপান বায়ু; এবং 'সুবঃ' (স্বঃ) এইটী ব্যান স্বরূপ। পুনশ্চ, মহ এইটী অন্ন স্বরূপ; কেন না, অন্ন দ্বারাই সমস্ত প্রাণ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। সেই যে, এই চারিটী ব্যাহৃতি, তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি প্রকার হইয়া থাকে। [যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহৃতিটী পৃথিবী, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণরূপে চতুঃপ্রকার, দ্বিতীয় 'ভুবঃ' ব্যাহৃতিটী অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপানরূপে চতুর্বিধ; তৃতীয় 'সুবঃ' ব্যাহৃতিটীও দ্যুলোক, আদিত্য, যজুর্ব্বেদ ও ব্যান বায়ুরূপে চতুর্বিধ; এবং চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ'ও আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নরূপে চতুর্বিধ]। চারি প্রকার এই চারিটী ব্যাহৃতি এই-

রূপে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সেই চারি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ত্ব জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁহার উদ্দেশ্যে উপহার আহরণ করেন ॥৩॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাবিষয়মুপাসনমুক্তম। তদনু মেধাকামস্য শ্রীকামস্য চানুক্রান্ত মন্ত্রাঃ; তে চ পারম্পর্য্যেণ বিদ্যোপযোগার্থা এব। অনন্তরং ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণঃ অন্তরুপাসনং স্বারাজ্যফলং প্রস্তূয়তে—ভূর্ভুবঃ সুবরিতি। ইতীত্যুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাস্তিস্র ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থঃ—পরামৃষ্টাঃ স্মর্য্যন্তে বৈ ইত্যনেন। তিস্র এতাঃ প্রসিদ্ধা ব্যাহৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে তা-বাবৎ। তাসামিয়ং চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহ ইতি তামেতাং চতুর্থীং মহাচমসস্যাপত্যং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তানুকথনার্থত্বাৎ বিদিতবান্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাচমস্য-গ্রহণমার্ষানুস্মরণার্থম্। ঋষ্যনুস্মরণমপি উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১

যেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যাহৃতির্মহ ইতি, তদ্ব্রহ্ম; মহদ্ধি ব্রহ্ম; মহশ্চ ব্যাহৃতিঃ। কিং পুনস্তৎ? স আত্মা আপ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্ম্মণঃ আত্মা; ইতরাশ্চ ব্যাহৃতয়ো লোকা দেবা বেদাঃ প্রাণাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহৃত্যাত্মনা আদিত্য-চন্দ্র-ব্রহ্মান্নভূতেন ব্যাপ্যন্তে যত, অতঃ অঙ্গানি অবয়বা অন্যা দেবতাঃ। দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থম লোকাদীনাম্। মহ ইত্যস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো দেবা লোকাদয়শ্চ সর্ব্বেঽবয়বভূতা যতঃ; অত আহ—আদিত্যাদিভির্লোকাদয়ো মহীয়ন্ত ইতি। আত্মনা অঙ্গানি মহীয়ন্তে মহনং বৃদ্ধিরুপচয়ঃ; মহীয়ন্তে বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। ২

অয়ং লোকঃ অগ্নিঃ ঋগ্বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ ভূঃ; অন্তরিক্ষং বায়ুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয়া ব্যাহৃতিঃ ভুবঃ; অসৌ লোকঃ আদিত্যঃ যজূংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যাহৃতিঃ সুবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্নম্ ইতি চতুর্থী ব্যাহৃতিঃ মহঃ, ইত্যেবম্ একৈকাশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তি। মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মেত্যোঙ্কারঃ, শব্দাধিকারেঽন্যস্যাসম্ভবাৎ। উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধেতি তা বৈ এতাঃ ভূর্ভুবঃ সুবর্মহ ইতি চতস্রঃ একৈকশশ্চতুর্দ্ধা চতুঃপ্রকারাঃ। ধাশব্দঃ প্রকারবচনঃ। চতস্রশ্চতস্রঃ সত্যশ্চতুর্দ্ধা ভবন্তীত্যর্থঃ। তাসাং যথাক্লৃপ্তানাং পুনরুপদেশস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ। ৩

তাঃ যথোক্তা ব্যাহৃতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? ব্রহ্ম। নমু 'তদ্ব্রহ্ম স আত্মা' ইতি জ্ঞাতে ব্রহ্মণি, ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'স বেদ ব্রহ্মইতি? ন; তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদদোষঃ। সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যাহৃত্যা আত্মা ব্রহ্মেতি; ন তু তদ্বিশেষঃ—হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 'শান্তিসমৃদ্ধম্' ইত্যেবমন্তো বিশেষণবিশেষ্যরূপো ধর্ম্মপূগো ন বিজ্ঞায়তে ইতি তদ্বিবক্ষু হি শাস্ত্রমবিজ্ঞাতমিব ব্রহ্ম মত্বা 'স বেদ ব্রহ্ম' ইত্যাহ; অতো ন দোষঃ। যো হি বক্ষ্যমাণেন ধর্ম্মপূগেন বিশিষ্টং ব্রহ্ম বেদ, স বেদ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। অতো বক্ষ্যমাণানুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য উভয়োর্হি অনুবাকয়োরেকমুপাসনম্। লিঙ্গাচ্চ; "ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কাভাবাচ্চ; ন হি বেদ উপাসীত বেতি বিধায়কঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। ব্যাহৃত্যনুবাকে "তা যো বেদ" ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থত্বান্নোপাসনভেদকঃ। বক্ষ্যমাণার্থত্বঞ্চ তদ্বিশেষবিবক্ষুত্বাদিত্যাদনোক্তম্। সর্ব্বে দেবা অস্মৈ এবং বিদুষে অঙ্গভূতাঃ আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজ্যপ্রাপ্তৌ সত্যামিত্যর্থঃ॥ ১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাক ভাষ্যম্॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসনা কথিত হইয়াছে, তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর জন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই সমুদয় মন্ত্রও পরম্পরাসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যারও উপযোগী। অতঃপর স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে —'ভূর্ভুবঃ সুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির 'ইতি' শব্দটা উক্ত বিষয়ের স্বরূপ-প্রদর্শন-সূচক। 'এতাঃ তিস্রঃ (এই তিনটী)' এই কথাটিও পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহেরই পরামর্শজ্ঞাপক। 'বৈ' শব্দও সেই পরামৃষ্ট ব্যাহৃতিত্রয়েরই স্মারক। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি উহাদ্বারা স্মরণ করা হইতেছে। এই 'মহঃ' ব্যাহৃতিটী উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় অপেক্ষা চতুর্থী। সেই এই চতুর্থী ব্যাহৃতিটীকে মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য ঋষি অবগত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রুত্যুক্ত 'উ হ ও স্ম' এই তিনটী শব্দের অর্থ অতীত ঘটনার অনুকথন (পশ্চাৎকথন); [কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে' পদে বর্ত্তমান কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে]। এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের ন্যায় উপাসনাতেও ঋষিস্মরণ করা একটী বিশেষ অঙ্গ। ১

এই যে, মাহাচমস্য কর্তৃক দৃষ্ট ব্যাহৃতি—'মহঃ'; ইহাই সেই ব্রহ্ম। কেন না, ব্রহ্মও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য); এই ব্যাহৃতিটীও 'মহঃ'; [এইরূপ সাম্যনিবন্ধন 'মহ'কে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে]। তাহা আর কিরূপ? তাহাই আত্মা (ব্যাপী); ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্ম' শব্দটী [নিষ্পন্ন হইয়াছে]। অপর ব্যাহৃতি সকল (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ)—লোক, দেব, বেদ ও প্রাণসমূহ আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন স্বরূপ এই 'মহ' ব্যাহৃতি দ্বারা ব্যাপ্ত। যেহেতু অপর ব্যাহৃতিরা মহ দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা—ব্যাহৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে 'দেবতা' শব্দটী লোক প্রভৃতিরও উপলক্ষণ জানিবে। যেহেতু দেবতাগণ ও লোকসমূহ সকলেই এই ব্যাহৃতিরূপী মহের অবয়বস্বরূপ, সেই হেতুই শ্রুতি বলিলেন যে, লোক প্রভৃতি ঐ আদিত্যাদি দ্বারাই মহিত থাকে; কেন না, আত্মা দ্বারাইত অঙ্গসমূহ মহিত হইয়া থাকে। 'মহন' (মহীয়) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—উপচয়, সুতরাং 'মহীয়ন্তে' অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রথমা ব্যাহৃতি 'ভূ' হইতেছে—পৃথিবীলোক, অগ্নি, ঋগ্বেদ ও প্রাণস্বরূপ, দ্বিতীয় ব্যাহৃতি ভুবঃ হইতেছে—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান স্বরূপ; তৃতীয় ব্যাহৃতি 'সুবঃ' (স্বঃ) হইতেছে—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ ও ব্যানস্বরূপ; চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহ' হইতেছে—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম ও অন্নস্বরূপ। এইরূপে এক একটী ব্যাহৃতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ 'মহ' এই ব্যাহৃতিটী ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম অর্থ ওঙ্কার; কেন না, শব্দবিষয়ক কথা প্রসঙ্গে ওঙ্কার ভিন্ন অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা' ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতি প্রত্যেকটী চতুর্ধা—চারি প্রকার। 'ধা' শব্দটী 'প্রকার' অর্থবোধক। ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকেই চারি-প্রকার হইয়া থাকে। পূর্ব্বকল্পিত ব্যাহৃতি সমূহের যে, পুনর্ব্বার উপদেশ, ঐরূপে উপাসনা জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহ জানে, সে কি জানে—। কি জানে? ব্রহ্মকে [জানে]। ভাল, 'তাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মকে জানা সত্ত্বেও, 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের ন্যায় কথা বলা ত উচিত হয় নাই। না, ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষ। অনাদিতপ্রায়ে এই কথা অভিহিত হওয়ায় ইহা দোষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে,] চতুর্থ ব্যাহৃতি দ্বারা সাধারণ-ভাবে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হৃদয়ান্তরে উপলভ্যত্ব ও মনোময়ত্বাদি

হইতে আরম্ভ করিয়া 'শান্তিসমৃদ্ধত্ব' পর্য্যন্ত যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসমূহ কথিত হইয়াছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাই। এই শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্ম্মসমূহ বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই 'স বেদ ব্রহ্ম' এইরূপে অবিজ্ঞাতের ন্যায় ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছে, অতএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মসমূহ সহকারে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানেন। অতএব পরবর্ত্তী অনুবাকের (পরিচ্ছেদের) সহিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে। 'ভূঃ' এই মন্ত্রে 'অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করে' ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহার অন্য কারণ, কেন না, [পরবর্ত্তী অনুবাকে] উপাসনাবিষয়ক 'বেদ' বা 'উপাসীত' ইত্যাদি কোনও শব্দ বিদ্যমান নাই। এই ব্যাহৃতি প্রকরণে যে, 'তৎ যো বেদ' বাক্য আছে, তাহাও পরবর্ত্তী অনুবাকের সহিতই সম্বদ্ধ; সুতরাং কখনই উপাসনার ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম্ম প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বক্ষ্যমাণার্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবম্বিধ জ্ঞানী স্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দেবতাগণ তাহার উদ্দেশে বলি (উপহার) আনয়ন করেন।১—৩॥ ১৩—১৫॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫॥

ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

আভাষ-ভাষ্যম্। ভূর্ভুবঃসুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতস্য হিরণ্যগর্ভস্য ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণোঽঙ্গান্যন্যা দেবতা ইত্যুক্তম্। যস্য তা অঙ্গভূতাঃ, তস্যৈতস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদুপলব্ধ্যর্থমুপাসনার্থঞ্চ হৃদয়াকাশঃ স্থানমুচ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ। তস্মিন্ হি তদ্‌ব্রহ্মোপাস্যমানং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টং সাক্ষাদুপলভ্যতে, পাণাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্ব্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যনুবাক আরভ্যতে॥

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে; ভূঃ ভুবঃ ও সুবঃ স্বরূপ অন্যান্য দেবতাগণ 'মহঃ' ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভনামক ব্রহ্মেরই

অঙ্গ বা অবয়ব। এখন, উক্ত দেবতাগণ যাঁহার অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবার উপযুক্ত স্থান—হৃদয়াকাশের কথা বলা হইতেছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে শালগ্রাম শিলা যেরূপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাও ঠিক সেইরূপ; কারণ, 'মনোময়ত্ব' প্রভৃতি গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিলেই করামলকের ন্যায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এখন সর্ব্বাত্মভাব বা ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত উপায় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; সেইজন্য পরবর্তী অনুবাক আরব্ধ হইতেছে—

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥১॥১৬॥

সরলার্থঃ। যঃ এষঃ (অনুভবগোচরঃ) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে আকাশঃ (অবকাশঃ) [অস্তি], তস্মিন্ (অবকাশে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অয়ং (অনুভূয়মানঃ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়ঃ) অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বপ্রকাশঃ) পুরুষঃ (পুরি হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পূর্ণো বা) [অভিব্যজ্যতে]। যশ্চ এষঃ (মাংসখণ্ডঃ) অন্তরেণ তালুকে (তালুকয়োর্মধ্যে) স্তন ইব অবলম্বতে (লম্বমানঃ সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রস্য পরমাত্মনঃ) যোনিঃ (উপলব্ধিদ্বারম্)। যত্র (ইন্দ্রযোনৌ মাংসখণ্ডে) অসৌ কেশান্তঃ কেশানাং অন্তঃ মূলং) শীর্ষকপালে (শিরসঃ কপালখণ্ডদ্বয়ং) ব্যপোহ্য (ভিত্বা—বিদার্য্য) বিবর্ত্ততে [যথা, তথা মনোময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মূর্দ্ধ্নঃ বিনিষ্ক্রম্য এতল্লোকাধিষ্ঠিতা ভূঃ ইত্যেবংরূপঃ যোঽগ্নিঃ, তস্মিন্] অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি (মধ্যমব্যাহৃতিরূপো যো বায়ুঃ, তস্মিন্ বায়ৌ (প্রতিতিষ্ঠতি) ॥১॥১॥

মূলানুবাদ। সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে এই অমৃত স্বরূপ হিরণ্ময় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড লম্বমান আছে, যেখানে কেশমূল

(চতুর্থ-ব্যাহৃত্যাত্মকে) ব্রহ্মণি [প্রতিতিষ্ঠতি]। [সঃ] স্বারাজ্য (স্বরাড্ভাবং ব্রহ্মভাবং) আপ্নোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোবৃত্তি প্রবর্ত্তকতয়া সর্ব্বেশ্বরং ব্রহ্ম) আপ্নোতি। ততঃ (তত্তদ্ভাবাপন্নেরেব) বাক্পতিঃ, চক্ষুষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ, বিজ্ঞানপতিঃ [চ ভবতি, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ, সর্ব্বপ্রাণিকরণৈঃ তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি—আকাশ-শরীরং (আকাশবৎ নির্লেপং শরীরমস্য তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং—অবিতথং আত্মা স্বরূপং যস্য, তৎ), প্রাণারামং (প্রাণেষু আরামঃ ক্রীড়া যস্য, তৎ), আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণং মনোঽস্যেত্যর্থঃ); শান্তিসমৃদ্ধং (শান্তিঃ সর্ব্বায়াসনিবৃত্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধং পূর্ণং), অমৃতং (মরণরহিতং) [এবম্ভূতং ব্রহ্ম] হে প্রাচীনযোগ্য, [ত্বং] উপাস্স্ব ॥২॥১৭॥

মূলানুবাদ। সুব এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে এবং মহ এই ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন, এবং মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে তিনি বাক্পতি (সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি), চক্ষুর পতি, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শান্তি-সমৃদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্ম; হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্মের উপাসনা কর ॥২॥১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সুবরিতি তৃতীয়ব্যাহৃত্যাত্মনি আদিত্যে। মহ ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাহৃত্যাত্মনি ব্রহ্মণি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেস্বাত্মভাবেন স্থিত্বা, আপ্নোতি ব্রহ্মভূতং স্বারাজ্যং স্বরাড্ভাবং, স্বয়মেব রাজা অধিপতির্ভবতি অঙ্গ-ভূতানাং দেবতানাম্, যথা ব্রহ্ম। দেবাশ্চ সর্ব্বে অস্মৈ অঙ্গিনে বলিম্ আবহন্ত্য অঙ্গভূতাঃ, যথা ব্রহ্মণে। আপ্নোতি মনসস্পতিম্, সর্ব্বেষাং হি মনসাং পতিঃ, সর্ব্বাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বৈর্হি মনোভিস্তন্মনুতে। তদাপ্নোত্যেবং বিদ্বান্। কিঞ্চ, বাক্পতিঃ সর্ব্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি। তথৈব চক্ষুষ্পতিঃ চক্ষুষাং পতিঃ। শ্রোত্রপতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজ্ঞানপতিঃ বিজ্ঞানানাং চ পতিঃ। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং করণৈস্তদ্বান্ ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ,

ততোঽপ্যধিকতরমেতদ্ভবতি। কিং তৎ? উচ্যতে—আকাশশরীরম্, আকাশঃ শরীরমস্য, আকাশবদ্বা সূক্ষ্মং শরীরমস্য—ইত্যাকাশশরীরম্। কিং তৎ? প্রকৃতং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম, সত্যং মূর্ত্তামূর্ত্তম্ অবিতথং স্বরূপং বা আত্মা স্বভাবোঽস্য, তদিদং সত্যাত্ম। প্রাণারামম্, প্রাণেষ্বারমণং ক্রীড়া যস্য তৎ প্রাণারামম্; প্রাণানাং বা আরামো যস্মিন্, তৎ প্রাণারামম্। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকৃদেব যস্য মনঃ, তন্মন আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্, শান্তিরুপশমঃ, শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি-সমৃদ্ধম্; শান্ত্যা বা সমৃদ্ধবৎ তদুপলভ্যত ইতি শান্তিসমৃদ্ধম্। অমৃতম্ অমরণ-ধর্ম্ম; এতচ্চাধিকরণবিশেষণং তত্রৈব মনোময় ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিতি। এবং মনোময়ত্বাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টং যথোক্তং ব্রহ্ম হে প্রাচীনযোগ্য উপাস্স্ব ইত্যাচার্য্য-বচনোক্তিরাদরার্থা॥২ ১৭॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাক ভাষ্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। [অনন্তর] সুবঃ (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতি স্বরূপ আদিত্যে [প্রতিষ্ঠালাভ করেন]। তাহার পর প্রধানভূত মহ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে- পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিত থাকিয়া পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ স্বরাড্‌ভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় তিনিও তখন অঙ্গ দেবতাগণের অধিপতি হন। তখন অধীন দেবতারা সকলে এই অঙ্গী বা প্রধানের উদ্দেশ্যে বলি বা উপহার আহরণ করিয়া থাকেন— যেমন ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে করেন। যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন 'মনসঃপতি'কে সমস্ত মনের পতিকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়ায় সমস্ত মনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আধিপত্য অনুভব করেন— প্রাপ্ত হন।

অপিচ, তিনি বাক্‌পতি—সমস্ত বাক্যের প্রভু হন। সেই প্রকার চক্ষুঃ সমূহের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমূহেরও পতি হন, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্ব্বপ্রাণীর করণসমূহ দ্বারা সেই সেই করণবান্ হইয়া থাকেন। তৎপর তদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; তাহা কি? বলা হইতেছে— আকাশ-শরীর আকাশ যাহার শরীর, অথবা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম যাহার শরীর, এই অর্থে— আকাশশরীর। সেই আকাশ-শরীর বস্তুটি কি? না, প্রস্তাবিত ব্রহ্ম [ব্রহ্মই আকাশ-শরীর]। সত্যাত্ম— মূর্ত্তামূর্ত্ত (পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্ন, অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম— এ সমস্তই) যাহার যথার্থ

স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা সত্যাত্ম। 'প্রাণারাম'—প্রাণেতে আরাম—সম্যক্ রমণ বা ক্রীড়া যাহার, তাহা প্রাণারাম, অথবা প্রাণের আরাম (শান্তি) হয় যাহাতে তাহার নাম প্রাণারাম। যাহার মন আনন্দভূত অর্থাৎ কেবলই সুখসম্পাদক তাহা মনআনন্দ। শান্তি-সমৃদ্ধ—শান্তি অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি তৎস্বরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পূর্ণ), অথবা শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ—পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ—মরণরহিত; এই বিশেষণটী অধিকরণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুতেই উক্ত বিশেষণটী বুঝিতে হইবে। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট যথোক্ত ব্রহ্মকে উপাসনা কর; ইহা আচার্য্যের আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শব্দের যে, অর্থ কি, তাহা ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ অনাবশ্যক] ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽনুবাকঃ।

আভাষভাষ্যম্। যদেতদ্ব্যাহৃত্যাত্মকং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, তস্যৈবেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ্‌ক্তস্বরূপেণোপাসনমুচ্যতে—পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ; ততঃ পাঙ্‌ক্তত্বং সর্ব্বস্য। পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞঃ, "পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ; পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তেন যৎ সর্ব্বং লোকাদ্যাত্মান্তঞ্চ পাঙ্‌ক্তং পরিকল্পয়তি, যজ্ঞমেব তৎ পরিকল্পয়তি। তেন যজ্ঞেন পরিকল্পিতেন পাঙ্‌ক্তাত্মকং প্রজাপতিম্ অভিসম্পদ্যতে। তৎ কথং পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বমিত্যত আহ—

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বে ব্যাহৃতিস্বরূপ যে ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও উপাসনা কথিত হইতেছে—[পৃথিবী প্রভৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ্‌ক্তি ছন্দটীও পঞ্চাক্ষরযুক্ত], এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতিতে 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিম্নলিখিত পৃথিব্যাদির পাঙ্‌ক্তভাব কথিত হইতেছে। 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দটী পঞ্চপদা (পঞ্চাক্ষ-

রাত্মক); যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত—পঞ্চাত্মক' এই শ্রুতি অনুসারে যজ্ঞও পাঙ্‌ক্ত; [সুতরাং পৃথিবী প্রভৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে] (১)। অতএব পৃথিবী প্রভৃতি লোক হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাতে যজ্ঞভাবই কল্পনা করা হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে। সেই পাঙ্‌ক্তরূপে পরিকল্পিত যজ্ঞ দ্বারা উপাসক পাঙ্‌ক্তরূপী প্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত যে, কিরূপে হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন—

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা ইত্যধিভূতম্। অথাধ্যাত্মম্—প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্ব্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥১।১৮॥ [সর্ব্বমেকঞ্চ ॥]

ইতি সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। [যদেতদ্ ব্যাহৃতিরূপং ব্রহ্মোপাস্যমুক্তম্, অধুনা তস্যৈব পংক্তি-পৃথিব্যাদিস্বরূপেণাপি উপাসনমুচ্যতে—পৃথিব্যাদিভিঃ।] [তত্রাদৌ

(১) তাৎপর্য্য—'পঙ্‌ক্তি' নামে একটী বৈদিক ছন্দ আছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটী করিয়া অক্ষর থাকে। এখানেও পাঁচ পাঁচটী পদার্থে এক একটী ভাগ ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবতাপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও ধাতুপঞ্চক, এই ছয়টী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত ঐরূপ পঞ্চসংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক ভাগে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া তদ্রূপে উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। 'পাঙ্‌ক্ত' অর্থ পঙ্‌ক্তি ছন্দঃস্বরূপ। এ বিষয়ে টীকাকার বলিয়াছেন—

"পৃথিব্যাদেঃ কথং পাঙ্‌ক্তত্বম্? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পঙ্‌ক্ত্যাখ্যস্য ছন্দসঃ সম্পাদনাদিত্যাহ পঞ্চসংখ্যেতি। ন কেবলং পঞ্চসংখ্যাযোগাৎ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃসম্পাদনং, যজ্ঞস্য সম্পাদনমপি কর্ত্তুং শক্যতে, ইত্যাহ—পাঙ্‌ক্তশ্চ যজ্ঞ ইতি। পত্নীযজমান-পুত্র-দৈব মানুষবিত্তৈঃ পঞ্চভিঃ সম্পাদ্য ইতি যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিঃ)। অনুবাদ অনাবশ্যক।

অধিদৈবতমুচ্যতে—] পৃথিবী, অন্তরীক্ষম্ (ভুবর্লোকঃ), দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ), দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগ্নেয্যাদ্যাঃ), [এতৎ দৈবতপাঙ্‌ক্তম্]; তথা অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ), চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি ; তথা আপঃ, ওষধয়ঃ (তৃণলতাদ্যাঃ), বনস্পতয়ঃ (অপুষ্পাঃ ফলিনো বৃক্ষাঃ), আকাশঃ, আত্মা (দেহঃ), [এতে পঞ্চ] ; ইতি (এতাবৎপর্য্যন্তং) আধিভূতং (ভূতানি পঞ্চ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং পাঙ্‌ক্তম্ উপাসনমিত্যর্থঃ) । [দেবানামপি ভূতবিকারত্বাৎ অধিভূতত্বোক্তিঃ] । অত্র চ পৃথিব্যাদ্যবান্তরদিগন্তং লোকপাঙ্‌ক্তম অগ্ন্যাদি নক্ষত্রান্তং দৈবতপাঙ্‌ক্তম্, অবাদ্যাত্মান্তং ভূতপাঙ্‌ক্তং বেদিতব্যম্] ।

অতঃ (অনন্তরং) অধ্যাত্মং (আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রবৃত্তমুপাসনম্) [উচ্যতে—] প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ), ব্যানঃ (প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ), অপানঃ, উদানঃ (উৎক্রমণবায়ুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদিপরিণমনকারী), [এতৎ বায়ুপাঙ্‌ক্তম্] । তথা চক্ষুঃ শ্রোত্রং, মনঃ, বাক্, ত্বক্, [এতদিন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্] । তথা চর্ম্ম, মাংসম্, স্নায়ু, (শিরা) অস্থি, মজ্জা, [এতৎ ধাতুপাঙ্‌ক্তম্] । ঋষিঃ (বেদপুরুষঃ, বেদার্থদ্রষ্টা বা) এতৎ (পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙ্‌ক্তম্) অধিবিধায় (অধিকৃত্য) অবোচৎ (উক্তবান্) —ইদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব্বং বৈ (প্রসিদ্ধৌ) [পঞ্চত্বসংখ্যাযোগাৎ] পাঙ্‌ক্তং (পঞ্চাক্ষরপঙ্‌ক্তিচ্ছন্দোরূপং— পঞ্চসংখ্যাক্রান্তত্বাৎ পাঙ্‌ক্তম্ ইত্যর্থঃ) । [অতঃ] পাঙ্‌ক্তেন (পঞ্চাত্মকেন) এব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতি (প্রীণয়তি —পোষ্যং পোষকং চৈতৎ স্বয়মপি পাঙ্‌ক্তমেবেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ। [পূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপে যে ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার 'পাঙ্‌ক্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটী বস্তুরূপে) উপাসনা কথিত হইতেছে]

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ (ভুবর্লোক), দ্যৌঃ (স্বর্গ), পূর্ব্বাদি চারি দিক্ ও আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক্, [এই পাঁচটী লোকপাঙ্‌ক্ত] । অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পাঁচটী [দেবতাপাঙ্‌ক্ত] । আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষ), আকাশ ও আত্মা (দেহ), এই পাঁচটী ভূতপাঙ্‌ক্ত] । উক্ত তিনপ্রকার পাঙ্‌ক্ত উপাসনা অধ্যাত্ম উপাসনা ।

প্রাণ (ঊর্দ্ধগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানের সন্ধি), অপান (অধোগামী বায়ু), উদান (উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অন্ন-পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটী প্রাণ-পাঙ্‌ক্ত ; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত ; চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পাঁচটী ধাতুপাঙ্‌ক্ত। ঋষি (বেদপুরুষ বা বেদার্থদ্রষ্টা কোন লোক) এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনার বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্মক ; পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই পাঙ্‌ক্ত তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮।

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দ্দিশোঽবান্তরাদিশ ইতি লোকপাঙ্‌ক্তম্। অগ্নির্ব্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ্‌ক্তম্। আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মেতি, ভূতপাঙ্‌ক্তম্। আত্মেতি বিরাট্, ভূতাধিকারাৎ ইত্যধিভূতমিতি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙ্‌ক্তদ্বয়োপলক্ষণার্থম্, লোকদেবতাপাঙ্‌ক্তয়োর্দ্বয়োশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম্, অধ্যাত্মং পাঙ্‌ক্তত্রয়মুচ্যতে—প্রাণাদি বায়ুপাঙ্‌ক্তম্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্তম্। চর্ম্মাদি ধাতুপাঙ্‌ক্তম্। এতাবদ্ধীদং সর্ব্বমধ্যাত্মম্ বাহ্যঞ্চ পাঙ্‌ক্তমেব, ইতি এতদেবং অধিবিধায় পরিকল্প্য ঋষির্বেদঃ,এতদ্দর্শনসম্পন্নো বা কশ্চিদৃষিঃ,অবোচদুক্তবান্ কিমিত্যাহ পাঙ্‌ক্তং বা ইদং পাঙ্‌ক্তেনৈব আধ্যাত্মিকেন, সঙ্খ্যাসামান্যাৎ, পাঙ্‌ক্তং বাহ্যং স্পৃণোতি বলয়তি পূরয়তি একাত্মতয়োপলভ্যত ইত্যেতৎ। এবং পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বমিতি যো বেদ, স প্রজাপত্যাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকভাষ্যম্ ॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ। পৃথিবী অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক) স্বর্গ, পূর্ব্বাদি দিক্ ও অবান্তর দিক্ সমূহ (অগ্নিকোণ প্রভৃতি), ইহারা হইতেছে লোকপাঙ্‌ক্ত, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহ, ইহারা দেবতাপাঙ্‌ক্ত ; জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি), বনস্পতি, (বিনা পুষ্পে যে সমুদয় বৃক্ষে ফল জন্মে), আকাশ (ভূতাকাশ) ও আত্মা, ইহারা ভূতপাঙ্‌ক্ত। এখানে ভূতের প্রস্তাবে

পঠিত হওয়ায় আত্মা অর্থ—বিরাট্। এখানে যে 'অধিভূত' শব্দ আছে, তাহা অধিলোক ও অধিদৈবত পাঙ্‌ক্ত দ্বয়েরও উপলক্ষণ; কারণ, লোকপাঙ্‌ক্ত ও দেবতাপাঙ্‌ক্ত, এই দুইটী পাঙ্‌ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

অনন্তর তিনপ্রকার অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত কথিত হইতেছে—প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ু পাঙ্‌ক্ত, চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত এবং চর্ম্মপ্রভৃতি ধাতু পাঙ্‌ক্ত। এ পর্য্যন্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম যাহা বলা হইল, সেই সমস্তই পাঙ্‌ক্ত বস্তু। ঋষি অর্থাৎ স্বয়ং বেদ কিংবা বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন কোন ঋষি উক্ত প্রকারে এইরূপ পাঙ্‌ক্ত-পরিকল্পনা করিয়া বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এ সমস্তই পাঙ্‌ক্ত; আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত অনুসারে বাহ্য পাঙ্‌ক্তও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। যে লোক যথোক্তপ্রকারে এই সমুদয় পাঙ্‌ক্ত অবগত হন, তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন ॥১॥১৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৭॥

অষ্টমোঽনুবাকঃ।

আভাষ-ভাষ্যম্। ব্যাহৃত্যাত্মনো ব্রহ্মণ উপাসনমুক্তম্। অনন্তরং চ পাঙ্‌ক্তস্বরূপেণ তস্যৈবোপাসনমুক্তম্। ইদানীং সর্ব্বোপাসনাঙ্গ-ভূতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং বিধিৎস্যতে। পরাপরব্রহ্মদৃষ্ট্যা হি উপাস্যমান ওঁঙ্কারঃ শব্দমাত্রোঽপি পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনং ভবতি; স হি আলম্বনং ব্রহ্মণঃ পরস্যাপরস্য চ প্রতিমেব বিষ্ণোঃ "এতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি শ্রুতেঃ।

আভাষ-ভাষ্যানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর পাঙ্‌ক্ত স্বরূপেও তাহারই উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঁঙ্কারোপাসনার বিধান করা হইতেছে। ওঁঙ্কার একটী শব্দ হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ঐ ওঁঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে; কেননা, ওঁঙ্কার হইতেছে পরব্রহ্মের ও অপর ব্রহ্মের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার বিষয়—যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতি)। শ্রুতি বলিয়াছেন—'এই ওঁঙ্কার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্মের একটীকে প্রাপ্ত হয়' ইতি।

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদꣳসর্ব্বম্। ওমিত্যেদনুকৃতিহ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওꣳ শোমিতি শস্ত্রাণি শꣳসন্তি। ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১ ॥১৯ ॥ [ওঁম্ দশ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমোঽনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

সন্বয়ার্থঃ। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মণ আলম্বনম্)। ওঁম্ ইতি (এষ শব্দঃ) ইদং সর্ব্বম্ (সমস্তং জগৎ); [এবং চিন্তনীয়মিতিভাবঃ]। অপিচ,ওঁম্ ইতি অনুকৃতিঃ (অনুকরণম্, 'ইদং কুরু' ইত্যেবমভিহিতঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইত্যুক্ত্বা স্বীকারং প্রকাশয়তি ইতিভাবঃ)। তথা 'ও-শ্রাবয়' (হবিস্তাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেষ্যজনেন) আশ্রাবয়ন্তি (সমন্তাৎ দেবান্ মন্ত্রশ্রবণং কারয়ন্তি) [ঋত্বিজঃ]; [হ স্ম বৈ ইতি নিপাতাঃ প্রসিদ্ধসূচকাঃ]। ওঁম্ ইতি [কৃত্বা] সামানি গায়ন্তি। ওম্, শোম্ (শং সুখং, তদেব ওঁম্ ইতি শোম্, ইত্যনুকরণার্থঃ) ইতি [কৃত্বা] শস্ত্রাণি (গীতিরহিতা ঋচঃ) শংসন্তি (পঠন্তি)। অধ্বর্য্যুঃ (যাজুষঃ) ওঁম্ ইতি প্রতিগরং (বাঙ্মনঃকায়ানাং বিহিতো ব্যাপারঃ গরঃ—কর্ম্ম, যজুর্বিশেষো বা, তং প্রতি, প্রতিকর্ম্মণীত্যর্থঃ),প্রতিগৃণাতি (উচ্চারয়তি)। ব্রহ্মা ঋত্বিগ্বিশেষঃ; ওঁম্ ইতি প্রসৌতি (কর্ম্ম অনুজানাতি)। ওঁম্-ইতি অগ্নিহোত্রং অনুজানাতি। ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্—ব্রহ্ম (বেদং) উপাপ্নবানি (সান্নিধ্যেন লভেয়ম্ ইতি কৃত্বা) ওঁম্-ইতি আহ (ব্রূতে)। (এবং কৃত্বা) ব্রহ্ম এব উপাপ্নোতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১। ৯॥

মূলানুবাদ। ওঁম্ এই পদটাই ব্রহ্ম; কারণ, ওঁম্ই সর্ব্বাত্মক। ওঁম্ এই পদই অনুকৃতি, অর্থাৎ সম্মতিসূচক, (কেহ কোন কাজের কথা বলিলে, লোকে ওঁম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া থাকে)। যাজ্ঞিকগণও 'ও শ্রবণ করাও (ও শ্রাবয়) বলিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক সামগান করেন; [স্তোত্রপাঠকগণ] ওম্-শোম্ বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ

করিয়া থাকেন ; যজুর্ব্বেদিগণ প্রত্যেক কর্ম্মে ওঁম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; অগ্নিহোত্রীরা ওঁম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া থাকেন ; ব্রাহ্মণজাতি বেদবিদ্যা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের পূর্ব্বে ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং তাহার ফলে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । ওঁমিতি, ইতিশব্দঃ স্বরূপপরিচ্ছেদার্থঃ ; ওঁমিত্যেতচ্ছব্দরূপং ব্রহ্মেতি মনসা ধারয়েদুপাসীত ; যতঃ ওঁমিতি ইদং সর্ব্বং হি শব্দস্বরূপমোঙ্কারেণ ব্যাপ্তম্, "তদ্যথা শঙ্কুনা" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । "অভিধান-তন্ত্রং হ্যভিধেয়ম্" ইত্যত ইদং সর্ব্বমোঙ্কার ইত্যুচ্যতে । ওঁঙ্কারস্তুত্যর্থ উত্তরো গ্রন্থঃ, উপাস্যত্বাৎ তস্য ।

ওঁমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অনুকরণম্ । করোমি যাস্যামি চেতি কৃতমুক্তে ওঁমিত্যনুকরোত্যন্যঃ, অত ওঁঙ্কারোঽনুকৃতিঃ । হ স্ম বৈ ইতি প্রসিদ্ধার্থদ্যোতকাঃ । প্রসিদ্ধং হি ওঁঙ্কারস্যানুকৃতিত্বম্ । অপিচ, ওশ্রাবয়েতি প্রৈষপূর্ব্বমাশ্রাবয়ন্তি প্রতিশ্রাবয়ন্তি । তথা ওঁমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ । ওঁম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি শস্ত্রশংসিতারোঽপি । তথা ওঁমিতি অধ্বর্য্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি । ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি অনুজানাতি । ওঁমিতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্তে ওঁমিত্যেবানুজ্ঞাং প্রযচ্ছতি । ওঁমিত্যেব ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রবচনং করিষ্যন্ অধ্যেষ্যমাণঃ ওঁমিত্যাহ ওঁমিত্যেব প্রতিপদ্যতে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ ; ব্রহ্ম বেদম্ উপাপ্নবানি ইতি প্রাপ্নুয়াং গ্রহীষ্যামীতি উপাপ্নোত্যেব ব্রহ্ম । অথবা, ব্রহ্ম পরমাত্মানম্ উপাপ্নবানীত্যাত্মানং প্রবক্ষ্যন্ প্রাপয়িষ্যন্ ওঁমিত্যেবাহ । স চ তেনোঙ্কারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যেব । ওঁঙ্কারপূর্ব্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ॥১॥৮॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়েঽষ্টমানুবাকভাষ্যম্ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ । শ্রুতিতে ওঁম্ শব্দের পর যে 'ইতি' শব্দটা আছে, উহা স্বরূপনির্দেশক । ওঁম্ এই শব্দরূপী ব্রহ্মকে মনে মনে ধারণ করিবে—উপাসনা করিবে ; [কারণ ?] যেহেতু ওঁম্ই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ, এই সমস্ত শব্দজগৎই ওঁকার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; কারণ, অন্যশ্রুতিতে আছে যে, '[অশ্বত্থপত্র] যেরূপ শিরাজালে ব্যাপ্ত' ইত্যাদি । অভিধেয় বা বাচ্যার্থ মাত্রই

অভিধানের অর্থাৎ তদ্বোধক শব্দের অধীন ; এই কারণে সর্ব্বার্থবোধক ওঁকার শব্দকে সর্ব্বস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ওঁকারই এই প্রকরণে উপাস্য ; এই জন্য তাহার স্তুতি প্রকাশ করাই পরবর্ত্তি শ্রুত্যংশের অর্থ বা উদ্দেশ্য। ওঁম্ এই শব্দটী হইতেছে অনুকৃতি— অনুকরণ (অঙ্গীকারসূচক) ; কেহ কোন কার্য্যের আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়া তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে; অতএব ওঙ্কার পদটী অনুকৃতি। শ্রুতির হ স্ম ও বৈ এই তিনটী পদ প্রসিদ্ধি-সূচক অর্থাৎ ওঙ্কারের যে, অনুকৃতিরূপত্ব সুপ্রসিদ্ধ, তাহা জানাইতেছে।

অপিচ, ঋত্বিক্‌গণ 'ও শ্রাবয়' (শ্রবণ করাও) বলিয়া কার্য্যে প্রেরণ করিয়া-থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাহারা সামগান করেন ;) তাহারা ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্ত্রনামক স্তোত্রপাঠকগণও 'ওম্ শোম্' বলিয়াই শস্ত্রসমূহ (স্তোত্রবিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। এইরূপ অধ্বর্য্যগণ প্রতিকর্ম্মে ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক. যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন ; ব্রহ্মাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন ; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি হোম করি' এইরূপ জিজ্ঞাসার পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতি বেদ অধ্যয়নের পূর্ব্বে 'আমি বেদবিদ্যা প্রাপ্ত হইব—বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইরূপ ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অর্থ পরমাত্মা ; পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে 'ওম্' এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; এবং সেই বক্তা উক্ত ওঙ্কারোচ্চারণের ফলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যেহেতু ওঙ্কারের উচ্চারণপূর্ব্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে ; সেই হেতু ওঙ্কারকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে ; ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১ ॥ ১৯ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ

---

(১) তাৎপর্য্য—একজন যাজ্ঞিক অপর যাজ্ঞিককে বলিবেন, তুমি, 'ও শ্রাবয়' অর্থাৎ অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাও। এই কথার পর সেই আদেশপ্রাপ্ত যাজ্ঞিক দেবতা-গণকে মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 'ও শ্রাবয়' ও 'আশ্রাবয়ন্তি' কথার এইরূপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥২০॥

[প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট্ চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। [যস্য পুনর্ব্রহ্মজিজ্ঞাসোরুপাসনৈরপি নান্তর্মুখতা স্যাৎ, তেন তু তদর্থং প্রথমং কর্ম্মৈব করণীয়মিত্যাহ—'ঋতং চ' ইত্যাদি]। ঋতং (যথাশাস্ত্রং কর্ম্মবিষয়কং জ্ঞানং) চ (চকারঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমুচ্চয়ার্থঃ)। স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং—গুরুমুখাদক্ষরগ্রহণং. তদর্থবিজ্ঞানং চ ; প্রবচনং চ অধ্যাপনং, নিত্যপাঠরূপো ব্রহ্মযজ্ঞো বা), সত্যং (যথার্থভাষণং, কায়মনোবাগ্‌ভিরনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম বা) চ, স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (উক্তার্থে)। দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়সংযমঃ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) চ, [এতানি স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং সহ কর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগ্নয়ঃ (দক্ষিণাগ্ন্যাঃ ত্রয়ঃ পঞ্চ বা) [আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ [হোতব্যং]। অতিথয়ঃ চ [পূজ্যাঃ]। মানুষং (লোকব্যবহারঃ) চ [পালনীয়ম্]। প্রজা (সন্ততিঃ) চ [উৎ-পাদ্যা]। প্রজনঃ চ (পৌত্রোৎপত্তিঃ—পুত্রশ্চ বিবাহনীয় ইত্যর্থঃ)। [সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এত-দর্থং স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সর্ব্বত্রোল্লেখঃ, যতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরেব পরং শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ]।

[অত্র চ ঋষীণাং মতভেদ উপন্যস্যতে—] সত্যবচাঃ (সত্যবাদী, তন্নামকো বা) রাথীতরঃ (রথীতরগোত্রীয়ঃ ঋষিঃ) সত্যং (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তপোনিত্যঃ (তপোনিষ্ঠঃ, তন্নামকো বা) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টেরপত্যং ঋষিঃ) তপঃ (যথোক্তলক্ষণং) ইতি (এব) [অনুষ্ঠেয়ং মন্যতে]। তথা নাকঃ (তন্নামকঃ) মৌদ্গল্যঃ (মুদ্গলস্যাপত্যং ঋষিঃ)

স্বাধ্যায়-প্রবচনে এব (যথোক্তলক্ষণে), অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্যতে]। [কুতঃ ?] হি (যস্মাৎ) তৎ (স্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ; [তস্মাৎ তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থং দ্বিরুবচনম্] ॥১॥২০॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও একাগ্রতা না হয়, তবে অগ্রে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] ঋত অর্থ শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মবিধি বিষয়ে জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ— অধ্যাপনা, অথবা প্রত্যহ কর্ত্তব্য পাঠ—ব্রহ্মযজ্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, অথবা দেহ মন ও বাক্যদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি। দান অর্থ বহিরিন্দ্রিয়-সংযম। শম অর্থ— অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অর্থ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পূজা করিবে। মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সন্তানোৎপাদন কর্ত্তব্য। পৌত্র উৎপাদন অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক। [বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত কার্য্য যেমন কর্ত্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে]।

[এ বিষয়ে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে।] সত্যবাদী অথবা সত্যবচা নামক রাথীতর (রথীতরের পুত্র) ঋষি [মনে করেন যে,] সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্গলপুত্র (মৌদ্গল্য) নাকনামক ঋষি স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় ও প্রবচনই) যথার্থ তপস্যা। [এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে]॥ ১ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানাদেবাপ্নোতি স্বারাজ্যমিত্যুক্তত্বাৎ শ্রৌতস্মার্ত্তানাং কর্ম্মণামানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ইত্যতস্তন্মা প্রাপদিতি কর্ম্মণাং পুরুষার্থং প্রতি সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্যাসঃ—ঋতমিতি ব্যাখ্যাতম্। স্বাধ্যায়োঽধ্যয়নম্। প্রবচনমধ্যাপনং, ব্রহ্মযজ্ঞো বা। এতানি ঋতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাক্যশেষঃ।

সত্যং সত্যবচনং যথাব্যাখ্যাতার্থং বা। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। দমঃ বাহ্যকরণোপশমঃ। শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্নয়শ্চ আধাতব্যাঃ। অগ্নিহোত্রং চ হোতব্যম্। অতিথয়শ্চ পূজ্যাঃ। মানুষমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ যথাপ্রাপ্ত-মনুষ্ঠেয়ম্। প্রজা চোৎপাদ্যা। প্রজনশ্চ প্রজননম্ ঋতৌ ভার্য্যাগমন-মিত্যর্থঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ; পুত্রো নিবেশয়িতব্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বৈরেতৈঃ কর্ম্মভির্যুক্তস্যাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ে, ইত্যেবমর্থং সর্ব্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণম্। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম্। অর্থজ্ঞানাধীনং চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিস্মরণার্থং ধর্ম্মবৃদ্ধ্যর্থঞ্চ; অতঃ স্বাধ্যায়-প্রবচনয়ো-রাদরঃ কার্য্যঃ।

সত্যমিতি সত্যমেবানুষ্ঠেয়মিতি সত্যবচাঃ সত্যমেব বচো যস্য, সোঽয়ং সত্যবচাঃ, নাম বা তস্য; রাথীতরঃ রথীতরসগোত্রঃ, রাথীতর আচার্য্যো মন্যতে। তপ ইতি তপ এব কর্ত্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃ,তপোনিত্য ইতি বা নাম; পৌরুশিষ্টিঃ পুরুশিষ্টস্যাপত্যং পৌরুশিষ্টিরাচার্য্যো মন্যতে। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি নাকো নামতঃ মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্য আচার্য্যো মন্যতে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ। যস্মাৎ স্বাধ্যায়প্রবচনে এব তপঃ, তস্মাত্তে এবানুষ্ঠেয়ে ইতি। উক্তানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায়প্রবচনানাং পুনর্গ্রহণমাদরার্থম্ ॥ ১ ॥ ২০ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ। কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই) স্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথা পূর্ব্বে কথিত হওয়ায়, শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্মরাশির আনর্থক্য-আশঙ্কা উপস্থিত হয়; সেই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে, এখন কর্ম্ম সমূহের পুরুষার্থ-(মুক্তি) সাধনে সামর্থ্য জ্ঞাপনের জন্য পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে।

ঋত শব্দের অর্থ—পূর্ব্বেই (ঋতং বদিষ্যামি বাক্যে) উক্ত হইয়াছে। স্বাধ্যায় অর্থ—অধ্যয়ন (গুরুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ)। প্রবচন অর্থ—অধ্যাপনা, অথবা ব্রহ্মযজ্ঞ (নিত্য পাঠ)। এই ঋত প্রভৃতি বিষয়গুলি—'অনুষ্ঠান করিবে,' এই বাক্যাংশ পূরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথা বলা, অথবা প্রথম শ্রুতিতে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপ। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্র ও

চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১)। দম অর্থ--বহিরিন্দ্রিয় সমূহের সংযম। শম অর্থ—অন্তঃকরণের সংযম। 'অগ্নয়ঃ' অগ্নিত্রয় [সেই অগ্নিত্রয় আধান—গ্রহণ করিতে হইবে], অগ্নিহোত্র হোম করিতে হইবে। অতিথিগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। মানুষ অর্থ—সাংসারিক লোক-ব্যবহার; তাহাও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। প্রজা (সন্তান) উৎপাদন কর্ত্তব্য। প্রজন অর্থ—প্রজনন অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হওয়া। প্রজাতি অর্থ—পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্যানুষ্ঠেয়; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ঋত প্রভৃতি সকলবিষয়ের সহিতই স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অর্থ-জ্ঞান; অর্থ-জ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ)। আর প্রবচন হইতেছে অধীত বিদ্যার বিস্মৃতি-নিবারক এবং ধনবৃদ্ধি-কারক; এইজন্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর করা আবশ্যক।

[এখন এ সম্বন্ধে ঋষিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—] সত্যবচাঃ—যাহার বচন সত্য ভিন্ন মিথ্যা হয় না, তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয়—রাথীতর আচার্য্য সত্যকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা তপস্যায় তৎপর, অথবা তাহার নামই তপোনিত্য; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্য্য মনে করেন যে, উক্ত তপই একমাত্র কর্ত্তব্য। নাকনামক মুদ্গলপুত্র—মৌদ্গল্য আচার্য্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেন না, যেহেতু স্বাধ্যায় ও প্রবচনই মুখ্য তপস্যা সেই হেতু ঐ দুইটীই অনুষ্ঠেয়। অগ্রে কথিত থাকা সত্ত্বেও যে, সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের পুনঃ কথন, তাহা কেবল আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ॥ ১॥ ২০॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৯ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—কৃচ্ছ্র অর্থ দ্বাদশ দিনসাধ্য প্রাজাপত্য নামক ব্রত। প্রাজাপত্যের লক্ষণ এইরূপ—"ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্। ত্র্যহং পরং চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে। তিনদিন অযাচিত লব্ধ ভক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না। ইহাই প্রাজাপত্যের নিয়ম। চান্দ্রায়ণ ব্রত একমাস-সাধ্য। চান্দ্রায়ণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃষ্ণ প্রতিপদে প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে, চন্দ্রকলা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে।

দশমোঽনুবাকঃ।

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণꣳসবর্চ্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ১॥২১॥ [অহꣳষট্॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥ ১০॥

সরলার্থঃ। পূর্ব্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসম্ভবে হি নিত্যমবশ্য-পঠনীয়ো মন্ত্র উচ্যতে—"অহং বৃক্ষস্য" ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষস্য (সংসারতরোঃ) রেরিবা (প্রেরয়িতা, কর্ম্মণা সম্পাদয়িতা) [অস্মি]। (মম) গিরেঃ (পর্ব্বতস্য) পৃষ্ঠং (শৃঙ্গং) ইব কীর্ত্তিঃ [উন্নতা ভবতু]। বাজিনি (বাজম্ অন্নং, তদ্বতি সবিতরি) স্বমৃতং (সু—শুদ্ধং, অমৃতং মুক্তিঃ—তৎসাধনম্ আত্ম-তত্ত্বং বা) [প্রতিষ্ঠিতং]। [অহম্] ঊর্দ্ধপবিত্রঃ (ঊর্দ্ধং—কারণম্, পবিত্রং জ্ঞানপ্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্য, তাদৃশঃ] অস্মি (ভবামি)। তৎ, দ্রবিণং (ধনমিব) [প্রিয়ং], সবর্চ্চসং (দীপ্তিমৎ ব্রহ্ম), সুমেধা (শোভন-মেধাসম্পন্নঃ) অমৃতঃ (মরণভয়রহিতঃ) অক্ষীতঃ (অক্ষীণঃ নির্ব্বিকারশ্চ) [অস্মীতি শেষঃ]। ইতি (এবং যথোক্তপ্রকারং) ত্রিশঙ্কোঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) বেদানুবচনং (বেদঃ—বেদনং, তদনু বচনম্ উক্তিরিত্যর্থঃ) ॥১॥২১॥

মূলানুবাদ। আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কর্ম্মদ্বারা প্রবর্ত্তক। গিরিশৃঙ্গের ন্যায় আমার সমুন্নত কীর্ত্তি হউক; এবং বাজিতে অন্নপ্রদাতা সূর্য্যেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি ঊর্দ্ধপবিত্র, ঊর্দ্ধ অর্থ—কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ-মান আছেন। আমিই ধনের ন্যায় প্রিয়, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মস্বরূপ; উত্তম মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অক্ষীত অর্থাৎ বিকারাদি ক্ষয়দোষ বর্জ্জিত। ত্রিশঙ্কুনামক ঋষি আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পর (অনু) এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাখ্যা ॥১০॥

আবার শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস ক্রমে বাড়াইয়া পূর্ণিমাতে ১৫ গ্রাস পূর্ণ করিবে। ইহাই চান্দ্রায়ণব্রতের নিয়ম।

শাঙ্করভাষ্যম্। অহং বৃক্ষস্থ রেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থো মন্ত্রাম্নায়ঃ। স্বাধ্যায়শ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাৎ। বিদ্যার্থং হি ইদং প্রকরণম্; নচান্যার্থত্ব-মবগম্যতে। স্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্থ বিদ্যোৎপত্তিরবকল্পতে। অহং বৃক্ষস্থ উচ্ছেদ্যাত্মকস্থ সংসার-বৃক্ষস্থ রেরিবা প্রেরয়িতা অন্তর্যাম্যাত্মনা। কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছ্রিতা মম। ঊর্দ্ধপবিত্রঃ ঊর্দ্ধং কারণং পবিত্রং পাবনং জ্ঞান-প্রকাশ্যং পরং ব্রহ্ম যস্থ সর্ব্বাত্মনো মম সোঽহং ঊর্দ্ধপবিত্রঃ; বাজিনি ইব বাজবতীব, বাজমন্নম্, তদ্বতি সবিতরীত্যর্থঃ; যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং অমৃতমাত্মতত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ, এবং স্থ অমৃতং শোভনং বিশুদ্ধ-মাত্মতত্ত্বম্ অস্মি ভবামি।১

দ্রবিণং ধনং সুবর্চ্চসং দীপ্তিমদেতদাত্মতত্ত্বম্, অস্মীত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মজ্ঞানং বা আত্মতত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ সবর্চ্চসম্, দ্রবিণমিব দ্রবিণম্, মোক্ষ-সুখহেতুত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। সুমেধাঃ—শোভনা মেধা সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণা যস্থ মম, সোঽহং সুমেধাঃ; সংসারস্থিত্যুৎপত্ত্যুপসংহারকৌশলযোগাৎ সুমেধস্ত্বম্; অত এব অমৃতঃ অমরণধর্ম্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়ঃ অক্ষতো বা; অমৃতেন বা উক্ষিতঃ সিক্তঃ "অমৃতোক্ষিতোঽহম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্। ইতি এবং ত্রিশঙ্কোঃ ঋষের্ব্রহ্মভূতস্থ ব্রহ্মবিদঃ বেদানুবচনম্; বেদঃ বেদনম্ আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানম্, তস্থ প্রাপ্তিমনু বচনং বেদানুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকৃত্যতাপ্রখ্যাপনার্থং বামদেববৎ ত্রিশঙ্কুনা আর্ষেণ দর্শনেন দৃষ্টো মন্ত্রাম্নায় আত্মবিদ্যাপ্রকাশক ইত্যর্থঃ।২

অস্থ চ জপো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থোঽবগম্যতে। 'ঋতঞ্চ' ইতিধর্ম্মোপন্যাসাদনন্তরঞ্চ বেদানুবচনপাঠাদেতদবগম্যতে। এবং শ্রৌতস্মার্ত্তেষু নিত্যেষু কর্ম্মসু যুক্তস্থ নিষ্কামস্থ পরং ব্রহ্ম বিবিদিষোরার্ষাণি দর্শনানি প্রাদুর্ভবন্ত্যাত্মাদি-বিষয়াণীতি ॥ ১ ॥ ২১ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ভাষ্যম্ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ। 'অহং বৃক্ষস্থ রেরিবা' এই মন্ত্রটী এখানে পাঠ্যরূপে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যাপ্রকরণে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাসমুৎপত্তির জন্যই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা। বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শনই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বাধ্যায় (মন্ত্রপাঠ) দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়।

আমিই অন্তর্য্যামিরূপে বৃক্ষের ন্যায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা প্রবর্ত্তক। আমার কীর্ত্তি—খ্যাতি বা মহিমা পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত বা সমুন্নত। আমিই উর্দ্ধপবিত্র অর্থাৎ উর্দ্ধে—পরম কারণ পর ব্রহ্মে, যাহার—সর্ব্বাত্ম-ভাবাপন্ন যে আমার, পবিত্র—পবিত্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান,সেই আমি হইতেছি—উর্দ্ধপবিত্র; বাজিতে—বাজ অর্থ—অন্ন,তদ্বিশিষ্ট সূর্য্যেতে যেরূপ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, সূর্য্যেতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত—উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত আছি।১

আত্মতত্ত্বই দীপ্তিযুক্ত ধন, আমিই তৎস্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর অনুবৃত্তি হইয়াছে। অথবা দ্রবিণ অর্থ—দ্রবিণের ন্যায়; ধনে (দ্রবিণে) ভোগসুখ জন্মায়, আর ব্রহ্মজ্ঞানেও মোক্ষ-সুখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহা দ্রবিণের ন্যায়; এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়া সবর্চ্চসও বটে। দ্বিতীয় অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজ্ঞান—'আমি প্রাপ্ত হইয়াছি' এই পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। সুমেধা অর্থ—যাহার (আমার) মেধা—ব্রহ্মজ্ঞান সু—শোভন অর্থাৎ উত্তম, সেই আমি—সুমেধা; কেন না, সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই কারণেই আমি অমৃত—মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ—অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষয়-রহিত; অথবা ['অমৃতোক্ষিত' এই পদটীর অমৃত+উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি-বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে সিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাহ্মণ'-বাক্যও আছে 'আমি অমৃতদ্বারা সিক্ত'। ত্রিশঙ্কুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষির এই প্রকারই বেদানুবচন,—বেদ অর্থ—বেদন (জানা) অর্থাৎ আত্মৈ-কত্ব বিজ্ঞান; সেই বিজ্ঞান লাভের (অনু) পশ্চাৎ যে, বচন (উপদেশ), তাহাই বেদানুবচন। বামদেবের ন্যায় ত্রিশঙ্কু ঋষিও আর্ষদর্শনে, আত্মতত্ত্ব প্রকাশক যে বেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।২

প্রথমতঃ 'ঋতম্' ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া, তাহার পর এই বেদানুবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির জন্য এই মন্ত্রটীর জপ করিতে হয়। এই প্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য, শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্ম সমূহে নিষ্কামভাবে নিরত থাকে অর্থাৎ নিয়মিত

ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্ষ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১॥২১॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১০॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি।—সত্যং বদ। ধর্ম্মঞ্চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১ ॥২২॥

সরলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ নিয়মেন কর্ত্তব্যানামুপদেশার্থময়মারম্ভঃ—'বেদম্' ইত্যাদিঃ। আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনং (শিষ্যম্) বেদং অনূচ্য (অধ্যাপ্য) অনু শাস্তি (উপদিশতি)। [উপদেশপ্রকারানাহ—] সত্যং বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্ত্বং ত্বয়া বক্তব্যমিত্যর্থঃ)। ধর্ম্মং (শাস্ত্রোপদিষ্টং কর্ম্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়নাৎ) মা প্রমদঃ (প্রমাদং মা কার্ষীঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাপকায়, গুরবে) প্রিয়ং (অভীষ্টং) ধনং আহৃত্য (আনীয়, বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থং দত্ত্বা) [আচার্য্যেণ অনুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজাতন্তুং (পুত্রাদিসন্তানং) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং মা কার্ষীঃ—পত্নীমুপাদায় সন্তানমুৎপাদয়েত্যর্থঃ)। সত্যাৎ (যথোক্তলক্ষণাৎ) ন প্রমদিতব্যম্ (প্রমাদো ন কার্য্য ইতি ভাবঃ)। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ (ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্ম্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম্। তথা, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ (সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ) ॥১॥২২॥

মূলানুবাদ। [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে শিষ্যকে যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদুপদেশার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতি আরব্ধ হইতেছে।] আচার্য্য (সাবিত্রীদাতা গুরু) শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—তুমি সত্য বলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে; ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদগ্রস্ত

(অনবহিত) হইবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে মনোরম ধন আহরণ করিয়া অর্থাৎ আচার্য্যকে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [পত্নী গ্রহণ করিবে]; সন্তান ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মে উদাসীন থাকিও না। মাঙ্গলিক কর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে), প্রমত্ত হইও না। অভিপ্রায় এই যে, সাবধানে ঐ সকল বিষয় সম্পাদন করিবে॥ ১॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদমনূচ্যেত্যেবমাদিকর্ত্তব্যতোপদেশারম্ভঃ—প্রাগ্‌ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণীত্যেবমর্থঃ; অনুশাসনশ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। বক্ষ্যতি চ "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। অতো বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি। অনুশাস্তীত্যনুশাসনশব্দাদ্ অনুশাসনাতিক্রমে হি দোষোৎপত্তিঃ। প্রাগুপন্যাসাচ্চ কর্ম্মণাম্, কেবলব্রহ্মবিদ্যারম্ভাচ্চ পূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপন্যস্তানি। উদিতায়াঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে।" "ন বিভেতি কুতশ্চন।" "কিমহং সাধু নাকরবম্"-ইত্যাদিনা কর্ম্ম-নৈষ্কিঞ্চন্যং দর্শয়িষ্যতি। অতোঽবগম্যতে—পূর্ব্বোপচিতদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্ত্যর্থানি কর্ম্মাণীতি। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" ইতি। ঋতাদীনাং পূর্ব্বত্রোপদেশ আনর্থক্যপরিহারার্থঃ, ইহ তু জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থত্বাৎ কর্ত্তব্যতানিয়মার্থঃ।

বেদম্ অনূচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্যঃ অন্তেবাসিনম্ শিষ্যম্ অনুশাস্তি—গ্রন্থগ্রহণাৎ অনু পশ্চাৎ শাস্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোঽবগম্যতে—অধীতবেদস্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসামকৃত্বা গুরুকুলান্ন সমাবর্ত্তিতব্যমিতি। "বুদ্ধা কর্ম্মাণি চারভেৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কথমনুশাস্তীত্যত আহ—সত্যং বদ যথাপ্রমাণাবগতং বক্তব্যং চ বদ। তদ্বৎ ধর্ম্মং চর; ধর্ম্ম ইত্যনুষ্ঠেয়ানাং সামান্যবচনম্, সত্যাদিবিশেষনির্দ্দেশাৎ। স্বাধ্যায়াৎ অধ্যয়নাৎ মা প্রমদঃ প্রমাদং মা কার্ষীঃ। আচার্য্যায় আচার্য্যার্থং প্রিয়ম্ ইষ্টং ধনম্, আহৃত্য আনীয় দত্ত্বা বিদ্যানিষ্ক্রয়ার্থম্, আচার্য্যেণ চানুজ্ঞাতঃ অনুরূপান্ দারান্ আহৃত্য, প্রজাতন্তুং

প্রজা-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ ; প্রজাসন্ততের্বিচ্ছিত্তির্ন কর্ত্তব্যা। অনুৎপদ্যমানেঽপি পুত্রে, পুত্রকামাদিকর্ম্মণা তদুৎপত্তৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ; প্রজা-প্রজন-প্রজাতিত্রয়নির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ ; অন্যথা প্রজনশ্চেত্যেতদেকমেবাবক্ষ্যৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদো ন কর্ত্তব্যঃ ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃতপ্রসঙ্গঃ ; প্রমাদশব্দসামর্থ্যাৎ ; বিস্মৃত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অন্যথা অসত্যবচনপ্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ ; ধর্ম্মশব্দস্যানুষ্ঠেয়বিশেষবিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ, স ন কর্ত্তব্যঃ, অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম্ম ইতি যাবৎ। এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। ভূতিঃ বিভূতিঃ, তস্যৈ ভূত্যৈ ভূত্যর্থান্মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণো ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তে হি নিয়মেন কর্ত্তব্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বেদাধ্যয়নের পর ব্রহ্মাত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সমুদয়ের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনার্থ "বেদম্ অনূচ্য" ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে ; কেন না, অধীতবেদ পুরুষের সংস্কার-সাধনই এই অনুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই যথাযথরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন যে,'তপস্যা দ্বারা পাপক্ষয় করে,এবং বিদ্যা (উপাসনা বা জ্ঞান) দ্বারা অমৃত ভোগ করে'। স্বয়ং এই উপনিষদ্ও বলিবেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান'। অতএব বিদ্যা-সমুৎপাদানের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। [এই ব্যাখ্যায় শ্রুতিতে অনুশাসনের নিত্যতাবোধক] 'অনুশাস্তি' পদ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে—শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে। প্রথমে কর্ম্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রহ্ম বিদ্যারম্ভের অগ্রে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ব্রহ্মবিদ্যা সমুৎপত্তির পর, 'অভয় প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করিয়া থাকে', 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কোথাও ভয় পান না' 'আমি কেন উত্তম কর্ম্ম করি নাই' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা [তৎকালে] কর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিবেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপধ্বংসপূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি সাধনই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। 'অবিদ্যা (নিত্যকর্ম্ম) দ্বারা মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম) অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাভ করে' (১) ইত্যাদি মন্ত্রবাক্য হইতেও

(১) তাৎপর্য্য—অবিদ্যয়া কর্ম্মণা অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম্ম জ্ঞানং চ মৃত্যু-

ইহা জানা যাইতেছে। কর্ম্মের আনর্থক্যশঙ্কা পরিহারার্থ পূর্ব্বে 'ঋত' প্রভৃতির উপদেশ করা হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া এখানে কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জ্ঞাপনার্থ উপদেশ করা হইতেছে।১

আচার্য্য (যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি) অন্তেবাসী শিষ্যকে বেদ অধ্যাপনা করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্যের প্রতি অনুশাসন করিয়া থাকেন—গ্রন্থ অধ্যয়নের 'অনু'—পশ্চাৎ, শাসন—উপদেশ করেন অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, অধীতবেদ শিষ্য ধর্ম্মতত্ত্ব না জানিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবে না অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবে না: 'অবগত হইয়া কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও ইহাই বুঝা যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন।২—

[হে সোম্য, তুমি] সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা যেরূপ অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্ম্মাচরণ করিবে। সত্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্ম্মশব্দে সামান্যতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম মাত্রেরই গ্রহণ। স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়নে প্রমত্ত (অনবহিত) হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রিয় ধন আহরণ করিয়া—বিদ্যার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপা পত্নী গ্রহণপূর্ব্বক প্রজা-তন্তু (সন্তানের ধারা বা বিস্তার) বিচ্ছিন্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের বিচ্ছেদ ঘটাইবে না। শ্রুতিতে প্রজা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে যে, পুত্র উৎপন্ন না হইলে, পুত্রকামনায় যে সমুদয় কার্য্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যদ্বারাও পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত যত্নকরা আবশ্যক; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত। সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সত্য-বিষয়েও প্রমাদী হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়া অর্থ মিথ্যাতে অনুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা

শব্দবাচ্যমুভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতা-জ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। ইতি ঈশোপনিষদি শাঙ্করভাষ্যম্। মর্ম্মার্থ এই যে, অবিদ্যা অর্থ অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম। মৃত্যু অর্থ—স্বভাবজাত জ্ঞান ও কর্ম্ম। বিদ্যা অর্থ—দেবতাজ্ঞান বা দেবতার উপাসনা। অমৃত অর্থ—দেবভাব প্রাপ্তি।

বলিবে না ; নচেৎ অসত্য কথনের প্রতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাদী হইবে না। ধর্ম্মশব্দ সাধারণতঃ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিশেষবোধক, তাহার অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ ; সেই প্রমাদ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এইরূপ, আত্ম রক্ষার্থে প্রযোজ্য—কুশল কর্ম্ম বিষয়েও প্রমাদ করিবে না। ভূতি অর্থ বিভূতি (সম্পদ্) ; সেই ভূতিসাধন মঙ্গলকর কর্ম্মবিষয়েও প্রমাদ করিবে না। অধ্যয়ন ও শাস্ত্রব্যাখ্যানেও বিরত থাকিবে না ; অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ১ ॥ ২২ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

সরলার্থঃ। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবঃ দেববৎ পূজনীয়া যস্য, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবঃ যস্য, স তথা) ভব। আচার্য্যদেবঃ ভব। অতিথিদেবঃ ভব। [সতাং] যানি অনবদ্যানি (অনিন্দনীয়ানি) কর্ম্মাণি, তানি (কর্ম্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাণি (অবদ্যানি কর্ম্মাণি) ন [সেবিতব্যানি]। অস্মাকং (আচার্য্যপদবীভাজাং) যানি সুচরিতানি (সদাচারাঃ), তানি ত্বয়া (শিষ্যেণ) উপাস্যানি (সেবিতব্যানি)। ইতরাণি (অ-সুচরিতানি—আচার্য্যগণানুষ্ঠিতান্যপি) নো (ন) [উপাস্যানি] ॥২॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, দৈবপিত্র্যে কর্ম্মণী কর্ত্তব্যে। মাতৃদেবঃ মাতা দেবো যস্য সঃ, ত্বং ভব স্যাঃ। এবং পিতৃদেবঃ ভব ; আচার্য্যদেবো ভব ; অতিথিদেবো ভব ; দেবতাবদুপাস্যা এতে ইত্যর্থঃ। যান্যপি চান্যানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি কর্ত্তব্যানি ত্বয়া। নো ন কর্ত্তব্যানি ইতরাণি সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্যপি। যানি অস্মাকমাচার্য্যাণাং সুচরিতানি শোভনচরিতানি আম্নায়াদ্যবিরুদ্ধানি, তান্যেব ত্বয়োপাস্যানি অদৃষ্টার্থান্যনুষ্ঠেয়ানি নিয়মেন কর্ত্তব্যানীত্যেতৎ। নো ইতরাণি বিপরীতান্যাচার্য্যকৃতান্যপি ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বের ন্যায় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদ-গ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য অবশ্য করিবে। তুমি মাতৃ-দেব—মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও; আচার্য্যদেব হও (১); অতিথিদেব হও; অর্থাৎ মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে। আরও যে সমুদয় অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত কর্ম্ম আছে, শিষ্টাচারসম্মত সেই সমুদয় কর্ম্ম তুমি অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ম্ম সাবদ্য (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম্ম শিষ্টানুষ্ঠিত হইলেও করিবে না। আমাদের—আচার্য্যগণের সুচরিত—বেদাদির অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উত্তম আচরণ, পুণ্যের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু তদ্বিপরীত আচরণ যদি আচার্য্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার অনুসরণ করিবে না॥ ২॥ ২৩॥

যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্ম-বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ—॥ ৩॥ ২৪॥

শাঙ্কর ভাষ্যম্। যে কে চ বিশেষিতাঃ আচার্য্যত্বাদিধর্ম্মৈঃ অস্মৎ-অস্মত্তঃ শ্রেয়াংসঃ প্রশস্ততরাঃ, তে চ ব্রাহ্মণাঃ, ন ক্ষত্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন আসনদানাদিনা ত্বয়া প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বসনং প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং শ্রমস্ত্বয়াপনেতব্য ইত্যর্থঃ। তেষাং বা আসনে গোষ্ঠীনিমিত্তে সমুদিতে, তেষু ন প্রশ্বসিতব্যম্, প্রশ্বাসোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ; কেবলং তদুক্তসারগ্রাহিণা ভবিতব্যম্। যৎ কিঞ্চিদ্দেয়ম্, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং, ন দাতব্যম্। শ্রিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্। হ্রিয়া লজ্জয়া চ দেয়ম্। ভিয়া চ ভীত্যা চ দেয়ম্। সংবিদা চ মৈত্র্যাদিকার্য্যেণ দেয়ম্। অথ এবং বর্ত্তমানস্য যদি কদাচিৎ তে

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ "উপনীয় দদদ্বেদ আচার্য্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (মনু)। যিনি উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং শাস্ত্রের সারসংগ্রহ করেন; লোককে সদাচার শিক্ষা দেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত হন॥

তব শ্রৌতে স্মার্ত্তে বা কর্ম্মণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে, বিচিকিৎসা সংশয়ঃ স্যাৎ ভবেৎ — ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

[স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ সপ্ত চ ॥]

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশোঽনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

সরলার্থঃ। তথা, যে কে চ (অপি) অস্মচ্ছ্রেয়াংসঃ (অস্মত্তোঽপি প্রশস্ততরাঃ) ব্রাহ্মণাঃ তত্র [সন্তি], ত্বয়া তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) আসনেন (আসনদানাদিনা) প্রশ্বসিতব্যম্ (প্রশ্বাসঃ শ্রমাপনয়ঃ) [কর্ত্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং (যৎকিঞ্চিৎ দাতব্যম্, তৎ শ্রদ্ধয়া এব দাতব্যম্, ন পুনরশ্রদ্ধয়েত্যর্থঃ)। শ্রিয়া (সম্পদা) দেয়ম্ ; হ্রিয়া (লজ্জয়া চ) দেয়ম্ ; (দত্ত্বা ন কীর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ)। ভিয়া (ভয়েন, নতু দম্ভেন) দেয়ম্। সংবিদা (মৈত্র্যাদিভাবনয়া) দেয়ম্। অথ (এবং বর্ত্তমানস্য) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্ম্মবিচিকিৎসা বা (কর্ম্মণি কর্ত্তব্যে বিষয়ে বা সংশয়ঃ), তথা বৃত্তবিচিকিৎসা বা (বৃত্তে সদাচারে বা সংশয়ঃ) স্যাৎ ; [তদা] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ (পণ্ডিতাঃ) আযুক্তাঃ (কর্ম্মণি বৃত্তে বা পরেণ অপ্রযুক্তাঃ), অলূক্ষাঃ (অরূক্ষাঃ মৃদুস্বভাবাঃ) ধর্ম্মকামাঃ (পুণ্যাভিলাষিণঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ), তে (তাদৃশাঃ) ব্রাহ্মণাঃ) তেষু (কর্ম্মসু বৃত্তেষু বা) যথা (যেন প্রকারেণ) বর্ত্তেরন্ (প্রবৃত্তা ভবেয়ুঃ), ত্বম্ অপি তথা (তেন প্রকারেণ) বর্ত্তেথাঃ [ন পুনঃ অন্যথা]। এষঃ (যথোক্তসত্যবদনাদিরূপঃ) আদেশঃ

(বিধিঃ), এষঃ উপদেশঃ (গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুল্লঙ্ঘনীয় ইত্যর্থঃ), এষা (যথোক্তবাক্যসংহতিঃ) বেদোপনিষদ্ (বেদরহস্যম্), এতৎ (বচনজাতং) অনুশাসনং (রাজশাসনভূতম্)। এবং (যথোক্তরূপেণ সত্যাদিকং) উপাসিতব্যং (উপাস্যমেব), এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপাস্যম্ (ন পুনঃ কদাপি হাতব্যম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩—৪ ॥ ২৪—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাখ্যা ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। দেব-কার্য্য ও পিতৃ-কার্য্যে অমনোযোগী হইবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদেব হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে) ও অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যে সমুদয় কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্ম্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় কর্ম্ম সমূহের সেবা করিবে না। আমাদের (আচার্য্যগণের) যে সমুদয় সুচরিত (সদনুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অপর —অসদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ আছেন, তুমি আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে; অথবা তাঁহাদের উচ্চাসন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না। [যাহা কিছু দান করিবে], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। বিভবানুরূপ দান করিবে; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে। যদি কখনও ঐ সমস্ত কর্ম্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [তাহা হইলে,] সেই দেশে বা সেই সময়ে, সদসদ্বিচারক্ষম, পণ্ডিত, কর্ম্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত, সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকেন, তাহারা সেই সেই কর্ম্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে। [আদরার্থ এই একই কথা বলিতেছেন —] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোষবুদ্ধি বা সংশয় পুনরায় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেও, সেই দেশে বা সেই কালে, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন যে সমুদয় ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহারা সেই সেই বিষয়ে যেপ্রকার ব্যবহার করেন, তুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই

আদেশ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারক বিধান ; ইহাই উপদেশ (গুরুর আজ্ঞ) ; ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহস্য ; ইহাই ঈশ্বরানুশাসন ; এই প্রকারই উপাসনা করিবে—এইপ্রকারেই ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২—৪॥ ২৩—২৫ ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্যা ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে তত্র তস্মিন্ দেশে কালে বা ব্রাহ্মণাঃ, তত্র কর্ম্মাদৌ যুক্তা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ কর্ত্তব্যঃ ; সম্মর্শিনো বিচারক্ষমাঃ, যুক্তাঃ অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুক্তাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ অলূক্ষাঃ অরূক্ষা অক্রূরমতয়ঃ, ধর্ম্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ ; স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তে ব্রাহ্মণাঃ যথা যেন প্রকারেণ তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি বৃত্তে বা বর্ত্তেরন্, তথা ত্বমপি বর্ত্তেথাঃ। অথ অভ্যাখ্যাতেষু, অভ্যাখ্যাতাঃ অভ্যুক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্যমানেন সংযোজিতাঃ কেনচিৎ, তেষু চ যথোক্তং সর্ব্বমুপনয়েৎ—যে তত্রেত্যাদি। এষ আদেশঃ বিধিঃ। এষ উপদেশঃ পুত্রাদিভ্যঃ পিত্রাদীনামপি। এষা বেদোপনিষদ্ বেদরহস্যং বেদার্থ ইত্যেতৎ। এতদেবানুশাসনম্ ঈশ্বরবচনম্ ; আদেশবাচ্যস্য বিধেরুক্তত্বাৎ। সর্ব্বেষাং বা প্রমাণভূতানামনুশাসনমেতৎ। যস্মাদেবং, তস্মাদেবং যথোক্তং সর্ব্বমুপাসিতব্যং কর্ত্তব্যম্। এবমু চ এতদুপাস্যম্ উপাস্যমেব চৈতৎ নানুপাস্যম্, ইত্যাদরার্থম্ পুনর্ব্বচনম্॥১

অত্রৈতচ্চিন্ত্যতে—বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিবেকার্থম্—কিং কর্ম্মভ্য এব কেবলেভ্যঃ পরং শ্রেয়ঃ ? উত বিদ্যা-সংব্যপেক্ষেভ্যঃ ? আহোস্বিদ্বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং সংহতাভ্যাম্ ? বিদ্যায়া বা কর্ম্মাপেক্ষায়াঃ ? উত কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ? ইতি। তত্র কেবলেভ্য এব কর্ম্মভ্যঃ স্যাৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাৎ,"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা" ইতি স্মরণাৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিষদর্থেনাত্মজ্ঞানাদিনা। "বিদ্বান্ যজতে" "বিদ্বান্ যাজয়তি" ইতি চ বিদুষ এব কর্ম্মণ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বত্র, জ্ঞাত্বা চানুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎস্নশ্চ বেদঃ কর্ম্মার্থ ইতি হি মন্যন্তে কেচিৎ। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ পরং শ্রেয়ো নাবাপ্যতে, বেদোঽনর্থকঃ স্যাৎ। ন ; নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যো হি মোক্ষ ইষ্যতে। কর্ম্মকার্য্যস্যানিত্যত্বং প্রসিদ্ধম্ লোকে। কর্ম্মভ্যশ্চেৎ শ্রেয়ঃ, অনিত্যং স্যাৎ ; তচ্চানিষ্টম্। ননু কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরনারম্ভাৎ আরব্ধস্য চ কর্ম্মণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রত্যবায়ানুপপত্তেঃ জ্ঞাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেৎ ; তচ্চ ন, কর্ম্মশেষসম্ভবাৎ তন্নিমিত্তা

শরীরান্তরোৎপত্তিঃ প্রাপ্নোতীতি প্রত্যুক্তম্। কর্ম্মশেষস্য চ নিত্যানুষ্ঠানেনাবিরোধাৎ ক্ষয়ানুপপত্তিরিতি চ। ২

যদুক্তং সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন; শ্রুতজ্ঞানব্যতিরেকাদুপাসনস্য। শ্রুতজ্ঞানমাত্রেণ হি কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানমপেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থান্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম্; অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ স্যাৎ; "শ্রোতব্যঃ" ইত্যুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকেণ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি যত্নান্তরবিধানাৎ, মনননিদিধ্যাসনয়োশ্চ প্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানাদর্থান্তরত্বম্। ৩

এবং তর্হি বিদ্যাসংব্যপেক্ষেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্যান্মোক্ষঃ; বিদ্যাসহিতানাঞ্চ কর্ম্মণাং ভবেৎ কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্; যথা স্বতো মরণজ্বরাদিকার্য্যারম্ভসমর্থানামপি বিষ-দধ্যাদীনাং মন্ত্র-শর্করাদিসংযুক্তানাং কার্য্যান্তরারম্ভসামর্থ্যম্, এবং বিদ্যাসহিতৈঃ কর্ম্মভির্মোক্ষ আরভ্যত ইতি চেৎ; ন; আরভ্যস্যানিত্যত্বাদিত্যুক্তো দোষঃ। বচনাদারভ্যোঽপি নিত্য এবেতি চেৎ; ন; জ্ঞাপকত্বাদ্বচনস্য। বচনং নাম যথাভূতস্যার্থস্য জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্য কর্ত্তৃ। নহি বচনশতেনাপি নিত্যমারভ্যতে; আরব্ধং বা অবিনাশি ভবেৎ। এতেন বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সংহতয়োর্মোক্ষারম্ভকত্বং প্রত্যুক্তম্। ৪

বিদ্যা-কর্ম্মণী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্ত্তকে ইতি চেৎ; ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তরদর্শনাৎ—উৎপত্তি-সংস্কার-বিকারাপ্তয়ো হি ফলং কর্ম্মণো দৃশ্যন্তে। উৎপত্ত্যাদিফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্রুতেরাপ্য ইতি চেৎ,—"সূর্য্যদ্বারেণ" "তয়োর্দ্ধমায়ন্" ইত্যেবমাদিগতিশ্রুতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ ইতি চেৎ; ন; সর্ব্বগতত্বাদ্গন্তৃভ্যশ্চানন্যত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, ব্রহ্মাব্যতিরিক্তাশ্চ সর্ব্বে বিজ্ঞানাত্মানঃ; অতো নাপ্যো মোক্ষঃ। গন্তুরন্যদ্বিভিন্নদেশং চ ভবতি গন্তব্যম্। ন হি যেনৈবাব্যতিরিক্তং যৎ, তৎ তেনৈব গম্যতে। তদনন্যত্বপ্রসিদ্ধিশ্চ "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। গত্যৈশ্বর্য্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ যদ্যপ্রাপ্যো মোক্ষঃ, তদা গতিশ্রুতীনাং "স একধা", "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি" "স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা" ইত্যাদিশ্রুতীনাঞ্চ কোপঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; কার্য্যব্রহ্মবিষয়ত্বাত্তাসাম্। কার্য্যে হি ব্রহ্মণি স্ত্র্যাদয়ঃ স্যুঃ; ন কারণে; "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ৫

বিরোধাচ্চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীনকর্ত্রাদিকারক-

বিশেষ-তত্ত্ববিষয়া হি বিদ্যা তদ্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ম্মণা বিরুধ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু পরমার্থতঃ কর্ত্রাদিবিশেষবৎ তচ্ছূন্যঞ্চেতি উভয়থা দ্রষ্টুং শক্যতে। অবশ্যং হ্যন্যতরন্মিথ্যা স্যাৎ। অন্যতরস্য চ মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্বাভাবিকাজ্ঞানবিষয়স্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বম্; "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি।" "অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্।" "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি।" "উদরমন্তরং কুরুতে।" "অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। সত্যত্বং চৈকত্বস্য "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্". "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চ সম্প্রদানাদিকারকভেদাদর্শনে কর্ম্মোপপদ্যতে। অন্যত্বদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যাবিষয়ে সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে। অতো বিরোধো বিদ্যাকর্ম্মণোঃ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। ৬

তত্র যদুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং মোক্ষ ইত্যেতদনুপপন্নমিতি; তদযুক্তম্, তদ্বিহিতত্বাৎ কর্ম্মণাম্ শ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ—যদ্যুপমৃদ্য কর্ত্রাদিকারকবিশেষমাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং বিধীয়তে—সর্পাদি ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দ্দকরজ্জ্বাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্তঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতীনাং নির্বিষয়ত্বাদ্বিরোধঃ। বিহিতানি চ কর্ম্মাণি। স চ বিরোধো ন যুক্তঃ প্রমাণত্বাৎ শ্রুতীনামিতি চেৎ; ন; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্যোপদেশপরা তাবৎ শ্রুতিঃ সংসারাৎ পুরুষো মোক্ষয়িতব্য ইতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া বিদ্যয়া নিবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি বিদ্যাপ্রকাশকত্বেন প্রবৃত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭

এবমপি কর্ত্রাদিকারকসদ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শাস্ত্রং বিরুধ্যত এবেতি চেৎ; ন; যথাপ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমুপাদায় উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং কর্ম্মাণি বিদধচ্ছাস্ত্রং মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ ফলসাধনং ন কারকাস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। উপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধস্য হি বিদ্যোৎপত্তির্নাবকল্পতে; তৎক্ষয়ে চ বিদ্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ; ততশ্চাবিদ্যানিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। অপি চ, অনাত্মদর্শিনো হ্যনাত্মবিষয়ঃ কামঃ; কাময়মানশ্চ করোতি কর্ম্মাণি; ততস্তৎফলোপভোগায় শরীরাদ্যুপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ। তদ্ব্যতিরেকেণাত্মৈকত্বদর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপপত্তিঃ, আত্মনি চানন্যত্বাৎ কামানুপপত্তৌ স্বাত্মন্যবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোঽপি বিদ্যাকর্ম্মণোর্ব্বিরোধঃ। বিরোধাদেব চ বিদ্যা মোক্ষং প্রতি ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পূর্ব্বোপচিতপ্রতিবন্ধাপনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্যন্তে কর্ম্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাস্মিন্

প্রকরণে উপন্যস্তানি কর্ম্মাণীত্যবোচাম। এবঞ্চাবিরোধঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাম্, অতঃ কেবলায়া এব বিদ্যায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধম্।৮

এবং তর্হি আশ্রমান্তরানুপপত্তিঃ, কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যোৎপত্তেঃ। গৃহস্থস্যৈব বিহিতানি কর্ম্মাণীত্যৈকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রুতয়োঽনুকূলতরাঃ স্যুঃ। ন; কর্ম্মানেকত্বাৎ। নহ্যগ্নিহোত্রাদীন্যেব কর্ম্মাণি; ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ সত্যবচনং শমো দমোঽহিংসা ইত্যেবমাদীন্যপি কর্ম্মাণি ইতরাশ্রমপ্রসিদ্ধানি বিদ্যোৎপত্তৌ সাধকতমান্যসঙ্কীর্ণাণি বিদ্যন্তে, ধ্যানধারণাদিলক্ষণানি চ। "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি। জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভ্যশ্চ প্রাগপি গার্হস্থ্যাদ্বিদ্যোৎপত্তিসম্ভবাৎ, কর্ম্মার্থত্বাচ্চ গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তেঃ, কর্ম্মসাধ্যায়াঞ্চ বিদ্যায়াং সত্যাং গার্হস্থ্যপ্রতিপত্তিরনর্থিকৈব। লোকার্থত্বাচ্চ পুত্রাদীনাম্। পুত্রাদিসাধ্যেভ্যশ্চ অয়ং লোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইত্যেতেভ্যো ব্যাবৃত্তকামস্য নিত্যসিদ্ধাত্মদর্শিনঃ, কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যতঃ কথং প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে? প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাপি বিদ্যোৎপত্তৌ বিদ্যাপরিপাকাদ্বিরক্তস্য কর্ম্মসু প্রয়োজনমপশ্যতঃ কর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিরেব স্যাৎ, "প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" ইত্যেবমাদিশ্রুতিলিঙ্গদর্শনাৎ।৯

কর্ম্ম প্রতি শ্রুতের্যত্নাধিক্যদর্শনাদযুক্তমিতি চেৎ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতি শ্রুতেরধিকো যত্নঃ; মহাংশ্চ কর্ম্মণ্যায়াসঃ, অনেকসাধনসাধ্যত্বাদগ্নিহোত্রাদীনাম্; তপোব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ ইতরাশ্রমকর্ম্মণাং গার্হস্থ্যেঽপি সমানত্বাদল্পসাধনাপেক্ষত্বাচ্চ ইতরেষাং, ন যুক্তস্তুল্যবদ্বিকল্প আশ্রমিভিস্তস্যেতি চেৎ; ন; জন্মান্তরকৃতানুগ্রহাৎ। যদুক্তং কর্ম্মণি শ্রুতেরধিকো যত্ন ইত্যাদি, নাসৌ দোষঃ; যতো জন্মান্তরকৃতমপ্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যাদিলক্ষণঞ্চানুগ্রাহকং ভবতি বিদ্যোৎপত্তিং প্রতি; যেন চ, জন্মনৈব বিরক্তা দৃশ্যন্তে কেচিৎ; কেচিত্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তা অবিরক্তা বিদ্যাবিদ্বেষিনঃ। তস্মাজ্জন্মান্তরকৃতসংস্কারেভ্যো বিরক্তানামাশ্রমান্তরপ্রতিপত্তিরেবেষ্যতে। কর্ম্মফলবাহুল্যাচ্চ। পুত্রস্বর্গব্রহ্মবর্চ্চসাদিলক্ষণস্য কর্ম্মফলস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ তৎ প্রতি চ পুরুষাণাং কামবাহুল্যাৎ, তদর্থঃ শ্রুতেরধিকো যত্নঃ কর্ম্মসূপপদ্যতে, আশিষাং বাহুল্যদর্শনাৎ—ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। উপায়ভূতানি হি কর্ম্মাণি বিদ্যাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ, নোপেয়ে।১০

কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্বিদ্যায়া যত্নান্তরানর্থকামিতি চেৎ—কর্ম্মভ্য এব পূর্ব্বোপচিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্ষয়াদ্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ, কর্ম্মভ্যঃ পৃথগুপনিষচ্ছ্রবণাদিযত্নোঽনর্থক ইতি চেৎ ; ন ; নিয়মাভাবাৎ। ন হি, 'প্রতিবন্ধক্ষয়াদেব বিদ্যোৎপদ্যতে, নত্বীশ্বরপ্রসাদ-তপোধ্যানাদ্যনুষ্ঠানাৎ' ইতি নিয়মোঽস্তি ; অহিংসাব্রহ্মচর্য্যাদীনাঞ্চ বিদ্যাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারণত্বাচ্ছ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদীনাম্। অতঃ সিদ্ধান্যাশ্রমান্তরাণি। সর্ব্বেষাঞ্চাধিকারো বিদ্যায়াম্, পরঞ্চ শ্রেয়ঃ কেবলায়া বিদ্যায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥১—৪॥২৪—২৫॥

ইতি শীক্ষাধ্যায় একাদশানুবাকভাষ্যম্ ॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ। যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বপ্রভৃতি গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নহে ; তাহাদিগের প্রতি আসনাদি দান করিয়া তোমাকে নিশ্বাস ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথবা কোনও সভা উপলক্ষে তাঁহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (পদত্ত হইলে), তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিবে না, কেবল তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মার্থ মাত্র গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে না)। আরও এক কথা, তুমি যাহা কিছু দান করিবে, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দিবে ; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে না। শ্রী—অর্থ বিভূতি (সম্পদ্), তদনুসারে দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে (দানে গর্ব্বানুভব করিবে না) ; এবং ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্য্য, সেই সংবিৎপূর্ব্বক দান করিবে। এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত বা স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে বা বৃত্তে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্ম্মপ্রভৃতিতে নিরত, সংমর্শী—বিচার সমর্থ, যুক্ত—পণ্ডিত, কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ-পরপ্রযুক্ত (যাহারা পর-পরিচালিত নয়,) এবং অলূক্ষ—রুক্ষ বা ক্রূরবুদ্ধি নহে ও ধর্ম্মকামা—পুণ্যার্থী (ভোগাসক্ত নহে), এমন যে সকল ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই সমুদয় কর্ম্মে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম্ম ও আচারানুষ্ঠান করিবে। ইহার পর যদি তাহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোষসম্ভাবের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ "যে তত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যোজনা করিয়া তদনুসারে চলিবে। ইহাই আদেশ বিধি ; ইহাই উপদেশ—পিতা প্রভৃতি যেরূপ

পুত্রাদির প্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্রূপ। ইহাই বেদোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের রহস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ; পূর্ব্বেই 'আদেশ' কথা উক্ত হওয়ায় [এখানে অনুশাসন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত]। অথবা ইহাই অপর সকলের প্রমাণস্বরূপ অনুসাশন। যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা করা উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার উপাসনা করা উচিত, কিন্তু উপাসনা না করা উচিত নহে। আদরপ্রদর্শনার্থ 'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥১

বিদ্যা (উপাসনা) ও কর্ম্মের স্বরূপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা করা যাইতেছে—কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ হয় ? কিংবা বিদ্যাসাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে হয় ? অথবা সম্মিলিত বা সহানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্ম হইতে হয় ? কিংবা কর্ম্মসাপেক্ষ বিদ্যা হইতে হয় ? অথবা কর্ম্মনিরপেক্ষ শুদ্ধ বিদ্যা হইতেই পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তন্মধ্যে [বলা যাইতে পারে যে,] কেবল কর্ম্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় ; কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং 'দ্বিজাতির পক্ষে রহস্যের সহিত (তাৎপর্য্যের সঙ্গে) সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া আবশ্যক' এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে। তাহার পর 'বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুরুষ যজ্ঞ করান' এবং '[বেদার্থ] জানিয়া অনুষ্ঠান করিবে' ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান্ পুরুষেরই কর্ম্মাধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত বেদশাস্ত্র। কর্ম্ম হইতে যদি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হওয়া যাইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্র নিরর্থকই হইত।১

না—এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, মোক্ষ বস্তুটী নিত্য, (জন্য নহে) ; মোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অভিপ্রেত। কর্ম্মজন্য বা কর্ম্মফল যে, অনিত্য, ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ। কর্ম্ম হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যদি কর্ম্মফলই হইত,তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইত,অথচ তাহা ত কাহারও অভীষ্ট নহে। ভাল, তথাপি, যদি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্ম্মের (যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্ম্ম) অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা না থাকায় মোক্ষ ত জ্ঞাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের জন্য আর জ্ঞানের আবশ্যক হয় না। না, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ,জন্মান্তরীণ ভুক্তাবশিষ্ট এত বহু কার্য্য রহিয়াছে যে, তাহার জন্যও শরীরান্তর উৎপন্ন

হইতে পারে ; এই কারণেই ঐ কথা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রাক্তন কর্ম্ম-শেষের বিরোধ নাই, তখন কর্ম্মশেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২

আরও যে, বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্ম্মেতে অধিকার—ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, উপাসনা হইতেছে শাব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; যেহেতু শ্রুত জ্ঞান (শাব্দ জ্ঞান) হইতেই কর্ম্মেতে অধিকার জন্মে ; কিন্তু অধিকারে উপাসনাত্মক জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা করে না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রৌত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসনা বিহিত হইয়া থাকে। লোক-প্রসিদ্ধি অনুসারেও উপাসনা ও শ্রৌত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই হওয়া উচিত ; কেন না, 'শ্রোতব্যঃ' বলিয়াও আবার পৃথক্‌ভাবে 'মন্তব্যঃ' ও 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপে স্বতন্ত্র প্রযত্নের বিধান করা হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, তাহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে ; [সুতরাং শ্রুতজ্ঞান ও উপাসনা এক পদার্থ নহে]।৩

ভাল, এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিদ্যা-সাপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই মোক্ষ হউক ? বিদ্যার সহিত সম্মিলিত কর্ম্ম সমূহের ত অন্যপ্রকার কার্য্য (মোক্ষ) সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে ? যেমন স্বভাবতঃ মৃত্যু ও জ্বরাদি রোগ-সমুৎপাদনে সমর্থ বিষ ও দধিপ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও শর্করাদির সহিত সাম্মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য—জীবনদান ও পুষ্টিবিধান প্রভৃতি কার্য্যজননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্ম্মসমূহই মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে ; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি, না তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আরব্ধ বা জন্য পদার্থ মাত্রেই যে অনিত্য, এ দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরভ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুত বাক্যানুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তখন উৎপত্তিশীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে। না, সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শাস্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, [কোনও বস্তুর উৎপাদক নহে]। বাক্য সাধারণতঃ বিদ্যমান বস্তুরই যথাযথ স্বরূপের জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু অবিদ্যমান কোন বস্তুর সৃষ্টি করে না। কেন না, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল কথামাত্রেই উৎপন্ন বস্তুও অবিনাশী বা নিত্য হইয়া যায় না। ইহা দ্বারাই বিদ্যা

ও কর্ম্ম যে, সম্মিলিত হইয়া মোক্ষ উৎপাদন করে, বলা হইয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল।৪

যদি বল, বিদ্যা ও কর্ম্ম [স্বরূপতঃ মোক্ষসাধক না হইলেও,] যে সকল কারণে মোক্ষের বাধা ঘটে, সেই সমুদয় প্রতিবন্ধের কারণ নিবৃত্তি করিয়া দেয়। তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কর্ম্মের স্বতন্ত্র ফল দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্মের ফল চারি প্রকার—এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) ; অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি বল মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য কর্ম্মই হইতে পারে, অর্থাৎ 'সূর্য্য দ্বারে গমন করেন', 'সেই মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে গমনকারী [অমৃতত্ব লাভ করেন'] ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 'প্রাপ্য' কর্ম্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না ; কেন না, মোক্ষ হইতেছে বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী এবং মোক্ষগামী পুরুষ হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক আকাশাদিরও কারণ ; এই জন্য ব্রহ্ম স্বভাবতই সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ বা ব্রহ্মাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণতঃ গন্তব্য পদার্থটী গন্তা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিন্নদেশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহা হইতে অভিন্ন বা পৃথক্ নহে, সে বস্তু কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ম যে অনন্য বা একই বস্তু, তাহাও—'তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'আমাকেই সর্ব্বদেহে ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মোক্ষ যদি অপ্রাপ্যই হয়, তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ মোক্ষ যদি প্রাপ্যই না হয়,

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও প্রাপ্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুকে ক্রিয়াদ্বারা বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত করিলে হয় উৎপাদ্য কর্ম্ম। যেমন—মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট। এক বস্তুকে অন্যরূপে পরিণত করিলে, তাহাকে কহে বিকার্য্য কর্ম্ম। যেমন—কাষ্ঠ হইতে ভস্ম, বালা দ্বারা নির্ম্মিত হার। কোন বস্তুর দোষ অপনয়ন বা গুণাধান করিলে, তাহাকে বলে সংস্কার্য্য কর্ম্ম। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বারা নির্ম্মল করা, অথবা জীর্ণ গৃহের সংস্কার করা। ক্রিয়া দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্ম্ম। যেমন—গমন দ্বারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম্ম বা ক্রিয়াফল নাই।

তাহা হইলে, মোক্ষগতি ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিবোধক —'তিনি একধা হন', 'তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন' ইত্যাদি শ্রুতির অর্থই সঙ্গত হয় না? না, ঐ সমুদয় শ্রুতি কার্য্য ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। কেন না, কার্য্য ব্রহ্মেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরব্রহ্মে নহে। যেহেতু 'এক অদ্বিতীয়', 'যেখানে অন্য কিছু দেখে না', 'তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বপ্রকার ভেদসম্বন্ধ-তিরোভাবের কথা রহিয়াছে।৫

বিশেষতঃ বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর বিরোধী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্ত্তৃ-কর্ম্মাদি কারকভেদ নিবারণ করাই বিদ্যার উদ্দেশ্য বা বিষয়; সুতরাং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—কারকাদি ভেদ সাপেক্ষ কর্ম্মের সহিত উহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্তু কখনই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশূন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ উভয়প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী ধর্ম্মকে মিথ্যা বলিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে একটীকে মিথ্যা বলিতে হইলে, অবশ্যই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত দ্বৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত; কারণ—'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়', 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করেন', আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহা অল্প (পরিচ্ছিন্ন)', 'আমি অন্য এবং আমার উপাস্য অন্য—আমা হইতে ভিন্ন' 'যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার ভয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমার্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে' 'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্রহ্ম' 'এ সমস্তই আত্মা' ইত্যাদি বহুশ্রুতি দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্যে দানাদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠানেরও উপপত্তি হয় না। বিদ্যা-নিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব বিদ্যা ও কর্ম্মের বিরোধ স্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধ বশতই উহাদের সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না।৬

পূর্ব্বে যে, একত্রানুষ্ঠিত বিদ্যা ও কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, সে কথাও সঙ্গত হয় না। ভাল, তাহা হইলে ত শ্রুতিবিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতিতে কর্ম্মসমূহও মোক্ষার্থেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দ্দক রজ্জুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়

ব্রহ্মজ্ঞানও যদি কর্ত্তা ও কর্ম্মাদিরূপ বিশেষ বিশেষ কারকসম্ভাব-বিমর্দ্দকরূপেই বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেত কর্ম্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না; বিষয় না থাকাতেই তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অপ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ শ্রুতিতেই কর্ম্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অনুরোধেই ঐরূপ বিরোধ ঘটান যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, পুরুষার্থ উপদেশ করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বা অভিপ্রেত বিদ্যার উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রায় এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিমুক্ত করিতে হইবে; এইজন্য সংসারের কারণীভূত অবিদ্যারও নিবৃত্তিসাধন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে শ্রুতির প্রবৃত্তি; সুতরাং কর্ম্মবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। ৭

যদি বল, এরূপ হইলেও কর্তৃকর্ম্মাদি কারকের সম্ভাব-প্রতিপাদক কর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে না, কেন না, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অস্তিত্বমাত্র গ্রহণ করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর চিত্তশুদ্ধি ও ফলার্থির ফলনিষ্পত্তির পথ প্রদর্শন করিযাছে মাত্র, কিন্তু কোনও কারকের অস্তিত্বসাধনে তাহার প্রযত্ন নাই। যে লোকের পাপরাশি সঞ্চিত আছে, তাহার হৃদয়ে বিদ্যোৎপত্তি সম্ভবপরই হয় না; কিন্তু সেই পাপরাশি বিধ্বস্ত হইলেই বিদ্যা-সমুৎপত্তি হয; তাহা হইতেই অবিদ্যারও নিবৃত্তি হয় এবং তাহার পরই আত্যন্তিক বা পরম মোক্ষ লাভ হয়; তৎপূর্ব্বে কখনই হয় না। অপিচ, যে লোক আত্মদর্শী নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই কামনানুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করে; এবং সেই কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষয় থাকে না বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলষিত আত্মা পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়া তদ্বিষয়েও কামনা হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদেরই আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেও বিদ্যা ও কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে; [কিন্তু বিদ্যা ও কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা কোনও কর্ম্মের অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম্ম সমূহ কেবল পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশিরূপ প্রতি-বন্ধকগুলি অপনয়ন করিয়া বিদ্যা-সমুৎপাদনেরই সহায় হইয়া থাকে

মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্মবিধায়ক শ্রুতিসমূহের কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় বলা হইয়াছে, সেকথা সুসিদ্ধ হইল।

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যোৎপত্তির একমাত্র কারণ; সেই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল গৃহস্থের পক্ষেই বিহিত, সুতরাং একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম থাকাই আবশ্যক হয়; [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের কোনই প্রয়োজন হয় না]। এই হেতুই যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার বিধায়ক শ্রুতিসমূহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত কেবল অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মই যে কর্ম্ম, তাহা নহে; পরন্তু অপরাপর আশ্রমেও কর্ত্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, সত্য বচন, শম দম ও অহিংসা প্রভৃতিও বিদ্যাসমুৎপাদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহু কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে বিদ্যমান আছে এবং [জ্ঞানোৎপত্তিসাধন] ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্মও বিহিত আছে, (১)। এখানেও পরে বলা হইবে যে, 'উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম্ম প্রভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের পূর্ব্বেও (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেও) বিদ্যোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে; যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্ম্মফলেই যদি বিদ্যা লাভ হইত, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। বিশেষতঃ স্বর্গাদি লোকসাধনই পুত্রাদির মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু যে ব্যক্তি নিত্য আত্মাকে দর্শন করিয়া পুত্রাদিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে বীতস্পৃহ, তিনিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; সুতরাং কেনই বা তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হইবে? ফলতঃ তখন তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব। আর যে লোক গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে

(১) তৎপর্য্য—ধারণা ও ধ্যানের লক্ষণ পাতঞ্জল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে- "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (৩।১সূত্র) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে—দেববিগ্রহাদিতে স্থির ভাবে রক্ষা করা, তাহার নাম ধারণা। আর—"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।" (পাতঞ্জল ৩।২ সূত্র) অর্থাৎ যে স্থানে—মনের ধারণা করা হয়, তদ্বিষয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান।

লোক বিদ্যা উৎপন্ন হইলে পর, বিদ্যার পরিপাক বা পরিপক্কতা দশায় কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না ; সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সম্ভব। এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—[যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার পত্নীকে বলিতেছেন—] 'অরে মৈত্রেয়ি, আমি এই গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' ইত্যাদি।৯

ভাল, কর্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যত্নাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কথা ত যুক্তিসঙ্গত হয় না ; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম প্রতিপাদনে শ্রুতির সমধিক যত্ন বা আগ্রহ রহিয়াছে ; অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সমূহ বহুতর সাধনসাধ্য ; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি যে সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, গার্হস্থ্যাশ্রমেও সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিকার রহিয়াছে, এই সমুদয় কারণে এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, একথা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, জন্মান্তরকৃত অনুগ্রহই ইহার কারণ। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে—কর্ম্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্নাধিক্য ইত্যাদি ; ইহা দোষাবহ নহে ; যেহেতু জন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মও বিদ্যাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, যাহার দরুণ কোন কোন লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়া যায় ; কোন কোন লোককে আবার কর্ম্মেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিদ্যাবিদ্বেষীও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব জন্মান্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহারা বিরক্ত (বৈরাগ্যশালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্হস্থ্য ভিন্ন আশ্রম) স্বীকারই ঈপ্সিত হয়। কর্ম্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ ; পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্মফল স্বভাবতই অসংখ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামনা হইয়া থাকে ; এই কারণেও তন্নিমিত্ত কর্ম্মবিষয়ে শ্রুতির সমধিক যত্ন হওয়া সঙ্গত ; কেন না, সর্ব্বত্রই 'আমার ইহা হউক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্নাধিক্যের অপর কারণ ; উপায় বিষয়েই সর্ব্বত্র যত্ন করিতে হয়, কিন্তু উপেয় (ফল) বিষয়ে নহে ; অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মসমূহ হইতেছে বিদ্যালাভের উপায় ; [এই জন্যই যে, তদ্বিষয়ে শ্রুতির যত্নাধিক্য থাকা আবশ্যক হয়,] এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।১০

যদি বল,—বিদ্যা যদি কর্ম্মনিমিত্তক অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ে শ্রুতির প্রযত্নপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিদ্যালাভের প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি যদি কর্ম্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরই যদি বিদ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, কর্ম্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ শাস্ত্রের শ্রবণাদিবিধানে যত্ন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকে না। না — একথা বলিতে পার না, কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈশ্বরানুগ্রহ, তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্যই বিদ্যা উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই; কেন না, অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও বিদ্যা-সমুৎপত্তির উপকারক; বিশেষতঃ, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেই বিদ্যা-উৎপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গার্হস্থ্যভিন্ন আশ্রমগুলিরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিদ্যাতে অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই যে, শ্রেয়ো লাভ হয় (মুক্তি লাভ হয়), ইহাও প্রমাণিত হইল॥৩—১॥২৪—২১॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে একাদশ অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ॥১১॥

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন-ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামা-বীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥ ১॥২৬॥

[সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ॥]

॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওম্॥

ইতি দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥১২

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥১॥

[তৈত্তিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সপ্তমঃ প্রপাঠকঃ সমাপ্তঃ॥৭]

সরলার্থঃ। অতীতবিদ্যাদিগমে সম্ভাব্যমানানামুপসর্গানামুপশমার্থোঽয়ং শান্তিপাঠঃ। অয়ং তু মন্ত্রঃ প্রথমমেব ব্যাখ্যাতঃ। বিশেষস্ত্বয়ম্, তত্র বদিষ্যামীত্যাদৌ ভবিষ্যৎকালব্যবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ ইতি ॥১॥২৬॥

মূলানুবাদ।—ইহার অনুবাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গশমনার্থাং শান্তিং পঠতি—শং নো মিত্র ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমেতৎ পূর্ব্বম্ ॥১॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভাষ্যম্ ।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যে
শিক্ষাবল্লীভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। অতীত বিদ্যার প্রাপ্তিতে সম্ভাবিত বিঘ্নপ্রশমনের নিমিত্ত "শং নঃ" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই (সর্ব্বপ্রথমেই) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ॥২৬॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১২॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাবল্লীর (শীক্ষাধ্যায়ের)

ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

ব্রহ্মানন্দবল্লী।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাষভাষ্যম্। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গপ্রশমনার্থা শান্তিঃ পঠিতা। ইদানীন্তু বক্ষ্যমাণব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত্যুপসর্গোপশমনার্থা শান্তিঃ পঠ্যতে—

আভাষভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বকথিত বিদ্যালাভের বিঘ্ন নিবৃত্তির জন্য পূর্ব্ব অধ্যয়ের শেষে শান্তিমন্ত্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষ্যমাণ (যাহা পরে কথিত হইবে, সেই) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,—

ওঁম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।*

ওঁম্ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥১॥২৭॥

॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সরলার্থঃ। [বক্ষ্যমাণবিদ্যাপ্রাপ্তৌ সম্ভাব্যমানানাং বিঘ্নানামুপশান্তয়ে শান্তিরিয়ং শিষ্যেণ পঠ্যতে—'শং নঃ' ইত্যাদ্যা 'সহ নৌ' ইত্যাদ্যা চ]। নৌ (আবাং—শিষ্যাচার্য্যৌ) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন পালয়তু [ব্রহ্ম ইতি শেষঃ])। নৌ সহ ভুনক্তু (বিদ্যাফলং ভোজয়তু)। বীর্য্যং (বিদ্যা তেজোঽতিশয়ং) সহ (সমং) করবাবহৈ (সম্পাদয়াবঃ)। নৌ (আবয়োঃ) অধীতং (বিদ্যাগ্রহণং) তেজস্বি (বীর্য্যবত্তরং) অস্তু; অথবা তেজস্বিনৌ (আবাং) [ভবাবঃ]; অধীতং (স্বধীতং) [বীর্য্যবৎ] অস্তু (ভবতু)। মা

---

* কচিৎ পুস্তকে 'শংনো মিত্রঃ' ইত্যাদিঃ 'অবতু বক্তারম্' ইত্যন্তঃ শান্তিমন্ত্রোঽয়ং নাস্তি। তদনুযায়ী ভাষ্যাংশোঽপি তত্র নাস্তি।

বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবহৈ) ইতি। [শান্তিশব্দস্য ত্রির্ব্বচনং ত্রিবিধোৎপাতশান্ত্যর্থম্ আদরার্থং চ বিজ্ঞেয়ম্। শং ন ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রস্য পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতঃ] ॥১॥২৭॥

মূলানুবাদ।—বক্ষ্যমাণ বিদ্যাপ্রাপ্তিতে, যে সকল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিঘ্ন প্রশমনের নিমিত্ত এই শান্তিমন্ত্রদ্বয় পঠিত হইতেছে। ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে—গুরু ও শিষ্যকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান।, আমাদের অধ্যয়ন বীর্য্যশালী হউক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। 'শংনঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনূদিত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। ত্রিবিধ বিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনবার শান্তিশব্দ পঠিত হইয়াছে ॥১॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। 'শং নো মিত্রঃ' ইতি 'সহ নাববতু' ইতি চ। 'শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ স্পষ্টম্। সহ নাববত্বিতি। সহ নাববতু, নৌ শিষ্যাচার্য্যৌ সহৈব অবতু রক্ষতু। সহ নৌ ভুনক্তু ব্রহ্ম ভোজয়তু। সহ বীর্য্যং বিদ্যানিমিত্তং সামর্থ্যং করবাবহৈ নির্ব্বর্ত্তয়াবহৈ। তেজস্বিনৌ তেজস্বিনোরাবয়োঃ অধীতং স্বধীতম্ অস্তু, অর্থজ্ঞানযোগ্যমস্ত্বিত্যর্থঃ। মা বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনিমিত্তং শিষ্যস্য আচার্য্যস্য বা প্রমাদকৃতাদন্যায়াদ্বিদ্বেষঃ প্রাপ্তঃ, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ—মা বিদ্বিষাবহৈ ইতি। নৈব নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষমাপদ্যাবহৈ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ব্বচনমুক্তার্থম্। বক্ষ্যমাণবিদ্যাবিঘ্নপ্রশমনার্থা চেয়ং শান্তিঃ। অবিঘ্নেনাত্মবিদ্যাপ্রাপ্তিরাশাস্যতে, তন্মূলং হি পরং শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—'শং নো মিত্রঃ' ও 'সহ নাববতু' ইত্যাদি। তন্মধ্যে 'শং নঃ মিত্রঃ' ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।] 'সহ নৌ অবতু' অর্থ—শিষ্য ও আচার্য্য—আমাদের উভয়কে তুল্যভাবে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে তুল্যরূপে বিদ্যাফল ভোগ করান; আমরা সমানভাবে যেন বিদ্যালাভের উপযোগী বীর্য্য-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেজঃসম্পন্ন আমাদের (গুরু ও শিষ্যের) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন যেন পদার্থজ্ঞানের যোগ্য হয়। আমরা যেন বিদ্বেষ না করি। অভিপ্রায় এই যে,

বিদ্যাগ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্য বা আচার্য্যের অনবধানপ্রযুক্ত অন্যায়বশতঃ কখনও বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেষবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরূপ প্রার্থনা হইতেছে যে, 'মা বিদ্বিষাবহৈ' অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ পরে যে বিদ্যার উপদেশ হইবে, তৎ প্রাপ্তিতে বিঘ্ননিবারণার্থও এই শান্তি-মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। ফল কথা—এই শান্তিদ্বারা নিঃসংশয়ে আত্মবিদ্যা প্রাপ্তি প্রার্থিত হইতেছে; আত্ম-বিদ্যাই শ্রেয়োলাভের মূল নিদান॥১॥২৭

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥১॥২৮॥

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে
প্রথমোঽনুবাকঃ॥১॥

সরলার্থঃ।—প্রথমং কর্ম্মাবিরুদ্ধাত্ম্যুপাসনানি সোপাধিকমাত্মদর্শনং চোক্তম্, ইদানীং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—'ব্রহ্মবিদ্' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্ম—বৃহত্তমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি—বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্ পুরুষঃ) পরং (সর্ব্বাতিশায়ি ব্রহ্ম) আপ্নোতি। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণবাক্যোক্তার্থ-বিষয়ে) এষা (বক্ষ্যমাণা ঋক্) অভ্যুক্তা (পঠিতা অস্তি)—'সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। তৎ, যঃ পুরুষঃ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোম্নি হৃদয়াকাশে) গুহায়াং (গুহাবৎ দুষ্প্রবেশায়াং বুদ্ধৌ) নিহিতং (নিশ্চয়েন নিত্যসন্নিহিতং)

সত্যং (দেশকালাদিভিরবাধিতস্বরূপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্) অনন্তং (দেশ-কাল-বস্তুভিঃ অপরিচ্ছেদ্যম্); (নিরতিশয়ং মহৎ—ভূম)। [অত্র চ, সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণানি বিজ্ঞেয়ানি]। [উক্তলক্ষণং] ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি—জানাতি), সঃ (উক্তলক্ষণ-ব্রহ্মবিদ্) বিপশ্চিতা (মেধাবিনা—সর্ব্বজ্ঞেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ), ইতি (ইতিশব্দো-মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ)।

উক্তমেব মন্ত্রার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহ—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। তস্মাৎ এতস্মাৎ (সত্যজ্ঞানানন্তরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আকাশঃ (সূক্ষ্মঃ শব্দ-তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভূতঃ (উৎপন্নঃ)। তস্মাৎ আকাশাৎ বায়ুঃ (শব্দ-স্পর্শগুণকঃ সম্ভূতঃ); বায়োঃ অগ্নিঃ (শব্দ-স্পর্শরূপগুণকঃ সম্ভূতঃ); অগ্নেঃ আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসস্বভাবাঃ সম্ভূতাঃ); অদ্ভ্যঃ পৃথিবী (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা সম্ভূতা); পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্মাদ্যাঃ), ওষধীভ্যঃ অন্নং (ভক্ষ্যং শস্যাদি), অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভূতঃ)। সঃ (অন্নসম্ভূতঃ) এষঃ (শিরঃপাণ্যাদিমান্) পুরুষঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ, অবধারণে চ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরস-পরিণামঃ)। তস্য (পুরুষস্য) ইদং (প্রসিদ্ধং মস্তকং) এব শিরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাহুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (পক্ষবৎ); অয়ং (বামো বাহুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যভাগঃ) আত্মা (প্রাধান্যাদাত্মবৎ); ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ) পুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ (তস্মিন্ ব্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি (অস্তি) ॥১॥২৮॥

মূলানুবাদ।—[ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসনা ও সোপাধিক ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে কথা বলা হইয়াছে; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রহ্মদর্শন নিরূপণের নিমিত্ত এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে]।—

ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে এইরূপ একটী মন্ত্র পঠিত আছে—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটীই ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ; [তন্মধ্যে] সত্য অর্থ—যাহার স্বরূপ কোন-

প্রকারেই বাধিত হয় না; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ—অববোধাত্মক, আর অনন্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত—সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন ইতি। এখানেই যে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল, তাহা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[অতঃপর বর্ণিত ব্রহ্মের সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত তাহার সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে] সেই এই ব্রহ্ম হইতে শব্দগুণাত্মক সূক্ষ্ম আকাশ উৎপন্ন হইল; আকাশ হইতে শব্দ-স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুণবিশিষ্ট অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল, জল হইতে আবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইল; ওষধি হইতে অন্ন—শস্যাদি, আহার দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থাৎ হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহুই বাম পক্ষ, দেহমধ্যভাগ আত্মা (সর্ব্বাঙ্গের প্রধান); এবং এই নাভির নিম্নভাগস্থিত অংশই তাহার অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ একটী শ্লোক অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকব্যাখ্যা ॥১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। সংহিতাদিবিষয়াণি কর্ম্মভিরবিরুদ্ধান্যুপাসনান্যুক্তানি। অনন্তরঞ্চ অন্তঃসোপাধিকমাত্মদর্শনমুক্তং ব্যাহৃতিদ্বারেণ স্বারাজ্যফলম্। নচৈতাবতা অশেষতঃ সংসারবীজস্যোপমর্দ্দনমস্তি। অতঃ অশেষোপদ্রববীজস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্ত্যর্থং বিধূতসর্ব্বোপাধিবিশেষাত্মদর্শনার্থমিদমারভ্যতে—

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যাদি। প্রয়োজনং চাস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অবিদ্যা-নিবৃত্তিঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ। বক্ষ্যতি চ—"বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। সংসারনিমিত্তে চ সতি, "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" ইত্যনুপপন্নম্, "কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ" ইতি চ। অতোঽবগম্যতে অস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বাত্মব্রহ্মবিষয়াদাত্যন্তিকঃ সংসারাভাব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদাবেব সম্বন্ধ-প্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নির্জ্ঞাতয়োর্হি সম্বন্ধপ্রয়োজনয়োঃ বিদ্যাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ত্ততে। শ্রবণাদিপূর্ব্বকং হি বিদ্যাফলম্, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ।১

ব্রহ্মবিৎ,—ব্রহ্মেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্ম, তদ্বেত্তি বিজানাতীতি ব্রহ্মবিদ্, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরং নিরতিশয়ম্; তদেব ব্রহ্ম পরম্; ন হ্যন্যস্য বিজ্ঞানাদন্যস্য প্রাপ্তিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রুত্যন্তরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমেব ব্রহ্মবিদো দর্শয়তি— "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি।২

ননু সর্ব্বগতং সর্ব্বস্য চাত্মভূতং ব্রহ্ম বক্ষ্যতি; অতো নাপ্যম্। আপ্তিশ্চ অন্যস্যা-ন্যেন, পরিচ্ছিন্নস্য চ পরিচ্ছিন্নেন দৃষ্টা। অপরিচ্ছিন্নং সর্ব্বাত্মকঞ্চ ব্রহ্মেত্যতঃ পরি-চ্ছিন্নবদনাত্মবচ্চ তস্যাপ্তিরনুপপন্না। নায়ং দোষঃ। কথম্? দর্শনাদর্শনাপেক্ষত্বাদ্ব্রহ্মণ আপ্ত্যনাপ্ত্যোঃ; পরমার্থতো ব্রহ্মস্বরূপস্যাপি সতোঽস্য জীবস্য ভূতমাত্রাকৃতবাহ্য-পরিচ্ছিন্নান্নময়াদ্যাত্মদর্শিনস্তদাসক্তচেতসঃ। প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্য আত্মনোঽব্যব-হিতস্যাপি বাহ্যসংখ্যেয়বিষয়াসক্তচিত্ততয়া স্বরূপাভাবদর্শনবৎ পরমার্থব্রহ্মস্বরূপা-ভাবদর্শনলক্ষণয়া অবিদ্যয়া অন্নময়াদীন্ বাহ্যান্ অনাত্মন আত্মত্বেন প্রতিপন্নত্বাৎ অন্নময়াদ্যনাত্মভ্যো নান্যোঽহমস্মীত্যভিমন্যতে। এবমবিদ্যয়া আত্মভূতমপি ব্রহ্ম অনাপ্তং স্যাৎ। তস্যৈবমবিদ্যয়া অনাপ্তব্রহ্মস্বরূপস্য প্রকৃতসংখ্যাপূরণস্যাত্ম-নোঽবিদ্যয়ানাপ্তস্য সতঃ কেনচিৎ স্মারিতস্য পুনস্তস্যৈব বিদ্যয়া আপ্তির্যথা, তথা শ্রুত্যুপদিষ্টস্য সর্ব্বাত্মব্রহ্মণ আত্মত্বদর্শনেন বিদ্যয়া তদাপ্তিরুপপদ্যত এব।৩

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বাক্যং সূত্রভূতং সর্ব্বস্য বল্ল্যর্থস্য। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যনেন বাক্যেন বেদ্যতয়া সূত্রিতস্য ব্রহ্মণোঽনির্দ্ধারিতস্বরূপবিশেষস্য সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত-স্বরূপবিশেষসমর্পণসমর্থস্য লক্ষণস্যাভিধানেন স্বরূপনির্দ্ধারণায়, অবিশেষেণ চোক্তবেদনস্য ব্রহ্মণো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য বিশেষেণ প্রত্যগাত্মতয়া অনন্যরূপেণ বিজ্ঞেয়ত্বায়, ব্রহ্মবিদ্যাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদো যৎ পরপ্রাপ্তিলক্ষণমুক্তম্, স সর্ব্বাত্মভাবঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীতব্রহ্মস্বরূপত্বমেব, নান্যদিত্যেতৎপ্রদর্শনায় চ এষা ঋগুদাহ্রিয়তে—তদেষাভ্যুক্তেতি।৪

তৎ তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণবাক্যোক্তেঽর্থে এষা ঋক্ অভ্যুক্তা আম্নাতা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো লক্ষণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি পদানি বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্ম বিবক্ষিতত্বাদ্বেদ্যতয়া। বেদ্যত্বেন যতো ব্রহ্ম প্রাধান্যেন বিবক্ষিতম্, তস্মাদ্বিশেষ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ অস্মাদ্বিশেষণবিশেষ্যত্বাদেব সত্যাদীন্যেকবিভক্ত্যন্তানি পদানি সমানাধিকরণানি। সত্যাদিভিস্ত্রিভির্বিশেষণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্রহ্ম বিশেষ্যান্তরেভ্যো নির্দ্ধার্য্যতে। এবং হি তজ্জ্ঞাতং ভবতি, যদন্যেভ্যো নির্দ্ধারিতম্ ; যথা লোকে নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলমিতি ॥৫

নন্বু বিশেষ্যং বিশেষণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যতে, যথা নীলং রক্তঞ্চোৎপলমিতি। যদা হি অনেকানি দ্রব্যাণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণযোগীনি চ, তদা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বম্ ; ন হ্যেকস্মিন্নেব বস্তুনি, বিশেষণান্তরাযোগাৎ, যথা অসাবেক আদিত্য ইতি, তথা একমেব ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মান্তরাণি, যেভ্যো বিশেষ্যেত, নীলোৎপলবৎ। ন ; লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম্। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ ? লক্ষণার্থপ্রধানানি বিশেষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্যেব। কঃ পুনর্লক্ষণলক্ষ্যয়োর্বিশেষণবিশেষ্যয়োর্ব্বা বিশেষঃ ? উচ্যতে—সজাতীয়েভ্য এব নিবর্ত্তকানি বিশেষণানি বিশেষ্যস্য, লক্ষণং তু সর্ব্বত এব, যথা অবকাশপ্রদাত্রাকাশমিতি। লক্ষণার্থঞ্চ বাক্যমিত্যবোচাম ॥৬

সত্যাদিশব্দা ন পরস্পরং সম্বধ্যন্তে পরার্থত্বাৎ, বিশেষ্যার্থা হি তে ; অতএব একৈকো বিশেষণশব্দঃ পরস্পরং নিরপেক্ষো ব্রহ্মশব্দেন সম্বধ্যতে—সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্মেতি। সত্যমিতি—যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি, তৎ সত্যম্। যদ্রূপেণ যৎ নিশ্চিতং, তদ্রূপং ব্যভিচরৎ তদনৃতমিত্যুচ্যতে। অতো বিকারোঽনৃতম্, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্", এবং সদেব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃ "সত্যং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্ত্তয়তি। অতঃ কারণত্বং প্রাপ্তং ব্রহ্মণঃ।।

কারণস্য চ কারকত্বম্, বস্তুত্বাৎ মৃদ্বদচিদ্রূপতা চ প্রাপ্তা ; অত ইদমুচ্যতে—জ্ঞানং ব্রহ্মেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরবোধঃ, ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ, নতু জ্ঞানকর্তৃ, ব্রহ্মবিশেষণত্বাৎ সত্যানন্তাভ্যাং সহ। ন হি সত্যতা অনন্ততা চ জ্ঞানকর্তৃত্বে সত্যুপপদ্যেতে। জ্ঞানকর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ, অনন্তঞ্চ ? যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে, তদনন্তম্। জ্ঞানকর্তৃত্বে চ জ্ঞেয়জ্ঞানাভ্যাং প্রবিভক্তমিত্যনন্ততা ন স্যাৎ, "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নান্যদ্বিজানাতি" ইতি বিশেষ-

প্রতিষেধাৎ আত্মানং বিজানাতীতি চেৎ; ন; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্বাদ্বাক্যস্য। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি ভূম্নো লক্ষণবিধিপরং বাক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধমেব অন্যোঽন্যৎ পশ্যতীত্যেতদুপাদায়, যত্র তন্নাস্তি, স ভূমেতি ভূমস্বরূপং তত্র জ্ঞাপ্যতে। অন্যগ্রহণস্য প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থত্বান্ন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্তিত্বপরং বাক্যম্। স্বাত্মনি চ ভেদাভাবাদ্বিজ্ঞানানুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞাত্রভাবপ্রসঙ্গঃ, জ্ঞেয়ত্বেনৈব বিনিযুক্তত্বাৎ ॥৮

এক এবাত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চোভয়থা ভবতীতি চেৎ; ন; যুগপদনংশত্বাৎ। ন হি নিরবয়বস্য যুগপজ্জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদিবদ্বিজ্ঞেয়ত্বে জ্ঞানোপদেশানর্থক্যম্। ন হি ঘটাদিবৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞানোপদেশোঽর্থবান্। তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বে সতি আনন্ত্যানুপপত্তিঃ। সন্মাত্রত্বঞ্চানুপপন্নং জ্ঞানকর্তৃত্বাদিবিশেষবত্বে সতি; সন্মাত্রত্বঞ্চ সত্যম্ "তৎ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সত্যানন্তশব্দাভ্যাং সহ বিশেষণত্বেন জ্ঞানশব্দস্য প্রয়োগাদ্ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি কর্তৃত্বাদিকারকনিবৃত্ত্যর্থং মৃদাদিবদচিদ্রূপতানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ প্রযুজ্যতে। "জ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি বচনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্ত্বম্, লৌকিকস্য জ্ঞানস্যান্তবত্ত্বদর্শনাৎ। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমাহ—অনন্তমিতি ।৯

সত্যাদীনামনৃতাদিধর্মনিবৃত্তিপরত্বাৎ বিশেষ্যস্য চ ব্রহ্মণ উৎপলাদিবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ—"মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ"ইতিবৎ শূন্যার্থতৈব প্রাপ্তা সত্যাদিবাক্যস্যেতি চেৎ; ন; লক্ষণার্থত্বাৎ। বিশেষণত্বেঽপি সত্যাদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্যমিত্যবোচাম। শূন্যে হি লক্ষ্যেঽনর্থকং লক্ষণবচনম্। অতঃ লক্ষণার্থত্বান্মন্যামহে—ন শূন্যার্থতেতি। বিশেষণার্থত্বেঽপি চ, সত্যাদীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শূন্যার্থত্বে হি সত্যাদিশব্দানাং বিশেষ্যনিয়ন্তৃত্বানুপপত্তিঃ। সত্যাদ্যর্থৈরর্থবত্ত্বে তু তদ্বিপরীতধর্মবদ্ভ্যো বিশেষ্যেভ্যো ব্রহ্মণো বিশেষ্যস্য নিয়ন্তৃত্বমুপপদ্যতে। ব্রহ্মশব্দোঽপি স্বার্থেনার্থবানেব। তত্র অনন্তশব্দঃ অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্; সত্য-জ্ঞানশব্দৌ তু স্বার্থসমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ ।১০

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি ব্রহ্মণ্যেবাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ বেদিতুরাত্মৈব ব্রহ্ম। "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি" ইতি চ আত্মতাং দর্শয়তি। তৎপ্রবেশাচ্চ; "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"ইতি চ তস্যৈব জীবরূপেণ শরীরপ্রবেশং দর্শয়তি। অতো বেদিতুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম। এবং তর্হি আত্মত্বাজ্জ্ঞানকর্তৃত্বম্;'আত্মা জ্ঞাতা'ইতি হি প্রসিদ্ধম্, "সোঽকাময়ত" ইতি চ কামিনো জ্ঞানকর্তৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো

জ্ঞানকর্তৃত্বাজ্জপ্তির্ব্রহ্মেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম জপ্তির্জ্ঞানমিতি ভাবরূপতা ব্রহ্মণঃ, তদাপ্যনিত্যত্বং প্রসজ্যেত; পারতন্ত্র্যঞ্চ; ধাত্বর্থানাং কারকাপেক্ষত্বাৎ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোঽস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন; স্বরূপাব্যতিরেকেণ কার্য্যত্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্বরূপং জপ্তিঃ, ন ততো ব্যতিরিচ্যতে; অতো নিত্যৈব। তথাপি বুদ্ধেরুপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্বিষয়াকারপরিণামিন্যা যে শব্দাদ্যাকারাবভাসাঃ, তে আত্মবিজ্ঞানস্য বিষয়ভূতা উৎপদ্যমানা এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তা উৎপদ্যন্তে। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানাবভাসাশ্চ তে 'বিজ্ঞান-শব্দবাচ্যাশ্চ ধাত্বর্থভূতাঃ আত্মন এব ধর্ম্মা 'বিক্রিয়ারূপা' ইত্যবিবেকিভিঃ পরিকল্প্যন্তে ॥১১

যত্তু ব্রহ্মণো বিজ্ঞানম্, তৎ সবিতৃপ্রকাশবদগ্ন্যুষ্ণবচ্চ ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তং স্বরূপমেব তৎ। ন তৎ কারণান্তরসব্যপেক্ষম্, নিত্যস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বভাবানাং চ তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাচ্চ। ন তস্যান্যদবিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা অস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং তদ্ব্রহ্ম। মন্ত্রবর্ণাচ্চ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম" ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। বিজ্ঞাতৃস্বরূপাব্যতিরেকাৎ করণাদিনিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিত্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব ধাত্বর্থস্তৎ, অক্রিয়ারূপত্বাৎ ॥১২

অত এব চ ন জ্ঞানকর্তৃ; তস্মাদেব চ ন জ্ঞানশব্দবাচ্যমপি তদ্ ব্রহ্ম। তথাপি তদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্ম্মবিশেষেণ জ্ঞানশব্দেন তল্লক্ষ্যতে; নতু উচ্যতে, শব্দ-প্রবৃত্তিহেতু-জাত্যাদিধর্ম্মরহিতত্বাৎ। তথা সত্য-শব্দেনাপি সর্ব্ববিশেষপ্রত্যস্তমিত-স্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ বাহ্যসত্তাসামান্যবিষয়েণ সত্যশব্দেন লক্ষ্যতে—সত্যং ব্রহ্মেতি; নতু সত্যশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সত্যাদিশব্দা ইতরেতরসন্নিধানাদন্যোন্য-নিয়ম্যনিয়ামকাঃ সন্তঃ সত্যাদিশব্দবাচ্যান্নিবর্ত্তকা ব্রহ্মণঃ লক্ষণার্থাশ্চ ভবন্তীতি। অতঃ সিদ্ধম্ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহ" "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইতি চাবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ ॥১৩

তদ্‌যথাব্যাখ্যাতং ব্রহ্ম যো বেদ বিজানাতি, নিহিতং স্থিতং গুহায়াম্, গূহতেঃ সংবরণার্থস্য—নিগূঢ়া অস্যাং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃপদার্থা ইতি গুহা বুদ্ধিঃ, গূঢ়াবস্যাং ভোগাপবর্গৌ পুরুষার্থাবিতি বা, তস্যাং পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি

আকাশে অব্যাকৃতাখ্যে ; তদ্ধি পরমং ব্যোম, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যক্ষরসন্নিকর্ষাৎ ; 'গুহায়াং ব্যোমন্' ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাকৃতাকাশমেব গুহা ; তত্রাপি নিগূঢ়াঃ সর্ব্বে পদার্থাস্ত্রিষু কালেষু, কারণত্বাৎ সূক্ষ্মতরত্বাচ্চ; তস্মিন্নন্তর্নিহিতং ব্রহ্ম। হার্দ্দমেব তু পরমং ব্যোমেতি ন্যায্যম্, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ব্যোম্নো বিবক্ষিতত্বাৎ। "যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ সোঽন্তঃপুরুষ আকাশঃ যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রসিদ্ধং হার্দ্দস্য ব্যোম্নঃ পরমত্বম্। তস্মিন্ হার্দ্দে ব্যোম্নি যা বুদ্ধির্গুহা, তস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম তদ্বৃত্ত্যা বিবিক্ততয়োপলভ্যত ইতি। ন হ্যন্যথা বিশিষ্টদেশকালসম্বন্ধোঽস্তি ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বগতত্বান্নির্ব্বিশেষত্বাচ্চ।১৪

স এবং ব্রহ্ম বিজানন্ ; কিম্? ইত্যাহ—অশ্নুতে ভুঙ্ক্তে সর্ব্বান্ নির্ব্বিশেষান্ কামান্ কাম্যভোগানিত্যর্থঃ। কিমস্মদাদিবৎ পুত্রস্বর্গাদীন্ পর্য্যায়েণ? নেত্যাহ—সহ যুগপদ্ একক্ষণোপারূঢ়ানেব একয়োপলব্ধ্যা সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যয়া ব্রহ্মস্বরূপাব্যতিরিক্তয়া, যামবোচাম "সত্যং জ্ঞানম্" ইতি। এতত্তদুচ্যতে—ব্রহ্মণা সহেতি। ব্রহ্মভূতো বিদ্বান্ ব্রহ্মস্বরূপেণৈব সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুতে ; ন তথা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনো জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিবিম্বভূতেন সাংসারিকেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণাপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ পর্য্যায়েণাশ্নুতে লোকঃ। কথং তর্হি? যথোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বগতেন সর্ব্বাত্মনা নিত্যব্রহ্মাত্মস্বরূপেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তানপেক্ষাংশ্চক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংশ্চ সর্ব্বান্ কামান্ সহাশ্নুত-ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন। তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্, যৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম্। তেন সর্ব্বজ্ঞস্বরূপেণ ব্রহ্মণা অশ্নুত ইতি। ইতিশব্দো মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।১৫

সর্ব্ব এব বল্ল্যর্থঃ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতঃ। স চ সূত্রিতোঽর্থঃ সংক্ষেপতো মন্ত্রেণ ব্যাখ্যাতঃ ; পুনস্তস্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যুত্তরস্তদ্বৃত্তিস্থানীয়ো গ্রন্থ আরভ্যতে—তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। তত্র চ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যুক্তং মন্ত্রাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত আহ—ত্রিবিধং হি আনন্ত্যং—দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি। তদ্যথা দেশতোঽনন্ত আকাশঃ ; ন হি দেশতস্তস্য পরিচ্ছেদোঽস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং বস্তুতশ্চাকাশস্য। কস্মাৎ? কার্য্যত্বাৎ। নৈবং ব্রহ্মণ আকাশবৎ কালতোঽপ্যন্তবত্ত্বম্, অকার্য্যত্বাৎ। কার্য্যং হি বস্তু কালেন পরিচ্ছিদ্যতে ; অকার্য্যঞ্চ ব্রহ্ম। তস্মাৎকালতোঽস্যানন্ত্যম্। তথা বস্তুতঃ। কথং পুনর্ব্ব-

স্তত আনন্ত্যম্? সর্ব্বানন্যত্বাৎ। ভিন্নং হি বস্তু বস্ত্বন্তরস্যান্তো ভবতি; বস্ত্বন্তর-বুদ্ধির্হি প্রসক্তাদ্বস্ত্বন্তরান্নিবর্ত্ততে। যতো যস্য বুদ্ধের্নিবৃত্তিঃ, স তস্যান্তঃ। তদ্‌যথা গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ত্ততে, ইত্যশ্বত্বান্তং গোত্বম্—ইত্যন্তবদেব ভবতি। স চান্তো ভিন্নেষু বস্তুষু দৃষ্টঃ; নৈবং ব্রহ্মণো ভেদঃ। অতো বস্তুতোঽপ্যানন্ত্যম্।১৬

কথং পুনঃ সর্ব্বানন্যত্বং ব্রহ্মণ ইতি? উচ্যতে—সর্ব্ববস্তুকারণত্বাৎ। সর্ব্বেষাং হি বস্তূনাং কালাকাশাদীনাং কারণং ব্রহ্ম। কার্য্যাপেক্ষয়া বস্তুতোঽন্তবত্ত্বমিতি চেৎ; ন; অনৃতত্বাৎ কার্য্যস্য বস্তুনঃ। নহি কারণ-ব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম বস্তুতোঽস্তি, যতঃ কারণবুদ্ধির্নিবর্ত্তেত; "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদাকাশাদিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনন্তং ব্রহ্ম। আকাশো হ্যনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং দেশতঃ; তস্যেদং কারণম্; তস্মাৎ সিদ্ধং দেশত আত্মন আনন্ত্যম্। নহি অসর্ব্বগতাৎ সর্ব্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে। অতো নিরতিশয়-মাত্মন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথা অকার্য্যত্বাৎ কালতঃ; তদ্ভিন্নবস্ত্বন্তরাভাবাচ্চ বস্তুতঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্বম্।১৭

তস্মাদিতি মূলবাক্যসূত্রিতং ব্রহ্ম পরামৃশ্যতে; এতস্মাদিতি মন্ত্রবাক্যেন অনন্তরং যথালক্ষিতম্। যদ্‌ব্রহ্ম আদৌ ব্রাহ্মণবাক্যেন সূত্রিতম্, যচ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যনন্তরমেব লক্ষিতম্, তস্মাদেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণ আত্মন আত্মশব্দ-বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্ব্বস্য; "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ; অতো ব্রহ্ম আত্মা। তস্মাদেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ সমুৎপন্নঃ। আকাশো নাম শব্দগুণঃ অবকাশকরো মূর্ত্ত-দ্রব্যাণাম্। তস্মাদাকাশাৎ স্বেন স্পর্শগুণেন, পূর্ব্বেণ চ আকাশগুণেন শব্দেন দ্বিগুণো বায়ুঃ,সম্ভূত ইত্যনুবর্ত্ততে। বায়োশ্চ স্বেন রূপগুণেন পূর্ব্বাভ্যাঞ্চ ত্রিগুণঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ। অগ্নেশ্চ স্বেন রসগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ ত্রিভিশ্চতুর্গুণা আপঃ সম্ভূতাঃ। অদ্ভ্যঃ স্বেন গন্ধগুণেন পূর্ব্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণা পৃথিবী সম্ভূতা। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যঃ অন্নম্। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যাকৃতিমান্।১৮

স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ; পুরুষাকৃতিভাবিতং হি সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতং রেতো বীজম্। তস্মাদ্ যো জায়তে, সোঽপি তথা পুরুষাকৃতিরেব স্যাৎ; সর্ব্বজাতিষু জায়মানানাং জনকাকৃতিনিয়মদর্শনাৎ। সর্ব্বেষামপ্যন্নরসবিকারত্বে ব্রহ্মবংশ্যত্বে চাবিশিষ্টে, কস্মাৎ পুরুষ এব গৃহ্যতে?

প্রাধান্যাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্যম্? কর্ম্মজ্ঞানাধিকারঃ। পুরুষ এব হি শক্তত্বা-দর্থিত্বাদ্ অপর্য্যুদস্তত্বাচ্চ কর্ম্মজ্ঞানয়োরধিক্রিয়তে, "পুরুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি, বিজ্ঞাতং পশ্যতি, বেদ শ্বস্তনং, বেদ লোকালোকৌ, মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সতীত্যেবং সম্পন্নঃ ; অথেতরেষাং পশূনামশনায়া-পিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরদর্শনাৎ ।১৯

স হি পুরুষঃ ইহ বিদ্যয়া অন্তরতমং ব্রহ্ম সংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহ্যাকার-বিশেষেষনাত্মসু আত্মভাবিতা বুদ্ধিঃ বিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অন্তর-তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্ত্তুমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামান্যকল্পনয়া শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদন্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ – তস্যেদমেব শিরঃ ।২০

তস্য অস্য পুরুষস্যান্নরসময়স্য ইদমেব শিরঃ প্রসিদ্ধম্। প্রাণময়াদিষ্ব-শিরসাং শিরস্ত্বদর্শনাদিহাপি তৎপ্রসঙ্গো মা ভূদিতি ইদমেব শির ইত্যুচ্যতে। এবং পক্ষাদিষু যোজনা। অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্ব্বাভিমুখস্য, দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; অয়ং সব্যো বাহুঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ আত্মা অঙ্গানাম্ "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতিশ্রুতেঃ। ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্ যদঙ্গম, তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। প্রতিতিষ্ঠত্যনযেতি প্রতিষ্ঠা। পুচ্ছমিব পুচ্ছম্, অধোলম্বনসামান্যাৎ, যথা গোঃ পুচ্ছম্। এতৎ প্রকৃত্যোত্তরেষাং প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ, মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রপ্রতিমাবৎ। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। তৎ তস্মিন্নেবার্থে ব্রাহ্মণোক্তে অন্নময়াত্মপ্রকাশকে এষ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি ১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—প্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। যাহা কর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়, এমন উপাসনাসমূহ প্রথমতঃ 'সংহিতা' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কথিত হইয়াছে ; অনন্তর ব্যাহৃতি দ্বারা স্বারাজ্য ফলজনক সোপাধিক আত্মদর্শনও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিদ্যার সম্পূর্ণভাবে নির্মর্দ্দন করা সম্ভব হয় না। অতএব সর্ব্বানর্থের বীজভূত অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ আত্ম-দর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' ইত্যাদি।

এই বর্ণনীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন হইতেছে—অবিদ্যার নিবৃত্তি (১); তাহা হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাহ থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন—'বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ) কোথা হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংসাররূপ কারণ বিদ্যমান থাকিতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছেযে, 'কৃতাকৃত বা পুণ্য পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় না'। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম-বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ করা আবশ্যক; এই জন্য শ্রুতি নিজেই 'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যদ্বারা প্রয়োজন (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) বলিয়া দিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্ত্র-

---

(১) তাৎপর্য্য—নমু যথা 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' ইত্যপরবিদ্যাফলমুক্তং সংসারগোচরমেব, তথা পরবিদ্যাফলমপি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইতি সর্ব্ববিষয়-সাধ্যানানন্দান্ সংসারগোচরা-নেব নির্দিশ্যতি, কথমাত্যন্তিকঃ সংসারাভাবঃ? ইত্যত আহ—প্রয়োজনং চাস্যাঃ ইতি। সর্ব্বকাম-পদেন নিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তির্বিবক্ষিতা। সাচ স্বভাবানন্দানভিব্যক্তিরূপাবিদ্যানিবৃত্তিরেব, ইতি ন সংসারগোচরং ফলমিত্যর্থঃ। (আনন্দগিরিকৃত টীকা)।

মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বে কথিত অপর বিদ্যার ফলনির্দ্দেশের সময় যেমন স্বারাজ্য (স্বর্গ রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্যার ফলনির্দ্দেশের স্থলেও যে, 'তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন' বলা হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই সাংসারিক কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুক্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং চাস্যাঃ' বলিয়া আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিদ্যার মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রুতিতে যে "সর্ব্বান্ কামান্" কথা আছে, সেই কাম শব্দের অর্থ বিষয়ানন্দ নহে, পরন্তু স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি-বাধক যে, অবিদ্যা, সেই অবিদ্যানিরসন দ্বারা নিরতিশয় স্বরূপানন্দাভিব্যক্তি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য ফল বা প্রয়োজন। অথচ সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচর ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পরা বিদ্যার প্রকৃত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) তাৎপর্য্য—এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বা বিষয় হইতেছে—ব্রহ্ম-বিদ্যা; তাহার ফল বা প্রয়োজন—আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি। উক্ত ফল ও বিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনভাব সম্বন্ধ। আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পরা বিদ্যা হইতেছে তাহার সাধন বা নির্ব্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক; নচেৎ বিবেচক লোকের সেরূপ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ" ইতি।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত থাকিলেই লোকে তাদৃশ বিদ্যার শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ ও তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে' ইত্যাদি অন্য শ্রুতি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিদ্যাফল লাভ হয়।১

'ব্রহ্মবিদ্',—ব্রহ্মের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম; তাঁহাকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ব্রহ্মবিদ্; 'আপ্নোতি' অর্থ—প্রাপ্ত হন; পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), [তাহা প্রাপ্ত হন]। উক্ত ব্রহ্মই এখানে 'পর' শব্দের অর্থ; কেন না, এক বস্তুর জ্ঞানে কখনই অন্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপর শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন—'যে লোক সেই পর ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়', ইত্যাদি।২

ভালকথা, পরে বলা হইবে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বগত ও সকলের আত্মস্বরূপ; তবে তাহা আর আপ্য (প্রাপ্য) হয় কিরূপে?—কোন একটী পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই অপর পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বাত্মক, তখন পরিচ্ছিন্ন ও অনাত্ম বস্তুর (পৃথক্ বস্তুর) ন্যায় তাহার প্রাপ্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এ দোষ হইতে পারে না। কেন? যেহেতু ব্রহ্মের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহা কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ভূতমাত্রা দ্বারা অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূতাংশ দ্বারা যে, বাহ্য (অনাত্মভূত) ও পরিচ্ছিন্ন অন্নময়াদি আবরণ নির্ম্মিত হয়, সেই আবরণীভূত অন্নময় দেহপ্রভৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আসক্ত বা অনুরক্ত হইয়া থাকে। যেমন ['দশমঃ ত্বমসি' স্থলে] প্রকৃত দশম সংখ্যার পূরণ—দশম ব্যক্তি নিজে সন্নিহিত থাকিয়াও আপনার অন্যত্র সংখ্যাপূরণে অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিতে দশমত্ব সংখ্যা নির্দ্ধারণে ব্যগ্রতানিবন্ধন স্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, অর্থাৎ যেন আপনারই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও

---

(১) তাৎপর্য্য - বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে—একদা দশজন লোক গ্রামান্তরে যাইতেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহা তাহারা সাঁতারে পার হইল। পর পারে যাইয়া তাহারা মনে করিল যে,আমরা সকলেই নদী পার হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি না? তখন পরামর্শ স্থির হইল যে, গণনা করিয়া দেখা যাউক,—আমরা দশ জনই উপস্থিত আছি

স্বগত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ভাবের অদর্শন (অজ্ঞানাত্মক অবিদ্যা বশতঃ) অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি অন্নময়াদি অনাত্ম বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত নহে। এই প্রকারে প্রকৃত আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও অবিদ্যাপ্রভাবে অপ্রাপ্তবৎ হইয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোদাহৃত দশম ব্যক্তির মত—অবিদ্যা বা ভ্রান্তিবশতঃ যাহার স্বগত সন্নিহিত দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল,তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জ্ঞান দ্বারা পুনর্ব্বার সেই বিদ্যমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; ঠিক তেমনি শ্রুতির উপ-দেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব অবগত হইবামাত্র বিদ্যা দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত ব্রহ্মভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' এই বাক্যটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূত্রস্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থসূচক)। 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' এই বাক্যে ব্রহ্ম সামান্যাকারে সূচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্দ্ধা-রিত হয় নাই ; সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র) স্বরূপবিশেষ-প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য, সাধারণভাবে যাহার বেদনের (জ্ঞানের) কথা বলা হইয়াছে অথচ পরে যাহার লক্ষণ বলা হইবে, সেই ব্রহ্মই যে, জীবাভিন্নরূপে বিজ্ঞেয়, তন্নিমিত্ত, এবং ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের যে, পরপ্রাপ্তিই ব্রহ্মবিদ্যার শেষ ফল বলা হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মভাব বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মের অতীত ব্রহ্মস্বরূপই ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, শুধু এই-মাত্র প্রদর্শনের জন্যই 'তদেষাভ্যুক্তা' বলিয়া এই ঋক্ (মন্ত্র) উদাহৃত (উল্লিখিত) হইতেছে।৪

কি না। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ভ হইল, কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল ; ফলে লোকসংখ্যা নয়ের অধিক—দশ আর হইল না, সুতরাং দশম ব্যক্তি মারা গিয়াছে—স্থির করিয়া দশ জনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় এক জন বিজ্ঞ লোক সেখানে আসিয়া উহাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা মূঢ়, তাই মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। তিনি উহাদিগকে বলিলেন যে, তোমরা কাঁদিও না তোমাদের দশম ব্যক্তি বাঁচিয়া আছে। তোমরা আবার গণনা কর। তখন এক জন গণনায় প্রবৃত্ত হইল ; সে নবম পর্য্যন্ত গণনা শেষ করিবামাত্র সেই আগন্তুক ভদ্র লোকটী অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল যে, 'দশমঃ ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই দশম ; তখন উহাদের ভ্রম দূর হইল ও আনন্দের সঞ্চার হইল।

এই ব্রাহ্মণবাক্যে ("ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অভি-হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটা ঋক্ও (মন্ত্রও) পঠিত আছে —'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ'। ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। এখানে সত্যপ্রভৃতি পদত্রয় বিশেষণ, আর ব্রহ্ম উহাদের বিশেষ্য। বেদ্যরূপে (জ্ঞেয়রূপে) ব্রহ্মই এখানে বিবক্ষিত; এইজন্য ব্রহ্মই বিশেষ্য। যে হেতু বেদ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ বিবক্ষিত (শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত), সেই হেতু ব্রহ্মকে বিশেষ্য বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ-বিশেষ্যভাব থাকাতেই সমান বিভক্তিযুক্ত সত্যাদি পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিশেষ্যে অন্বিত)। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য হইতে পৃথক্ করা হইতেছে। এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই সমস্ত বস্তু যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে। যেমন নীল বৃহৎ সুগন্ধী উৎপল (পদ্ম) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত উৎপলটী অন্যপ্রকার উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই।৫

ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তুটি বিশেষণান্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেষিত করা আবশ্যক হয়, যেমন উৎপল নীল ও রক্তবর্ণ [উভয়প্রকারই হইতে পারে; তজ্জন্য একটা বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক হয়]। অভিপ্রায় এই যে, যখন একজাতীয় বহু দ্রব্য অন্যপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবার যোগ্য হয়, তখনই নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়োগ সার্থক হইয়া থাকে; কিন্তু একই বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর বিশেষণের সম্ভাবনাই থাকে না; যেমন 'ঐ একটি আদিত্য'। তেমনি ব্রহ্মও একই বস্তু; অপর বহু ব্রহ্ম নাই, যাহাদের হইতে—নীল উৎপলের ন্যায় ব্রহ্মকে বিশে-ষিত করা হইতে পারে। না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, বিশেষণের আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দ্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু কেবল বস্তুকে বিশেষিত করাটাই উদ্দেশ্য নহে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি— তাহা হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাহার এবং বিশেষণ ও বিশেষ্যের প্রভেদ কি? হাঁ বলা হইতেছে— বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ বিশেষ্যকে তজ্জাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্ করে; আর 'লক্ষণ' সাধারণতঃ সজাতীয় ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদার্থ হইতেই লক্ষ্যের পার্থক্য

জ্ঞাপন করে। যেমন—অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লক্ষণ। [এখানে অবকাশ-দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ বা পরিচায়ক]। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম') বাক্যটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণরূপে নহে।৬

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বা অন্বিত নহে; কারণ উহারা পরার্থক, অর্থাৎ উহারা ব্রহ্মের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। এই কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্দ অপরের সহিত সম্বন্ধাপেক্ষিত না হইয়াই বিশেষ্য—ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (অন্বিত) হইয়া থাকে; যেমন—সত্য ব্রহ্ম, জ্ঞান ব্রহ্ম,ও অনন্ত ব্রহ্ম। 'সত্য অর্থ যাহা যেরূপে নিশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপে নিশ্চিত হইয়া পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যে বস্তু যেরূপে পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাহার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থাকে, তাহা হইলে তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্তু মাত্রই অনৃত; [কারণ,উহাদের স্বরূপ চিরদিন একরূপ থাকে না। বিশেষতঃ] 'বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র; উহার উপাদান মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য' এইরূপে সৎপদার্থেরই একমাত্র সত্যতার অবধারণও ইহার সমর্থক। অতএব "সত্যং ব্রহ্ম' এই কথাটি ব্রহ্মের বিকারভাব নিবারণ করিতেছে। ইহ হইতেই ব্রহ্মের কারণত্বও সিদ্ধ হইল॥৭

ব্রহ্মকে কারণ বলায়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বলায় ঘট-কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচিদ্রূপত্বও (জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাবিত হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাত্রই—ক্রিয়ার নিমিত্তভূত বস্তুমাত্রই কারণ-পদবাচ্য (কার্য্যজনক) হইয়া থাকে; এবং মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড় পদার্থই সাধারণতঃ ঐরূপ কারণতা লাভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রহ্মকে কারণ বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাপ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্তু বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বলিলেন—'জ্ঞানং ব্রহ্ম'। জ্ঞান অর্থ—জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলব্ধি)। এই 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববিহিত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; সুতরাং জ্ঞান অর্থ—জ্ঞানের কর্ত্তা বা জ্ঞাতা নহে; কারণ, 'সত্য' ও 'অনন্ত' পদের ন্যায় এই পদটীও ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ব্রহ্মকে জ্ঞানকর্ত্তা বলিলে, তাহাতে সত্যতা ও অনন্ততা কোন

মতেই রক্ষা পায় না। জ্ঞানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম কিপ্রকারেই বা সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বস্তু হইতেই প্রবিভক্ত বা পৃথক্ করা যায় না, তাহাই অনন্ত হয়; কিন্তু জ্ঞান-কর্ত্তা বলিলে ত তাহাকে জ্ঞেয় ও জ্ঞান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ করা যাইতে পারে; সুতরাং তাহার অনন্তত্ব হইতেই পারে না। অপর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, তাহাই ভূমা (অনন্ত); আর যাহাতে ভেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন'। যদি বল, 'অন্যকে জানে না' বলিয়া অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'আত্মাকে জানে'। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, ভূমার লক্ষণ বিধানেই উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য, (আত্মদর্শনে নহে), অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ভিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য্য নাই। উক্ত বাক্যে শুধু এইমাত্র জানা যাইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান বা অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে,—যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই, তাহাই ভূমা; ইহাই ভূমার স্বরূপ। ঐ বাক্যটী স্বভাবপ্রাপ্ত অন্যত্বদর্শনের প্রতিষেধক-মাত্র; কিন্তু আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তদ্বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তিরও সম্ভাবনা হয় না। আত্মাই যদি বিজ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) হইত, তাহা হইলে জ্ঞাতারই অভাব ঘটিত; কারণ, কেবল জ্ঞেয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের জ্ঞাতা হইতে পারে না। তাহা হইলে কর্ত্তৃ-কর্ম্ম বিরোধ [উপস্থিত হইত]॥৮

যদি বল, একই আত্মা জ্ঞেয় জ্ঞাতা—উভয়রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই একের পক্ষে জ্ঞেয়, আবার অপরের পক্ষে জ্ঞাতা হইতে পারে? না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, আত্মা নিরংশ বা নিরবয়ব। নিরবয়ব বস্তু একই সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই উভয়রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যদি ঘটাদির ন্যায় বিজ্ঞেয়—জড়পদার্থই হইত, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। কেন না, ঘটাদির ন্যায় সিদ্ধ বস্তুতে জ্ঞানোপদেশ কখনই সার্থক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে, কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞান কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আত্মাতে স্বীকার করিলে, আত্মার শুদ্ধ সন্মাত্ররূপতাও অনুপপন্ন হয়। 'তিনি সত্য' ইত্যাদি অপর শ্রুতিবাক্য হইতে প্রকাশ পায় যে, সৎ ও সত্য পদার্থ বস্তুতঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শব্দের সহিত একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্রুতির 'জ্ঞান' শব্দটী ভাববাচ্যে নিষ্পন্নই বলিতে

হইবে ; [সুতরাং জ্ঞানই উহার অর্থ, জ্ঞানকর্ত্তা নহে]। কর্ত্তৃত্বাদি কারক-ভাব ও মৃত্তিকাপ্রভৃতির ন্যায় অচেতনভাব নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্রহ্মশব্দের (জ্ঞানং ব্রহ্ম) প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্যবহারিক জ্ঞান যেমন সান্ত—পরিচ্ছিন্ন বা ধ্বংসশীল, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়, তাহারও অন্তবত্তা বা সান্তত্ব সম্ভাবিত হয়, তন্নিবৃত্তির জন্য বলা হইল—'অনন্ত'।৯

যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেষণত্রয়ের যখন অনৃতাদি ধর্ম-নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য, এবং বিশেষ্য ব্রহ্ম বস্তুটীও যখন উৎপলাদি বস্তুর ন্যায় লোকপ্রসিদ্ধ নহে, তখন—'এই বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণা-জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমে নির্ম্মিত মাল্য শিরে ধারণ পূর্ব্বক শশকের শৃঙ্গে নির্ম্মিত ধনুঃ গ্রহণ করত গমন করিতেছে।' এই বাক্য যেমন অর্থশূন্য—নিরর্থক, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যও ঠিক তেমনি অর্থশূন্য—নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যটী লক্ষণার্থক, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশ করাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও লক্ষণার্থপ্রধান ; [সুতরাং ইহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশেষণস্বভাব কল্পনা করা চলে না]। যে স্থানে লক্ষ্য পদার্থটা শূন্য বা অসৎ হয়, সেখানেই লক্ষণনির্দ্দেশ নিরর্থক হয়। অতএব লক্ষণার্থপ্রধান বলিয়াই আমরা মনে করি যে, সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্য নহে। আর যদি বিশেষণপ্রধানই হয়, তথাপি এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই হয় না। কেন না, সত্যাদি পদগুলি যদি অর্থহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেষ্যকে নিয়মিত করা (অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করা), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, সত্যাদি পদগুলি সত্যাদি অর্থে অর্থবান্ (সার্থক) হইলেই তদ্বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত অপরাপর বিশেষ্য পদার্থ হইতে বিশেষ্য ব্রহ্মকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর ব্রহ্ম-শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সার্থকই বটে। অনন্ত শব্দও অন্তবত্ব ধর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বিশেষণ হইয়াছে। সত্য ও জ্ঞান শব্দ কিন্তু স্বার্থ-প্রতিপাদনপূর্ব্বকই বিশেষণত্ব লাভ করিয়াছে। ১০

'তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ' এই বাক্যস্থ আত্মা শব্দটী 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় বেদিতার আত্মাকেই ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে হইবে। 'এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' এই বাক্যও ব্রহ্মের আত্মস্বরূপত্বই প্রদর্শন করিতেছে। [জীবরূপে ব্রহ্মের] প্রবেশও ইহার অপর হেতু ; - 'তিনি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিলেন', এই শ্রুতিও ব্রহ্মেরই জীবভাবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন করিতেছে। অতএব, ব্রহ্মই বেদিতার (জ্ঞাতার) প্রকৃত স্বরূপ। ভাল, ব্রহ্মই যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জ্ঞাতৃত্বই), সিদ্ধ হয়; কারণ, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকপ্রসিদ্ধ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন' এই শ্রুতিবাক্যেও কামনাকারী ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; অতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ' একথা উপপন্ন হয় না। [জ্ঞানস্বরূপতার বিপক্ষে]অনিত্যতাপ্রসিদ্ধিও অপর হেতু;—জ্ঞান শব্দের জ্ঞপ্তি (বোধ) অর্থ দ্বারা যদি ব্রহ্মের ভাব-রূপতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ব্রহ্মের অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা আপতিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ; [তোমার মতেও] জ্ঞান ত 'জ্ঞা' ধাতুরই অর্থ; সুতরাং ইহারও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা (পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথা হইতে পারে না; কারণ, এই জ্ঞান আত্মারই স্বরূপ,তদতিরিক্ত নহে; উহাতে কার্য্যত্ব বা জন্যতা উপচরিত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞপ্তি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে; সুতরাং ঐ জ্ঞান বস্তুটীও আত্মার ন্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জ্ঞানের ঐরূপ অনিত্যতা ব্যবহারের কারণ এই যে, আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃশ্য বিষয়াকারে পরিণত হইলে পর, বুদ্ধির যে শব্দাদি-বিষয়াকারে স্ফুরণ হয়, সে সমুদয় স্ফুরণ আত্ম বিজ্ঞানের বিষয়রূপে (প্রকাশ্যরূপে) প্রকটিত হয়; এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত (প্রকাশিত) হইয়াই উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তি আত্মবিজ্ঞানের প্রকাশ্য হইয়াও বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য হয়, এবং ধাত্বর্থস্বরূপ বিকার হইয়াও আত্মারই ধর্ম্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক কল্পিত হয়।]

আর যাহা প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞান, তাহা কিন্তু সূর্য্যগত প্রকাশের ন্যায় এবং অগ্নিগত উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই বটে। উক্ত স্বরূপবিজ্ঞানটী অন্য কোন কারণের অপেক্ষা করে না; কেন না, প্রথমতঃ উহা স্বরূপতই নিত্য; দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাবপদার্থ আছে, তৎসমূহের সহিত একই কালে একই স্থানে উহা অবস্থিত; তৃতীয়তঃ উহা কাল ও আকাশাদির কারণ বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম; তদ্ভিন্ন যে, আরও কোন সূক্ষ্ম ব্যবহিত বা বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান অবিজ্ঞেয় বস্তু আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তা' ছাড়া, 'তিনি (ব্রহ্ম) হস্ত নাই, গ্রহণ করেন; পদ নাই দ্রুতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই,

শ্রবণ করেন, এবং যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।' এই মন্ত্রবাক্য হইতে, এবং "বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না; কারণ, উহা অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [যাহা তিনি দর্শন করিবেন,]' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও [তাহার সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-প্রসিদ্ধি, তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃস্বরূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা বিজ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে। এই জন্যই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানটী ধাত্বর্থ ('জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ—জন্য জ্ঞান নহে; কারণ, ঐ জ্ঞান কখনই ক্রিয়াস্বরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকসাধ্য ক্রিয়াত্মক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; এবং তাহা কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধ্য ধাত্বর্থই নয়, তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে না।১২

এই কারণেই ব্রহ্ম জ্ঞানকর্ত্তাও নহে; এবং সেই কারণেই ব্রহ্ম কখনই জ্ঞানশব্দের বাচ্যার্থও নহে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞান-শব্দের বাচ্যার্থ না হইলেও, [বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত] চিদাভাস-বাচক বুদ্ধির ধর্ম্মবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষরূপ-বাচক জ্ঞান-শব্দে উক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্তু জ্ঞান শব্দের বাচ্য হয় না; কারণ, শব্দ-ব্যবহারের কারণীভূত জাতিপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মই তাহাতে নাই (১)। 'সত্য' শব্দেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায়। ব্রহ্ম স্বভাবতই সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্মবিরহিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বাহ্যসত্তাবিষয়ক 'সত্যং ব্রহ্ম'

---

(১) তাৎপর্য্য—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্বরূপ।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, জ্ঞান বস্তুটা ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে। অথচ জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুভবসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসিদ্ধও বটে। এই জন্য বলিতে হয় যে, জ্ঞান বস্তুতঃ নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। কিন্তু নির্ম্মল বুদ্ধি-দর্পণেই জ্ঞানের প্রতিবিম্ব হয়, অন্যত্র হয় না। বিভিন্ন কারণে বুদ্ধিতে নানাপ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও বিনষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রতিবিম্বেরও উদয় ও অস্ত হয়, এই কারণে আত্মচৈতন্যোদ্ভাসিত সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান নামে ব্যবহার করা হয় মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তির উদয় ও বিনাশকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানেরও উৎপত্তি-বিনাশ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞানের কিন্তু উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞানের নিত্যত্ব স্থাপন করিতেছেন।

বাক্যের 'সত্য' শব্দেও লক্ষণা দ্বারাই ব্রহ্মকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম কখনই 'সত্য' শব্দের বাচ্যার্থ হন না। এই ভাবে সত্যাদি শব্দ (সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ শব্দ) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি শব্দের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থের লক্ষণও হইয়া থাকে। এই কারণেই 'বাক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে,' 'অনিরুক্ত (যাহাকে শব্দে প্রকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব ও নীলোৎপলাদি শব্দের ন্যায় অবাক্যার্থত্ব (বাক্যার্থ নহে), কথিত আছে, তাহাও সিদ্ধ হইল॥১৩

যথোক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রহ্মকে যিনি জানেন—; [ব্রহ্ম কিপ্রকার, তাহা বলা হইতেছে—তিনি] গুহাতে নিহিত—স্থিত। 'গুহা' পদটী আবরণার্থক 'গুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উহার অর্থ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই পদার্থত্রয় যাহাতে নিগূঢ় থাকে, সেই বুদ্ধি হইতেছে—গুহা; অথবা ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থদ্বয় যাহাতে নিগূঢ়, তাহা গুহা। সেই গুহাত্মক পরম—উৎকৃষ্ট ব্যোমে—অব্যাকৃত (সূক্ষ্ম) আকাশে [নিহিত]। 'হে গার্গি, এই অক্ষরে আকাশ [ওতপ্রোত আছে]' এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শব্দের সন্নিধানে থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, উহাই পরম ব্যোম; অথবা 'গুহা' ও 'ব্যোম' শব্দের সামানাধিকরণ্যরূপে অর্থাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্যভাবে প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে, অব্যাকৃত আকাশই এখানে গুহাপদের অর্থ; তাহাতেও ত্রৈকালিক সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না, উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর; ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বস্তুতঃ হৃদয়াকাশই পরম ব্যোম হওয়া ন্যায্য; কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থই বিবক্ষিত। 'পুরুষের বাহিরে যে আকাশ, আর দেহাভ্যন্তরে যে আকাশ, এবং পুরুষের হৃদয়মধ্যেও যে আকাশ' এই অপর শ্রুতি হইতেও ব্যোমের পরমত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রমাণিত হয়। সেই হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপ যে গুহা, তন্মধ্যে নিহিত ব্রহ্মই স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপেও নির্বিশেষ ব্রহ্মের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪

এবংবিধ সেই ব্রহ্মকে জানিলে কি হয়, তাহা বলিতেছেন—সে লোক সমস্ত কাম্য বিষয় নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া থাকে। তবে কি সে আমাদেরই পুত্র—পর্য্যায়ক্রমে অন্ন ও স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই আশঙ্কায়

বলিতেছেন যে, না—ক্রমে নয়, যুগপৎ—একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষয়—সূর্য্যালোকের ন্যায় বিতত ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি দ্বারা [ভোগ করে]। 'সত্যং জ্ঞানম্' বাক্যে আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 'ব্রহ্মণা সহ' এই বাক্যেও সেই কথাই বলা হইতেছে। সম্যভাবাপন্ন বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মরূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায় আত্মার উপাধিকৃত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাংসারিক জীবগণ যেরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ই পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, বিদ্বানের ভোগ সেরূপ পর্য্যায়ক্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্তপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাত্মস্বরূপে ধর্ম্মাদি কোন নিমিত্তের ও চক্ষুরাদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য না লইয়া একই সঙ্গে সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ অর্থ—মেধাবী—সর্ব্বজ্ঞ; কেননা, সর্ব্বজ্ঞতাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে ভোগ করেন। মন্ত্রের সমাপ্তি সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।১।

'ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন), এইবাক্যেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ সূত্রাকারে অভিহিত হইয়াছে। এখন সেই সূত্রিত অর্থেরই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা আবশ্যক, এই উদ্দেশ্যে তাহারই বৃত্তি-স্থানীয় ; ব্যাখ্যাস্থানীয় পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা বলা হইতেছে—জগতে তিনপ্রকার আনন্ত্য দেখিতে পাওয়া যায়—এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, তৃতীয় বস্তুঘটিত। যেমন—দেশঘটিত অনন্ত—আকাশ; কেননা, কোন স্থান দ্বারাই আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয় না; কিন্তু কাল ও বস্তু দ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন হয়; কারণ? যেহেতু আকাশ কার্য্য বা জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থমাত্রই কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; ব্রহ্ম অকার্য্য বস্তু, অতএব কালদ্বারাও ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত। সেইরূপ বস্তু দ্বারাও ব্রহ্ম অনন্ত। বস্তু দ্বারা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্ম কোন বস্তু হইতেই অন্য বা পৃথক্ নহে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্তু অপর বস্তুর অন্ত বা পরিচ্ছেদকারী হইয়া থাকে, কারণ, বস্তুগত ভেদবুদ্ধিই তদ্রূপে সম্ভাবিত অপর বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ভেদ যদি বিদ্যমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই

এক বস্তুবিষয়ক বুদ্ধি অপর বস্তু হইতে ফিরিয়া আইসে—পরস্পরের পার্থক্য প্রমাণ করিয়া থাকে। যে বস্তু-বুদ্ধি যে বস্তু হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে, সেই বস্তুটীই উহার অন্ত বা পরিচ্ছেদক (সীমা)। যেমন গোত্ববুদ্ধি অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়, এইজন্য অশ্বই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্থাপক; ভিন্ন বস্তুতেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয়; ব্রহ্মের ত সেরূপ কোনও বস্তু-ভেদ নাই; অতএব ব্রহ্মের বস্তুঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ হইতেছে।১৬

ভাল, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার অপরিচ্ছিন্নতা—দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা আনন্ত্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বস্তুর কারণ—কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুরও একমাত্র কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। ভাল, [ব্রহ্ম যদি কারণই হয়, তাহা হইলে ত] কার্য্য বা ব্রহ্মজন্য বস্তুদ্বারাও তাহার অন্তবত্ত্ব হইতে পারে? [কেন না, কার্য্য ও কারণ ত স্বভাবতই ভিন্ন;] ভিন্ন বলিয়াই কার্য্য দ্বারা কারণভূত ব্রহ্মের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, কার্য্য বা জন্য পদার্থ-মাত্রই অনৃত (মিথ্যা)। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। যেহেতু অপর শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে—'মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য অর্থ ই বাক্যারব্ধ নামমাত্র; মৃত্তিকাই সত্য', এইরূপে একমাত্র সতেরই সত্যতা অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব ব্রহ্ম যখন আকাশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সান্ত নহেন; সুতরাং

---

(১) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শঙ্করের মতে কারণের অতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু নাই; কোন কার্য্যেরই কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাপ্রকার কার্য্যনামে পরিচিত হয়। নাম ও আকৃতিই কার্য্যের নিজস্ব; প্রকৃত সত্তাটুকু কারণের। সেই কারণেই, কার্য্য যত প্রকারই হউক না কেন, তাহার সর্ব্বত্রই কারণভাব প্রতীত হয়। যেমন—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যত পদার্থ আছে, তাহার নাম ও আকৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই প্রতীতি হয় না। এই জন্য শ্রুতি কার্য্যমাত্রকেই 'বাচারম্ভণ' (বাক্যারব্ধ) বলিয়া উহার কারণকেই সত্য ('মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখানেও সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মকার্য্য; সুতরাং জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই; সত্তা নাই বলিয়াই জগৎ অসত্য—অনৃত; অনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তুরই বিভাগ বা সীমা সাধিত হইতে পারে না।

অনন্ত। কেননা, কোন দেশে বা কোন স্থানেই অন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও জগতে অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন ব্রহ্মে নিশ্চয়ই দৈশিক আনন্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশঘটিত আনন্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপ কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কালদ্বারাও আত্মার অন্ত হয় না;—সুতরাং অনন্ত, এবং তদ্ভিন্ন কোন বস্তু না থাকায় বস্তু দ্বারাও সান্ত নহে (অনন্ত)। এই সমুদয় কারণে একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য।১৭

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতস্মাৎ' (ইহা হইতে) এই মন্ত্রবাক্যে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তস্মাৎ' (তাহা হইতে) এই শব্দেও সেই মূলশ্রুতি-সূচিত ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। প্রথমে ব্রাহ্মণবাক্যে যে ব্রহ্ম সূত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' এইরূপ লক্ষণ অভিহিত হইবে, সেই এই আত্ম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে—'তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা' এই শ্রুত্যন্তর হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা; সুতরাং ব্রহ্মও আত্মা একই বস্তু। সেই এই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সম্ভূত (উৎপন্ন) হইল। আকাশ অর্থ মূর্ত্ত বা পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশপ্রদাতা শব্দগুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম বস্তু। সেই আকাশ হইতে আকাশ-গত শব্দগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুণ সহযোগে গুণদ্বয়সম্পন্ন বায়ু উৎপন্ন হইল। [মূলশ্রুতির] 'সম্ভূতঃ' শব্দটীর সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি হইবে। বায়ু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্দ ও স্পর্শগুণের সহিত ত্রিগুণাত্মক অগ্নি (তেজঃ) সম্ভূত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুণ রস এবং পূর্ব্বোক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন হইল। পৃথিবীর নিজস্ব গুণ একমাত্র গন্ধ, আর পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে প্রাপ্ত গুণ হইতেছে চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এইরূপে স্বকীয় ও পরকীয় গুণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে।

উক্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ (তৃণলতা প্রভৃতি), ওষধিসমূহ হইতে অন্ন (খাদ্য শস্য), এবং শুক্ররূপে পরিণত সেই অন্ন হইতে হস্তমস্তকাদি আকৃতি সম্পন্ন পুরুষ (জীবদেহ) প্রাদুর্ভূত হইল।১৮

সেই এই পুরুষ হইতেছে অন্নরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার বা পরিণাম ; কেন না, হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের বীজস্বরূপ রেতঃ (শুক্র) সম্ভূত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই হইয়া থাকে ; কেন না, জায়মান সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বত্রই জনকের আকৃতিতুল্য আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা, অবিশেষে প্রাণিদেহমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ব্রহ্মবংশীয়, তখন কেবল পুরুষের (মানুষের) কথাই বলা হইল কেন ? [উত্তর,] যে হেতু প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান। কিরূপ প্রাধান্য ? কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকারই উহাদের প্রাধান্য। উপযুক্ত শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও জ্ঞানানুশীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী ; এবং 'পুরুষেই (মনুষ্যেই) আত্মা পরিস্ফুট ; কেন না, 'পুরুষই উত্তম বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিজ্ঞাত বিষয় বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং নশ্বর জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন করে। পুরুষ এইরূপ উৎসর্ষ-সম্পন্ন; আর তদ্ভিন্ন পশুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদি বিষয়েই কেবল বিশেষ জ্ঞান আছে, (অন্য বিষয়ে নাই)', ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছে।১৭

প্রাধান্যসম্পন্ন উক্ত পুরুষকে সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম (হৃদয়গত অন্তর্য্যামী) ব্রহ্মভাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট ; কিন্তু সেই পুরুষের বুদ্ধি সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাহ্য জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পন্ন; সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ্য বস্তু অবলম্বন না করিয়া সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে (পরমাত্মার দিকে) কিংবা নিরালম্বভাবে স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণে, শ্রুতিও 'শাখাচন্দ্র' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) প্রত্যক্ষীভূত শরীর ও আত্মার সাধর্ম্য

---

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র' দর্শন ন্যায়টী এইরূপ—যে লোক চন্দ্র চেনে না, তাহাকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, সহসা প্রকৃত চন্দ্র দেখাইলে তাহার পক্ষে চন্দ্র চেনা কঠিন হয়; এই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকেরা ঐরূপ লোককে চন্দ্র দেখাইবার সময় এইরূপ একটী কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়া সেই দিকে তাহার চক্ষুঃ সংযোগ ঘটায় ;

কল্পনা দ্বারা বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্যেদমেব শিরঃ' ইত্যাদি।২০

সেই এই অন্নরসময় পুরুষের ইহাই—প্রসিদ্ধ শিরই শির। পরবর্ত্তী 'প্রাণময়' প্রভৃতি স্থানে, প্রসিদ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির নহে, সেই সমুদয় পদার্থকে 'শিরঃ' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও সেইরূপ শঙ্কা হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এখানে বিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক "ইদমেব শিরঃ" বলা হইল। পক্ষ প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাভিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে দক্ষিণ পক্ষ (পাখা); এই সব্য (বাম) বাহু হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। এই মধ্যম অর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্মা (প্রধান)। অন্য শ্রুতিতে আছে—'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্মা'। ইহা—নাভির অধোভাগবর্ত্তী যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ। প্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছসদৃশ; নীচের দিকে লম্বমান থাকাই উভয়ের সাদৃশ্য; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা গলিত তাম্র যেমন বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্ত্তী মনোময় প্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে হইবে। অন্নময় আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে এই ব্রাহ্মণ-শ্রুতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্বিষয়ে এই শ্লোকও অর্থাৎ এই মন্ত্রটীও পঠিত আছে ॥১॥২৮॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥

পরে সেই বৃক্ষের একরূপ একটী শাখা দেখায়, যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শাখার দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির হইলে, বিজ্ঞ লোকটী বলিয়া দেন যে, ঐ দেখ, ঐ শাখার উপর যে বৃহৎ উজ্জ্বল বস্তুটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চন্দ্র। এইরূপে অজ্ঞলোককে হঠাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মদর্শন করান অসম্ভব বলিয়া শ্রুতি প্রথমতঃ পরিশেষভাবে আত্মার উপদেশ দিতেছেন।

দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে। অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ১॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥ ২॥

সরলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [প্রজাঃ] পৃথিবীং শ্রিতাঃ (পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্ব্বাঃ] প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (অদনীয়াৎ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শস্যাদেঃ) বৈ (এব) প্রজায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অথ (উৎপত্ত্যনন্তরং) অন্নেন এব জীবন্তি; অথ (অনন্তরং) অন্ততঃ (অন্তে—বিনাশকালে) এনৎ (অন্নং) অপিযন্তি (অন্নে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্থঃ)। হি (যতঃ) অন্নং ভূতানাং (চতুর্ব্বিধপ্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং—প্রথমজম্); তস্মাৎ (জ্যেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ) সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। যে (জনাঃ) অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নম্ উপাসতে), তে বৈ সর্ব্বং অন্নম্ আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি (যস্মাৎ) অন্নং ভূতানাং (প্রাণিনাং) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং), তস্মাৎ [অন্নং] সর্ব্বৌষধম্ উচ্যতে। [ব্রহ্মবৎ অন্নস্যাপি উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বম্ উপাস্যত্ব-কারণমুচ্যতে]। অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে; জাতানি চ অন্নেন (ভুক্তেন) বর্দ্ধন্তে।

[যৎ] অদ্যতে (ভক্ষ্যতে) [ভূতৈঃ], [অন্নং কর্ত্তৃ] ভূতানি চ অত্তি (স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে), তস্মাৎ (ভোজ্যত্বাৎ ভোক্তৃত্বাচ্চ হেতোঃ) তৎ অন্নং উচ্যতে (অন্নশব্দেনাভিধীয়তে); ইতি (ইতিশব্দঃ পঞ্চসু কোশেষু প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ)।

[ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্তুমুপক্রমতে 'তস্মাৎ' ইত্যাদি।] তস্মাৎ এতস্মাৎ (অনন্তরোক্তাৎ) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসপরিণামভূতাৎ অন্নময়কোশাৎ) অন্যঃ (পৃথগ্‌ভূতঃ) অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ—সূক্ষ্মঃ) আত্মা (আত্মশব্দবাচ্যঃ) প্রাণময়ঃ (প্রাণঃ বায়ুভেদঃ, তন্ময়ঃ) [অস্তি]। তেন (প্রাণময়েন আত্মনা) এষঃ (স্থূলো দেহঃ) পূর্ণঃ (বায়ুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)। সঃ বৈ এষঃ (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) (শিরঃপক্ষাদিবিশিষ্টঃ) এব। তস্য (অন্নময়স্য) পুরুষবিধতাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু (পশ্চাৎ—তদনুসারেণ) অয়ং (প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মূষানিষিক্তগলিত-তাম্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ। [পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামনুসৃত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ]। [ইদানীং পুরুষবিধত্বং প্রপঞ্চ্যতে—] তস্য (প্রাণময়স্য) প্রাণঃ (ঊর্দ্ধগামী বায়ুঃ) এব শিরঃ (ঊর্দ্ধগতত্বাৎ মস্তকবৎ); ব্যানঃ (শরীরব্যাপী বায়ুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অপানঃ (অধোগামী বায়ুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; আকাশঃ (সমানাখ্যঃ বায়ুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ); পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য স্থিতিহেতুত্বাৎ পুচ্ছমিব ইত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥২৯॥

মূলানুবাদ—পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রজা অর্থাৎ জন্মশীল প্রাণী আছে, সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে—শুক্ররূপে পরিণত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং অন্তকালে সেই অন্নেই বিলীন হইয়া থাকে। যেহেতু অন্নই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি সমস্ত দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। যাহারা অন্ন-ব্রহ্মের (ব্রহ্মবুদ্ধিতে অন্নের) উপাসনা করেন, তাহারা সমস্ত অন্ন (ভোগ্য বস্তু) প্রাপ্ত হন। অন্নই সর্ব্বভূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ); সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহব্যাধি প্রশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে।

অন্ন হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণী জন্মলাভ করে; জন্মের পর অন্ন দ্বারাই [সেই সমুদয় প্রাণী] বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অন্নও আবার প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে); এই কারণে [ভক্ষ্য দ্রব্যকে] 'অন্ন' বলা হইা থাকে ইতি।

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা অভ্যন্তর অপর আত্মা আছে, তাহার নাম প্রাণময় (প্রাণময় কোশ)। সেই প্রাণময় আত্মা দ্বারা এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ (পুরুষদেহের ন্যায় হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন)। সেই অন্নময়ের আকৃতি অনুসারেই ইহা (প্রাণময়) পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি। [বিশেষ এই যে,] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ-মধ্যভাগ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-সাধন পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী দ্বিতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্নাদ্রসাদিভাবপরিণতাৎ, বৈ ইতি স্মরণার্থঃ; প্রজাঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকাঃ, প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ অবিশিষ্টাঃ পৃথিবীং শ্রিতাঃ পৃথিবীমাশ্রিতাঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ অন্নাদেব প্রজায়ন্তে। অথো অপি জাতাঃ অন্নেনৈব জীবন্তি প্রাণান্ ধারয়ন্তি বর্দ্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্নম্ অপিযন্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশব্দঃ প্রতিশব্দার্থে, অন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। অন্ততঃ অন্তে জীবনলক্ষণায়া বৃত্তেঃ পরিসমাপ্তৌ। কস্মাৎ? অন্নম্ হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং জ্যেষ্ঠং প্রথমজম্। অন্নময়াদীনাং হীতরেষাং ভূতানাং কারণমন্নম্; অতঃ অন্নপ্রভবা অন্নজীবনা অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। যস্মাচ্চৈবম্, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধং সর্ব্বপ্রাণিনাং দেহদাহপ্রশমনমন্নমুচ্যতে। ১

অন্নব্রহ্মবিদঃ ফলমুচ্যতে—সর্ব্বং বৈ তে সমস্তমন্নজাতম্ আপ্নুবন্তি। কে? যে অন্নং ব্রহ্ম যথোক্তমুপাসতে। কথম্? অন্নজোঽহমন্নাত্মান্নপ্রলয়োঽহম্,

তস্মাদন্নং ব্রহ্মেতি। কুতঃ পুনঃ সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিফলমন্নাত্মোপাসনমিতি? উচ্যতে,— অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। ভূতেভ্যঃ পূর্ব্বমুৎপন্নত্বাজ্জ্যেষ্ঠং, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে; তস্মাদুপপন্না সর্ব্বান্নাত্মোপাসকস্য সর্ব্বান্নপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে; জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে ইত্যুপসংহারার্থং পুনর্ব্বচনম্। ইদানীমন্ননির্ব্বচনমুচ্যতে—অদ্যতে ভুজ্যতে চৈব যদ্ভূতৈঃ অত্তি চ ভূতানি স্বয়ম্, তস্মাৎ ভূতৈর্ভুজ্যমানত্বাদ্ ভূতভোক্তৃত্বাচ্চ অন্নং তদুচ্যতে। ইতিশব্দঃ প্রথমকোশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ২

অন্নময়াদিভ্য আনন্দময়ান্তেভ্য আত্মভ্যোঽভ্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিদ্যয়া প্রত্যগাত্মত্বেন দিদর্শয়িষু শাস্ত্রম্ অবিদ্যাকৃত-পঞ্চকোষাপনয়নেন অনেকতুষকোদ্রববিতুষী-করণেনেব তণ্ডুলান্ প্রস্তৌতি—তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদিত্যাদি। তস্মাৎ বৈ এতস্মাদ্ যথোক্তাৎ অন্নরসময়াৎ পিণ্ডাদ্ অন্যঃ ব্যতিরিক্ত অন্তরোঽভ্যন্তরঃ আত্মা পিণ্ডবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মত্বেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ তৎপ্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এষঃ অন্নরসময় আত্মা পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। ৩

স বৈ এষ প্রাণময় আত্মা পুরুষবিধ এব পুরুষাকার এব শিরঃপক্ষাদিভিঃ। কিং স্বত এব? নেত্যাহ—প্রসিদ্ধং তাবদন্নরসময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধত্বম্; তস্য অন্নরসময়স্য পুরুষবিধতাং পুরুষাকারতাম্ অনু অয়ং প্রাণময়ঃ পুরুষবিধঃ মূষানিষিক্তপ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতা, তামনু উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতি, পূর্ব্বঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরোত্তরেণ পূর্ণঃ। ৪

কথং পুনঃ পুরুষবিধতা অস্যেতি? উচ্যতে,—তস্য প্রাণময়স্য প্রাণ এব শিরঃ— প্রাণময়স্য বায়ুবিকারস্য প্রাণঃ মুখনাসিকানিঃসরণো বৃত্তিবিশেষঃ শিরঃ ইতি পরিকল্প্যতে, বচনাৎ। সর্ব্বত্র বচনাদেব পক্ষাদিকল্পনা। ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা, য আকাশস্থো বৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, স আত্মেব আত্মা, প্রাণবৃত্ত্যধিকারাৎ। মধ্যস্থত্বাদ ইতরাঃ পর্য্যন্তা বৃত্তীরপেক্ষ্য আত্মা; "মধ্যং হ্যেষামঙ্গানামাত্মা" ইতি প্রসিদ্ধং মধ্যস্থস্যা-ত্মত্বম্। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী, স্থিতিহেতুত্বাৎ। "সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য" ইতি হি শ্রুত্যন্তরম্। অন্যথা উদানবৃত্ত্যা ঊর্দ্ধগমনং, গুরুত্বাৎ পতনং বা স্যাচ্ছরীরস্য। তস্মাৎ পৃথিবী-দেবতা পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা প্রাণময়স্যাত্মনঃ। তৎ তস্মিন্নেবার্থে প্রাণময়াত্মবিষয়ে এষ শ্লোকো ভবতি॥ ২॥ ২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকভাষ্যম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতির 'বৈ' শব্দটী স্মরণার্থক; অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্মারক। রসরুধিরাদিভাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা (প্রাণী) উৎপন্ন হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমুৎপন্ন হয়। জাত হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে—প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; এবং অন্তকালে—জীবনের পরিসমাপ্তিদশায় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ অন্নাভিমুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু অন্নই ভূতসমূহের—প্রাণিগণের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ। অভিপ্রায় এই যে, অন্নই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের কারণ; সমস্ত প্রজাই অন্নপ্রভব, অন্নজীবী ও অন্নপ্রলয় (অন্নেতে বিলয়নশীল)। যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর দেহগত সন্তাপের প্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দেহক্লেশনিবৃত্তির উপায়) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।১

অতঃপর অন্নকে যাহারা ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহাদের ফল বলা হইতেছে—তাহারা সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। কাহারা? যাহারা যথোক্তপ্রকারে অন্নকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি অন্ন হইতে জাত, অন্নাত্মক এবং অন্নেই বিলয়শীল; সেই হেতু অন্নই ব্রহ্ম, এই প্রকারে উপাসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অন্নাত্মোপাসনায় সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্ন সর্ব্বভূতের প্রথমোৎপন্নত্বনিবন্ধন সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে; এবং সেই হেতুই অন্ন-ব্রহ্মোপাসকের সর্ব্বান্নপ্রাপ্তি ফললাভও উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বকথার উপসংহারার্থই 'অন্নাৎ ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন বর্দ্ধন্তে" এই বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এখন অন্ন শব্দের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ) বলা হইতেছে—যেহেতু প্রাণিগণকর্ত্তৃক ভুক্ত হয়, এবং নিজেও

---

(১) তাৎপর্য্য- দেহ যে অন্নরসময়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে।, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে--অস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমঃ, তৎ মাংসং যোঽণিষ্ঠঃ, তৎ মনঃ" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য - ৬।৫।১)

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্নের স্থূল ভাগ বিষ্ঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংসরূপে, এবং সূক্ষ্ম ভাগ মনের পুষ্টিকররূপে পরিণত হয়। অন্নগত তেজোভাগেরও এইরূপ ত্রিবিধ পরিণাম হয়।

(২) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি অন্ন হইতেও এই স্থূল দেহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্ম ও অন্নের মধ্যে এই প্রকার সাদৃশ্য থাকায় অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু—প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়া এবং প্রাণিগণকেও ভোগ করে বলিয়া, ভক্ষ্য দ্রব্য অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রথম কোশের (অন্নময় কোশের) পরিসমাপ্তি সূচনার্থ—'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (৩)।২

অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে এক একটী তুষ অপসারণ করিয়া যেরূপ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়পর্য্যন্ত যে পাঁচটী কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে সমুদয় আত্মা হইতেও অন্তরতম (অভ্যন্তরবর্ত্তী) ব্রহ্মকে (জীবকে) বিদ্যা-সাহায্যে অবিদ্যাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছে। যথোক্তপ্রকার সেই এই যে, অন্নরসময় দেহপিণ্ড (অন্নময় কোশ), তাহা হইতে আরও অভ্যন্তরবর্ত্তী আর একটী আত্মা—প্রাণময় কোশ, যাহা অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মস্বরূপে পরিকল্পিত (৪)। প্রাণ অর্থ—বায়ু, যাহা তন্ময় বায়ুপ্রায় অর্থাৎ একপ্রকার বায়ুই, তাহার নাম প্রাণময়। দৃতি (কর্ম্মকারের ভস্ত্রা নামক যন্ত্র) যেমন বায়ুদ্বারা পূর্ণ থাকে, তদ্রূপ উক্ত অন্নময় কোশও এই প্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ।৩

---

(৩) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশের উল্লেখ আছে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া অন্নময়াদির 'কোশ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন—"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধি-রানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥" (পঞ্চদশী)।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোশ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাহার খাপ। আবরক খাপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিপথে পড়ে না, তেমনি আত্মাও উক্ত অন্নময়াদি আবরণে আবৃত থাকায় অমার্জ্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না; কাজেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপও জানিতে পারাযায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অসংসারী আত্মা আপনাকে সংসারী বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধি লোক স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, তদপেক্ষা সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক প্রাণকে আত্মা মনে করে; এইরূপে বুদ্ধির বিকাশানুসারে কেহ মনকে, কেহ বুদ্ধিকে, কেহ বা আনন্দময় কোশকে আত্মা বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় কেহই জানিতে পারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়া উহারা কোশ নামে উক্ত হইয়া থাকে।

(৪) তাৎপর্য্য—অন্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আত্মা না হইলেও, অজ্ঞান বশতঃ সংসারীলোক কোশকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে; এই কারণে উপনিষদে এই কোশগুলি 'আত্মা' শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

সেই এই প্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্থাৎ শির ও পক্ষাদি অবয়বযোগে পুরুষাকারই বটে। স্বভাবতই কি? অর্থাৎ উক্ত প্রাণময় কোশটীকি স্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন? না, তাহা নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, অন্নরসময় (অন্নময় কোশরূপ) আত্মার যে, পুরুষবিধতা, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধতা অনুসারেই মূষানিষিক্ত (ছাঁচে ঢালা) গলিত তাম্রের ন্যায় এই প্রাণময় কোশও পুরুষ-বিধ; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্যত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার পুরুষবিধতা লইয়াই পর পর আত্মা (কোশ) পুরুষবিধ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশ-গুলি পরবর্ত্তী কোশসমূহ দ্বারা পূর্ণ বা আবৃত।৪

ভাল, এই প্রাণময় আত্মার পুরুষবিধতা কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? হাঁ, বলা যাইতেছে—সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ, উক্ত বায়ু-পরিণাম প্রাণময় কোশের যে, মুখ ও নাসিকাপথে নির্গমনশীল বৃত্তিবিশেষ (প্রাণবায়ু), তাহাই তাহার শিরঃ বলিয়া কল্পিত হয়; কারণ, শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে শ্রুতিবচনানুসারেই সর্ব্বত্র পক্ষাদি পরিকল্পনা বুঝিতে হইবে। প্রাণের ব্যাননামক বৃত্তিটী তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ; আর আকাশ তাহার আত্মা। এখানে প্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, তাহাই ইহার আত্মা অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষায় এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্ত্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবর্ত্তী' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবর্ত্তিত্ব প্রসিদ্ধ আছে। পৃথিবী ইহার স্থিতিসাধন পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী অর্থ—দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবতা; কেননা, উহাই প্রাণস্থিতির হেতু। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই পৃথিবীদেবতা পুরুষের (দেহের) অপান বায়ুকে ভর করিয়া' ইত্যাদি। পৃথিবীদেবতা শরীরের বিধারক না হইলে, হয় উর্দ্ধগামী উদানবায়ু দ্বারা উহা উর্দ্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃপতিত হইত। সেই হেতু পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুচ্ছ-স্থানীয়। উক্ত অর্থেই অর্থাৎ প্রাণময় আত্মার সম্বন্ধেই এইরূপ একটী শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১॥২৯॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লীর দ্বিতীয় অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥২॥

তৃতীয়োঽনুবাকঃ।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে। সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [ইদানীং প্রাণোপাসনায়াঃ ফলকথনপূর্ব্বকং মনোময়-কোশস্বরূপমুচ্যতে—"প্রাণং দেবাঃ" ইত্যাদিনা]। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণম্ (প্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণন্তি (তৎপ্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি)। তথা যে মনুষ্যাঃ পশবঃ চ, [তে ঽপি প্রাণম্ অনু প্রাণন্তীতি শেষঃ]। হি (যস্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম্) আয়ুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ), তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষং (সর্ব্বেষাম্ আয়ুঃ, সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষম্) উচ্যতে (কথ্যতে, পণ্ডিতৈঃ) যে (জনাঃ) প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে (প্রাণমেব ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাসতে), তে (উপাসকাঃ) সর্ব্বং (সম্পূর্ণং) এব আয়ুঃ (শতবর্ষমিতং) যন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। হি যস্মাৎ হেতোঃ) প্রাণঃ ভূতানাম্ আয়ুঃ, তস্মাৎ হেতোঃ সর্ব্বায়ুষম্ উচ্যতে ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য (অন্নময়স্য) এষঃ এব শারীরঃ আত্মা। [কঃ?] যঃ (প্রাণময়ঃ)।

তস্মাৎ এতস্মাৎ (প্রাণময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা ---মনোময়ঃ। তেন (মনোময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ (ব্যাপ্তঃ)। স এষ বৈ পুরুষবিধঃ (পুরুষাকারঃ) এব। তস্য (প্রাণময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু (তস্য পুরুষ-

বিধত্বৈবে) অয়ং (মনোময়ঃ) পুরুষবিধঃ। যজুঃ (যজুর্মন্ত্রঃ) এব তস্য শিরঃ; ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সাম উত্তরঃ পক্ষঃ; আদেশঃ (ব্রাহ্মণভাগঃ) আত্মা (দেহমধ্যভাগঃ); অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্ (পুচ্ছমিব)। তৎ (তত্র বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩০।

মূলানুবাদ। এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দ্দেশপূর্ব্বক মনোময় কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি। দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) প্রাণময় কোশের অনুগত থাকিয়া প্রাণন করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, [তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে]। যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিগণের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার নিদান, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। তাহারা সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসনা করে। যে হেতু প্রাণই সর্ব্বভূতের আয়ুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। এইযে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বকথিত অন্নময়ের শারীর (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা।

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্য একটী আত্মা আছে, তাহার নাম মনোময়। তাহা দ্বারা এই স্থূল দেহ পূর্ণ। সেই এই মনোময় আত্মাও পুরুষাকৃতিই বটে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধতা। যজুর্মন্ত্রই তাহার শির; ঋক্‌মন্ত্র তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাংশ তাহার আত্মা (দেহমধ্যভাগ), এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ (পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটী আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্ন্যাদয়ঃ দেবাঃ প্রাণং বায়্বাত্মানং প্রাণনশক্তিমন্তম্ অনু তদাত্মভূতাঃ সন্তঃ প্রাণন্তি প্রাণনকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি—প্রাণনক্রিয়য়া ক্রিয়াবন্তো ভবন্তি। অধ্যাত্মাধিকারাৎ দেবা ইন্দ্রিয়াণি, প্রাণম্ অনু প্রাণন্তি মুখ্যপ্রাণমনু চেষ্টন্ত ইতি বা। তথা মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, তে

প্রাণনকর্ম্মণৈব চেষ্টাবন্তো ভবন্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈব পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা আত্মবন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতর্হি? তদন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্ব্বপিণ্ডব্যাপিনা আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়াদিভিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপিভিঃ উত্তরোত্তরৈঃ সূক্ষ্মৈরানন্দময়ান্তৈরাকাশাদিভূতারব্ধৈরবিদ্যাকৃতৈঃ আত্মবন্তঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশাদিকারণেন নিত্যেনাবিকৃতেন সর্ব্বগতেন সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণেন পঞ্চকোশাতিগেন সর্ব্বাত্মনা আত্মবন্তঃ। স হি পরমার্থত আত্মা সর্ব্বেষামিত্যেতদর্থাদুক্তং ভবতি।১

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তীত্যাদ্যুক্তম্, তৎ কস্মাদিত্যাহ—প্রাণং হি যস্মাদ্ ভূতানাং প্রাণিনামায়ুঃ জীবনম্, "যাবদ্ধ্যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদেবায়ুঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষম্, সর্ব্বেষামায়ুঃ সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষমিত্যুচ্যতে; প্রাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে সর্ব্বায়ুষ্ট্বং প্রাণস্য। অতঃ অস্মাদ্বাহ্যাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাত্মনোঽপক্রম্য অন্তঃ সাধারণং প্রাণময়মাত্মানং ব্রহ্মোপাসতে যে—'অহমস্মি প্রাণঃ সর্ব্বভূতানামাত্মা আয়ুঃ জীবনহেতুত্বাৎ'ইতি, তে সর্ব্বমেবায়ুরস্মিন্ লোকে যন্তি; নাপমৃত্যুনা ম্রিয়ন্তে প্রাক্প্রাপ্তাদায়ুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্ষাণীতি তু যুক্তম্, "সর্ব্বমায়ুরেতি" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। কিং কারণম্? প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে ইতি। যো যদ্‌গুণকং ব্রহ্মোপাস্তে, স তদ্‌গুণভাগ্ ভবতীতি বিদ্যাফলপ্রাপ্তের্হেত্বর্থং পুনর্ব্বচনম্ প্রাণো হীত্যাদি। ২

তস্য পূর্ব্বস্যান্নময়স্য এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ—শারীর আত্মা। কঃ? য এষঃ প্রাণময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদ্যুক্তার্থমন্যৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। মন ইতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তন্ময়ঃ মনোময়ঃ। সোঽয়ং প্রাণময়স্যাভ্যন্তর আত্মা। তস্য যজুরেব শিরঃ। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো মন্ত্রবিশেষঃ; তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশব্দঃ, তস্য শিরস্ত্বং প্রাধান্যাৎ। প্রাধান্যঞ্চ যাগাদৌ সন্নিপত্যোপকারকত্বাৎ; যজুষা হি হবির্দীয়তে স্বাহাকারাদিনা। বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্ব্বত্র। ৩

মনসো হি স্থানপ্রযত্ননাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্পাত্মিকা তদ্ভাবিতা বৃত্তিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বারা যজুঃসঙ্কেতেন বিশিষ্টা যজুরিত্যুচ্যতে। এবং ঋক্, সাম চ। এবঞ্চ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাণাম্, বৃত্তিরেবাবর্ত্ত্যত ইতি মানসো জপ উপপদ্যতে। অন্যথা অবিষয়ত্বান্মন্ত্রো নাবর্ত্তয়িতুং শক্যঃ ঘটাদিবৎ, ইতি মানসো জপো নোপপদ্যতে। মন্ত্রাবৃত্তিশ্চোদ্যতে বহুশঃ কর্ম্মসু ৪

অক্ষরবিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ; ন; মুখ্যার্থাসম্ভবাৎ। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্"ইতি ঋগাবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। তত্র ঋচঃ অবিষয়ত্বে তদ্বিষয়স্মৃত্যাবৃত্ত্যা মন্ত্রাবৃত্তৌ চ ক্রিয়মাণায়াং "ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ" ইতি ঋগাবৃত্তির্মুখ্যোঽর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্যাৎ। তস্মান্মনোবৃত্ত্যুপাধিপরিচ্ছিন্নং মনোবৃত্তিনিষ্ঠমাত্মচৈতন্যমনাদিনিধনং যজুঃশব্দবাচ্যম্ আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রা ইতি। ৪

এবং চ নিত্যত্বোপপত্তির্বেদানাম্। অন্যথাবিষয়ত্বে রূপাদিবদনিত্যত্বং চ স্যাৎ; নৈতদ্যুক্তম্। "সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি, স মানসীন আত্মা"ইতি চ শ্রুতির্নিত্যাত্মনৈকত্বং ব্রুবতী ঋগাদীনাং নিত্যত্বে সমঞ্জসা স্যাৎ। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ"ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি। অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা ব্রাহ্মণং চ শান্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি মনোময়াত্মপ্রকাশকঃ পূর্ব্ববৎ॥ ১॥ ৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-তৃতীয়ানুবাকভাষ্যম্॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ। 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি' ইত্যাদি। অগ্নি-প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পন্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া—প্রাণাত্মভূত হইয়া প্রাণন করে—প্রাণন ক্রিয়া করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়াযুক্ত হয়। অথবা ইহা অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা; এইজন্য দেব অর্থ ইন্দ্রিয়গণ; তাহারা মুখ্য প্রাণের (পঞ্চবৃত্তি প্রাণের) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা দ্বারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণিগণ যে, কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্মা দ্বারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে; তবে কি? না, সেই অন্নময়ের অন্তঃস্থিত সর্ব্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মনুষ্যগণ আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোশের ব্যাপকীভূত আকাশাদি পঞ্চভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত অবিদ্যাকল্পিত পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম কোশসমূহ দ্বারা সমস্ত প্রাণিই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ সকলেই আকাশাদিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্ব্বিকার ও সর্ব্বাত্মক সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্ম বস্তু দ্বারাও আত্মবান্ হইয়া থাকে; কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেই সত্য জ্ঞান অনন্ত বস্তুই সর্ব্বভূতের আত্মা—ইহাও উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। ১

দেবগণ প্রাণের অনুগতভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উক্ত হইয়াছে। তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু প্রাণই ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন; কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'প্রাণ যে পর্য্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাবৎকালই আয়ুঃ (জীবন) ইতি। সেই হেতুই প্রাণকে 'সর্ব্বায়ুষ' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বায়ুষ অর্থ—সর্ব্বের (সকলের) আয়ুঃ—সর্ব্বায়ুঃ, সর্ব্বায়ুই 'সর্ব্বায়ুষ' [স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়]। কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা। অতএব প্রাণের সর্ব্বায়ুষভাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে। অতএব যাহারা প্রত্যেক-পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহ্য অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ সাধারণ প্রাণময় আত্মাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে—'আমি হইতেছি সর্ব্বভূতের আত্মা আয়ুঃ—জীবনের হেতুভূত প্রাণ' এইরূপে চিন্তা করে, তাহারা ইহলোকে সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হয়; কখনও প্রাপ্ত আয়ুর পূর্ব্বে অপমৃত্যু লাভ করে না; তাহারা পূর্ব্বলব্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। 'সর্ব্বম্ আয়ুঃ এতি' এইরূপ শ্রুতিপ্রসিদ্ধি থাকায়, এখানে 'সর্ব্ব আয়ুঃ' শব্দে শত বর্ষ আয়ুঃ অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। [ঐরূপ আয়ুপ্রাপ্তির] কারণ কি? যেহেতু প্রাণই সমস্ত ভূতের আয়ু; সেইহেতু সর্ব্বায়ুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। [সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে,] যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া থাকে। বিদ্যাফলপ্রাপ্তির এই প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো হি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর—অন্নময় শরীরে অবস্থিত আত্মা। ইহা কে? না, এই যে প্রাণময় কোশ। "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ" ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা আছে, যাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের অভ্যন্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিয়তাক্ষর অর্থাৎ যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। এখানে যজুঃ শব্দটি ঐজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্ম্মেতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন এখানে উহার শিরোরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

যাগাদি কার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপকার-সাধকত্বই যজুর প্রাধান্যের কারণ, কেন না, যাগে স্বাহা প্রভৃতি যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অথবা শ্রুতির বচনানুসারেই সর্ব্বত্র ঐরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে, [উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই]। ৩

(বক্ষঃ ও কণ্ঠ প্রভৃতি) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ন, তজ্জনিত নাদ (ধ্বনি), উদাত্তাদি স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরূপ পদ ও পদ-সমষ্টিরূপ বাক্য বিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়, পশ্চাৎ ঐ মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে ; সেই মনোবৃত্তিই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজুঃ-সংকেত যুক্ত হইয়া 'যজুঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। ঋক্ ও সামের সম্বন্ধেও এই কথা।

এইরূপে দেখা যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে প্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তদ্বিষয়ে জপকরাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, মন্ত্রের মানস জপ স্থলে, মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না, পরন্তু মনোবৃত্তিরই আবৃত্তি হয় ; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃত্তিময় না হইত, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই সম্ভবপর হইত না ; কেননা, বাহ্য ঘট-পটাদির ন্যায় মন্ত্রাক্ষরেরও মনে মনে আবৃত্তি করা অসম্ভব ; কাজেই অক্ষরাত্মক মন্ত্রের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, মানস জপ কখনই সম্ভবপর হয় না। অথচ বহু কর্ম্মেই মন্ত্রের মানস জপের বিধান রহিয়াছে। ৪

যদি বল, ঐসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃত্তি অর্থ মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ স্মরণ

---

(১) তাৎপর্য্য—যজুঃ শব্দ সাধারণতঃ যজুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদের সহিত মনের এমন কি সম্বন্ধ আছে, যাহাতে যজুর্ব্বেদকে মনোময়ের শিরঃরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যদিও অন্যত্র যজুঃশব্দের যজুর্ব্বেদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনোবৃত্তিই উহার অর্থ। কিরূপে যে সে অর্থ সঙ্গত হয়, এখন তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—অন্যান্য শব্দোচ্চারণের ন্যায় যজুর্ম্মন্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ভ হয়—কণ্ঠ ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগ্নি দ্বারা প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আঘাতের ফলে প্রথমতঃ অস্ফুট নাদ (ধ্বনি) উৎপন্ন হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব্দ ও শব্দসংঘাতরূপ বাক্য সৃষ্টি করিতে হইবে ইত্যাদি। এই প্রকার মানসিক সঙ্কল্পের ফলে যজুর্ম্মন্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রসূত বলিয়াই এখানে যজুর্বিষয়ক মনোবৃত্তিকেই শ্রুতিতে 'যজুঃ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ মনোবৃত্তিকে মনোময় কোশের শিরোরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ স্থানে ঋক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্বিষয়ক মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মাত্র, কিন্তু মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব স্থলেও মন্ত্র শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয় না। দেখ, শ্রুতিতে আছে 'প্রথমা ঋকের তিনবার আবৃত্তি করিবে এবং শেষ ঋকেরও তিনবার আবৃত্তি করিবে।' এই স্থলে ঋকের তিনবার আবৃত্তির কথা আছে। এখন মানস জপের স্থলে মন্ত্রময় ঋকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রাক্ষরবিষয়ক কেবল স্মৃতির আবৃত্তি দ্বারা মন্ত্রাবৃত্তি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, ঋগাবৃত্তির উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। [কারণ, সেখানেও, স্মৃতিরই আবৃত্তি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোবৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্তিগত অনাদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস রহিত) আত্মচৈতন্য, সেই আত্মচৈতন্যই এখানে যজুঃ শব্দের অর্থ এবং মন্ত্র নামে অভিহিত।৫ .

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শব্দের অন্য প্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ রসাদির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই আপতিত হয়; অথচ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঋক্ প্রভৃতি নিত্য হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক 'সমস্ত বেদ যেখানে একীভূত হয়, অর্থাৎ যাহা সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে অধিষ্ঠিত আত্মা', এই শ্রুতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাশ তুল্য এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্রহ্মে বিধিনিষেধাত্মক ঋক্ সমূহ অভিন্নভাবে নিবদ্ধ আছে, এবং ইহাতেই বিশ্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও মন্ত্রসমূহের মনোবৃত্তিরূপতাই সমর্থন করিতেছে। আদেশযোগ্য বিষয়-বিশেষের উপদেশ করে বলিয়া এখানে 'আদেশ' অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতুভূত) পুচ্ছ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবস্থিতির হেতুভূত শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম্ম প্রতিপাদনই ঐ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক বা সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য আছে ॥১॥৩০॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী তৃতীয়ানুবাকের ভাষানুবাদ ॥৩॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥ ৪ ॥

সরলার্থঃ। [মনোময়স্য চতুর্বেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তম্; বেদানাঞ্চ ব্রহ্ম-প্রকাশকত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্নত্বম্। ততশ্চ বেদেভ্যোঽভিন্নং সর্ব্বস্য জগতঃ কারণভূতং মনোময়মিদানীং প্রস্তৌতি 'যতঃ' ইত্যাদিভিঃ।]

বাচঃ (বচনানি বাগিন্দ্রিয়ং) মনসা সহ অপ্রাপ্য (অলব্ধা) যতঃ (যস্মাৎ মনোময়াৎ ব্রহ্মণঃ) নিবর্ত্তন্তে ; [তস্য] ব্রহ্মণঃ (মনোময়স্য) [বিজ্ঞানফলং] আনন্দং বিদ্বান্ (জানন্) কুতশ্চন (কুতোঽপি জন্ম-মরণাদিদুঃখাদপি) ন বিভেতি। তস্য পূর্ব্বস্য (প্রাণময়স্য) এষঃ এব আত্মা। [কঃ?] যঃ [এষঃ মনোময়ঃ]।

তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ মনোময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরঃ) আত্মা [অস্তি]। [কঃ?] বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানং—বুদ্ধিঃ, তৎপ্রায়ঃ—বিজ্ঞানময়ঃ)। তেন (বিজ্ঞানময়েন) এষঃ (প্রাণময়ঃ) পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। তস্য (মনোময়স্য) পুরুষবিধতাম্ অনু এষঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ; ঋতং (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী বৃত্তিঃ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; সত্যং (তস্মিন্নেব বিষয়ে বাক্কায়ানুষ্ঠানপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ) উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগঃ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে সংশয়শূন্যা বৃত্তিঃ) আত্মা; মহঃ (মহত্তত্ত্বং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তৎ (তস্মিন্ অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। [অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্]॥১॥৩১॥

মূলানুবাদ। [ইতঃপূর্ব্বে মনোময় কোশকে চতুর্ব্বেদবিষয়ক মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্মপ্রকাশক বেদকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি]।

বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাহার জন্মমরণভয় নিবৃত্ত হয়। এই যে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময় কোশের শারীর আত্মা।

সেই এই মনোময় কোশ হইতেও অভ্যন্তর বিজ্ঞানময় নামে আর একটী আত্মা আছে। তাহা দ্বারাই উক্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত। সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে); এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, ঋত (শাস্ত্রার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা (দেহমধ্য ভাগ); মহঃ (মহত্তত্ত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। এই ব্রাহ্মণোক্ত বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে॥১॥৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা॥ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্য মনসা সহেত্যাদি। তস্য পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্য এষ এবাত্মা শারীরঃ—শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ? য এষ মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্যাভ্যন্তরো বিজ্ঞানময়ঃ। মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্, তচ্চাধ্যবসায়লক্ষণমন্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ, তন্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈর্নির্ব্বর্ত্তিত আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ; প্রমাণ বিজ্ঞানপূর্ব্বকো হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্বঞ্চ বক্ষ্যতি শ্লোকেন।

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্ত্তব্যেষর্থেষু পূর্ব্বং শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। সা সর্ব্বকর্ত্তব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শিরঃ। ঋতসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব। যোগঃ যুক্তিঃ সমাধানম্, আত্মৈবাত্মা। আত্মবতো হি যুক্তস্য সমাধানবতোঽঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি যথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবন্তি। তস্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্মা বিজ্ঞানময়স্য। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মহ ইতি মহত্তত্ত্বং প্রথমজম্, মহদ্যক্ষং প্রথমজম্"ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ; পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কারণং হি কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা, যথা বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী। সর্ব্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্তত্ত্বং

কারণম্ ; তেন তদ্বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি পূর্ব্ববৎ ; যথান্নময়াদীনাং ব্রাহ্মণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোকাঃ ; এবং বিজ্ঞানময়স্যাপি ॥১॥ ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্থানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি। ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ব্বকথিত সেই প্রাণময় কোশের শারীর—প্রাণময় কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ইহা কি ? না, যাহা এই মনোময়। 'তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অন্য অন্তর আত্মা হইতেছে বিজ্ঞানময়। এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময়ের অভ্যন্তর। [কেন না,] পূর্ব্বে মনোময়কে বেদাত্মক (ঋক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ) বলা হইয়াছে। বেদার্থ বিষয়ে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের অধ্যবসায় স্বরূপ (অবধারণাত্মক) ধর্ম্ম ; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভূত (যথার্থ) নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পাদিত হয় ; কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ যজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত, তাহা পরেই একটী শ্লোকে কথিত হইবে।

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রথমতঃ যজ্ঞাদি কার্য্যে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সেই শ্রদ্ধা এখানে 'শির' রূপে কল্পিত হইয়াছে। ঋত ও সত্য শব্দের অর্থ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এখানেও সেই রূপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্মা। কেন না, আত্মবান্—যোগযুক্ত—সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে ; সেই হেতু, সমাধান—যোগই বিজ্ঞানময়ের আত্মা। মহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ। মহঃ অর্থ—প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব ; কারণ, 'অন্য শ্রুতিতে যিনি মহৎ যক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমজকে জানেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। উহাই স্থিতির হেতু বলিয়া পুচ্ছস্থানীয়। কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা—স্থিতি-হেতু হইয়া থাকে ; পৃথিবী যেরূপ বৃক্ষলতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। মহত্তত্ত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ ; সেই হেতু উহাই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশরূপী আত্মারও প্রতিষ্ঠা (১)। উক্ত

(১) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের অপর নাম বুদ্ধিতত্ত্ব। প্রথম অখণ্ড একই মহত্তত্ত্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী

বিষয়েও এই একটী শ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত অন্নময়াদির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রূপ এই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপপ্রকাশক শ্লোকও আছে ॥১।৩১॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৪॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী—পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

সরলার্থঃ। ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং শ্লোকমুপক্রমতে 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানময় আত্মা ইত্যর্থঃ) যজ্ঞং (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণং কর্ম্ম) তনুতে (তনোতি নিষ্পাদয়তি); কর্ম্মাণি (স্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তনুতে; [বিজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ]। সর্ব্বে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যেষ্ঠং (প্রথমজং) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম (বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি)। চেৎ (যদি) বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বেদ (বেত্তি) [কশ্চিৎ], (তথা) তস্মাৎ (বিজ্ঞান-ব্রহ্মণঃ) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তো ন ভবতি) [অন্নময়াদিষু আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পন্নো ভবতি চেৎ; তদা]

হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত। পরে সেই অখণ্ড বুদ্ধিতত্ত্বই জীবের কর্ম্মানুসারে প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়া ব্যবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই বুদ্ধিকেও বুদ্ধিবিজ্ঞানও বলা হইয়া থাকে।

শরীরে (শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্মনঃ (পাপানি) হিত্বা (পরিত্যজ্য) [বিজ্ঞানময়াধীনান্] সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে (বিজ্ঞানময়াত্মনা ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ) । এষ এব তস্য পূর্ব্বস্য (মনোময়স্য) শারীরঃ আত্মা ; [কঃ ?] যঃ [এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ] ।

তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা—আনন্দময়ঃ। তেন (আনন্দময়েন) এষঃ (পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময়ঃ) পূর্ণঃ। স এষঃ (আনন্দময়ঃ) বৈ পুরুষবিধ এব। তস্য (বিজ্ঞানময়স্য) পুরুষবিধতাং অনু অয়ং (আনন্দময়ঃ) পুরুষবিধঃ। তস্য (আনন্দময়স্য) প্রিয়ং (ইষ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ ; মোদঃ (ইষ্টলাভজং সুখং) দক্ষিণঃ পক্ষঃ ; প্রমোদঃ (ইষ্টবস্তুভোগজনিতং সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ ; ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইত্যুক্তলক্ষণং) প্রতিষ্ঠা পুচ্ছং (পুচ্ছমিব, স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তত্র আনন্দময়বিষয়ে এষঃ শ্লোকঃ ভবতি ॥১॥৩২॥

মূলানুবাদ। এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 'বিজ্ঞানম্' ইত্যাদি। বিজ্ঞান অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞানময়ই যজ্ঞ বিস্তার করে (যজ্ঞারম্ভের প্রযোজক হয়), এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও বিস্তার করে ; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ) সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। [কোন লোক] যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রহ্মকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের চিন্তা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে সমুদয় পাপ আছে, সেই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রাণময়ের শারীর আত্মা।

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটী অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে ; যাহার নাম আনন্দময়। পূর্ব্বকথিত বিজ্ঞানময় ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকৃতিসম্পন্নই বটে, এবং বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদনুরূপ পুরুষবিধতা। প্রিয়ই (প্রিয়বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই) এই আনন্দময়ের শিরঃ;

মোদ (প্রিয়বস্তুর লাভজনিত আনন্দ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ ; প্রমোদ (প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ) তাহার বাম পক্ষ ; আনন্দ তাহার আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ—পুচ্ছতুল্য। ব্রাহ্মণবাক্যোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১॥৩২॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং তনোতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্ ; অতো বিজ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বম্—তনুত ইতি। কর্ম্মাণি চ তনুতে। যস্মাদ্বিজ্ঞানকর্ত্তৃকং সর্ব্বম্, তস্মাদ্ যুক্তং বিজ্ঞানময় আত্মা ব্রহ্মেতি। কিঞ্চ, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রথমজত্বাৎ ; সর্ব্ববৃত্তীনাং বা তৎপূর্ব্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তস্মিন্ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যভিমানং কৃত্বা উপাসত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তে মহতো ব্রহ্মণ উপাসনাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যবন্তো ভবন্তি। ১

তচ্চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ যদি বেদ বিজানাতি ; ন কেবলং বেদৈব, তস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ চেৎ ন প্রমাদ্যতি ; বাহ্যেষ্বনাত্মস্বাত্মা ভাবিতঃ ; তস্মাৎ প্রাপ্তং বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মভাবনায়াঃ প্রমদনম্, তন্নিবৃত্ত্যর্থমুচ্যতে—তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতীতি। অন্নময়াদিষ্বাত্মভাবং হিত্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মত্বং ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্যাৎ ইতি ? উচ্যতে—শরীরে পাপ্মনো হিত্বা ; শরীরাভিমাননিমিত্তা হি সর্ব্বে পাপ্মানঃ ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণ্যাত্মাভিমানাৎ, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্যতে, ছত্রাপায় ইব ছায়ায়াঃ। তস্মাচ্ছরীরাভিমাননিমিত্তান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা বিজ্ঞানময়ব্রহ্মস্বরূপাপন্নঃ তৎস্থান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিজ্ঞানময়েনৈবাত্মনা সমশ্নুতে সম্যক্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বস্য মনোময়স্যাত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে ভবঃ—শারীরঃ। কঃ ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যুক্তার্থম্। ২

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্মপ্রতীতিঃ, অধিকারাৎ ময়ট্‌শব্দাচ্চ। অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ। তদধিকারপতিতশ্চায়মানন্দময়ঃ। ময়ট্ চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, যথা অন্নময় ইত্যত্র। তস্মাৎ কার্য্যাত্মা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। সংক্রমণাচ্চ—"আনন্দময়াত্মানমুপসংক্রামতি" ইতি বক্ষ্যতি। কার্য্যাত্মনাঞ্চ সংক্রমণমনাত্মনাং দৃষ্টম্। সংক্রমণকর্ম্মত্বেন চ আনন্দময়

আত্মা শ্রূয়তে, যথা "অন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"ইতি। ন চাত্মন এবোপসংক্রমণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসম্ভবাচ্চ; ন হ্যাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ। শির-আদিকল্পনানুপপত্তেশ্চ। ন হি যথোক্তলক্ষণে আকাশাদিকারণে অকার্য্যপতিতে শির-আদ্যবয়বরূপকল্পনা উপপদ্যতে; "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" "অস্থূলমনণু" "নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিবিশেষাপোহশ্রুতিভ্যশ্চ। মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ। ন হি, প্রিয়শিরআদ্যবয়ববিশিষ্টে প্রত্যক্ষতোঽনুভূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি ব্রহ্মণি নাস্তি ব্রহ্মেত্যাশঙ্কাভাবাৎ "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইতি মন্ত্রোদাহরণমুপপদ্যতে। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"ইত্যপি চানুপপন্নং পৃথগ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাত্মা। ৩

আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলম্; তদ্বিকার আনন্দময়ঃ। স চ বিজ্ঞানময়াদান্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্ব্বিজ্ঞানময়াদস্যান্তরত্বশ্রুতেঃ। জ্ঞান-কর্ম্মণোর্হি ফলং ভোক্তৃর্থত্বাদান্তরতমং স্যাৎ; আন্তরতমশ্চ আনন্দময় আত্মা পূর্ব্বেভ্যঃ। বিদ্যাকর্ম্মণোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ। প্রিয়াদিপ্রযুক্তে হি বিদ্যাকর্ম্মণী। তস্মাৎ প্রিয়াদীনাং ফলরূপাণামাত্মসন্নিকর্ষাদ্বিজ্ঞানময়াদস্যাভ্যন্তরত্বমুপপদ্যতে, প্রিয়াদিবাসনানির্ব্বর্ত্তিতো হ্যাত্মা আনন্দময়ো বিজ্ঞানময়াশ্রিতঃ স্বপ্নে উপলভ্যতে। ৪

তস্যানন্দময়স্যাত্মন ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্যাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষঃ। স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ। আনন্দ ইতি সুখসামান্যম্ আত্মা প্রিয়াদীনাং সুখাবয়বানাম্, তেষ্বনুস্যূতত্বাৎ। আনন্দ ইতি পরং ব্রহ্ম; তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদিবিষয়বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নে অভিব্যজ্যতে। তৎ বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। তদ্বৃত্তিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকস্য কর্ম্মণোঽনবস্থিতত্বাৎ সুখস্য ক্ষণিকত্বম্। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তমোঘ্নেন বিদ্যয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মলত্বমাপদ্যতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে প্রসন্নে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে বিপুলীভবতি। বক্ষ্যতি চ—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি, এষ হ্যেবানন্দয়াতি, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"ইতিশ্রুত্যন্তরাৎ। এবঞ্চ কামোপশমোৎকর্ষাপেক্ষয়া শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষ আনন্দস্য বক্ষ্যতে। ৫

এবঞ্চ উৎকৃষ্যমাণস্য আনন্দময়স্যাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্মবিজ্ঞানাপেক্ষয়া ব্রহ্ম পরমেব যৎ প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তলক্ষণম্,যস্য চ প্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চ অন্নাদিময়াঃ কোশাঃ

উপন্যস্তাঃ, যচ্চ তেভ্য আভ্যন্তরম্, যেন চ তে সর্ব্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সর্ব্বস্যাবিদ্যাপরিকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতমদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, আনন্দময়স্য একত্বাবসানত্বাৎ। অস্তি তদেকম্ অবিদ্যাকল্পিতস্য দ্বৈতস্যাবসানভূতম্ অদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম্। তদেতস্মিন্নপ্যর্থে এষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১ ॥৩২ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী-পঞ্চমানুবাকভাষ্যম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করে; কেন না, বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই কারণে যজ্ঞারম্ভে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সম্ভব হয়। বিজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মারম্ভ করে। যে হেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্ব্বত্র, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্মা যে, ব্রহ্ম, ইহাও যুক্তি সঙ্গত। আরও এক কথা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথবা বুদ্ধিবিজ্ঞানই অপরাপর সমস্ত বৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিজ্ঞানের জ্যেষ্ঠত্ব। যেহেতু দেবতাগণ নিজ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপাসনা করে; সেই হেতু মহৎ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ১

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যদি বিশেষরূপে জানে—অবগত হয়, কেবল অবগত হওয়া নহে—যদি সেই বিজ্ঞান ব্রহ্ম হইতে প্রমাদগ্রস্ত না হয়। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহ্য বস্তুতেই আত্মবুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই প্রমাদের সম্ভাবনা আছে; সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি তদ্বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয় ইতি। অভিপ্রায় এই যে, অন্নময় দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্ম-ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেই আত্মভাব-ভাবনা সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি হইবে? হাঁ, বলা যাইতেছে—শরীরে আত্মাভিমান হইবার কারণ না থাকায়ই অন্নময়াদিগত আত্মাভিমানও নষ্ট হইয়া যায়, যেমন ছত্রের অভাবে ছায়ার অভাব, তেমনি। অতএব শরীরাভিমানজনিত শরীরোৎপন্ন সমস্ত পাপ শরীরেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পূর্ব্বোক্ত মনোময় কোশের আত্মা, অর্থাৎ মনোময় কোশরূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মা। কে? না, এই যে, বিজ্ঞানময় কোশ। "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ", ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২

শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য্য আত্মা (অমুখ্য আত্মা) বুঝিতে হইবে; কেন না, ইহা অমুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্নময়াদি গৌণ আত্মার প্রকরণে) পঠিত, এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়যুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি ভৌতিক জন্য আত্মার অধিকার বা প্রস্তাব রহিয়াছে. এই আনন্দময় আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত; [সুতরাং ইহাও অমুখ্য আত্মাই বটে]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিকারার্থে বিহিত 'ময়ট্' প্রত্যয় দৃষ্ট হইতেছে, যেমন 'অন্নময়' শব্দে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয হইয়াছে; [ইহাও তেমনই], অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আত্মাই বুঝিতে হইবে, [নিত্য আত্মা নহে]। সংক্রমণও [আনন্দময়ের অনাত্মত্বে] অপর হেতু; কেন না, পরেই বলা হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।' উৎপত্তিশীল অন্নময় প্রভৃতি আত্মারই অন্যত্র সংক্রমণ দেখা গিয়াছে। 'এই আনন্দময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়' বাক্যে সংক্রমণের কর্ম্মস্বরূপে আনন্দময়ের উল্লেখ শ্রুত হইতেছে। এই সংক্রমণ প্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও কল্পনা করা যাইতে পারে না; কারণ, তাহা অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়; কেন না, অন্নময়াদির স্থলে ত সেরূপ কল্পনা করা আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহিত ঐরূপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেন না, আত্মা নিজেই ত নিজের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না; কারণ, নিজের সহিত নিজের ভেদ নাই, [পরস্পর ভেদযুক্ত বস্তুদ্বয়েরই পরস্পরের সহিত সম্মিলন হইয়া থাকে; অভেদে হয় না]। অথচ ব্রহ্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্য্যশ্রেণীর অতীত এবং আকাশাদি সমস্ত বস্তুর কারণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রহ্মের মস্তকাদি অবয়ব কল্পনা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না; এবং তাহার সবিশেষ ভাবের প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অযোগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং কোথাও বিলয় প্রাপ্ত হন না' 'ব্রহ্ম স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে', 'প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা নহে' ইত্যাদি শ্রুতিও এতদর্থে প্রমাণ। বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্মত্ব পক্ষে পরবর্ত্তী মন্ত্রের উল্লেখও অনুপপন্ন হয়; কারণ, প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব

"ব্রহ্মসূত্র" বেদান্ত দর্শন

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে পূজ্য, মানব জাতীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন-শাস্ত্র ব্রহ্মসূত্র, সাধারণ জ্ঞানপিপাসু বঙ্গবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য আর একবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত— শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহাতে মূলসূত্র, মূলানুবাদ, শঙ্করভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ভামতীর টীকা, তাহার অনুবাদ, রত্নপ্রভা এবং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। প্রতি খণ্ড ১৬ ফর্ম্মা মূল্য ১৲ এক টাকা। চতুঃসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৩৲ টাকা।

বেদান্ত—ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষদের গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী।

১। যাঁহারা যে সময়ে উপনিষদের (অগ্রিম এক টাকা জমা দিয়া) গ্রাহক হইবেন তাঁহারা সেই সময় হইতে প্রকাশিত উপনিষদ কিছু কম মূল্যে পাইবেন, পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সাধারণ মূল্যে লইতে হইবে। পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে ঐ টাকা হিসাবে শোধ দিব। পুস্তক সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে গ্রাহক পুস্তক লওয়া বন্ধ করিলে জমার টাকা ফেরৎ পাইবেন না।

২। গ্রাহকগণের নিকট হইতে কোন কারণে যদি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসে তাহা হইলে জমা দেওয়া ঐ টাকা হইতে ভিঃ পিঃ খরচ বাদ যাইবে এবং সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠান বন্ধ থাকিবে।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে সংবাদ দিবেন।

৪। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হইলেই সহরে ও মফঃস্বলে গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়।

৫। গ্রন্থগুলি ডিমাই ৮ পেজী আকারে ভাল কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। উপস্থিত কাগজের দর অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়াতে ডাকমাশুলসহ ১৬ ফর্ম্মা (একখণ্ড) একটাকা ধার্য্য করিয়াছি। কোন গ্রন্থ আংশিক হিসাবে বিক্রয় হয় না।

শ্রীমন্মথনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত, দি, ইণ্ডিয়ান প্রেস। ৬৭।৯ বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী বেদান্ত-মীমাং
দর্শনতীর্থ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

১। উপদেশ সহস্রী।

এই গ্রন্থখানি আচার্য্যদেবের স্বরচিত গ্রন্থ। ইহা জ্ঞানযোগী সাধ শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীর জন্য আচার্য্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধ সাধনকালে কিরূপ পথে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিবেন তাহা অতি সুন্দরভা বিবৃত হইয়াছে। এই উপদেশগুলি শাঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের প্রধ অবলম্বন।

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, রামতীর্থ টীকা বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যস সুন্দর ডিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৬১৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ৪৲।

যেমন বৈরাগ্যযুক্ত স্থির-চিত্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে উপদেশ সহস্রী তেমনি জ্ঞান পিপাসু, সংসার প্রপীড়িত মোক্ষইচ্ছু সকল ব্যক্তির পক্ষেই—

২। সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ

ইহাতে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে বেদান্ত মতটি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজে বেদান্তের সুগভীর তত্ত্বটি আয়ত্ত করিবার জন্য এই উদদেশগুলি একটি সুন্দর উপায়।

ইহা মূল, অন্বয় বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ তাৎপর্য্য মণ্ডিত। ভাল ডিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৪৩৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ২৷৷০

শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা

ইহা জগতের সুপরিচি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অতএব ইহার পরিচয় অনাবশ্যক মৎপ্রকাশিত গীতার বিশেষত্ব—শঙ্কর ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ শঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা শঙ্কর ভাষ্যানুবাদ এবং তাৎপর্য্য আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
কর্ত্তৃক অনুদিত।

সুন্দর ডিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত দুই খণ্ডে ১১৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য